হার্জ

টিনটিনের অমর স্রষ্টা হার্জের জো, জেট ও জোকোর অ্যাডভেঞ্চার

স্ট্রাটোশিপ এইচ. ২২/প্রথম পর্ব
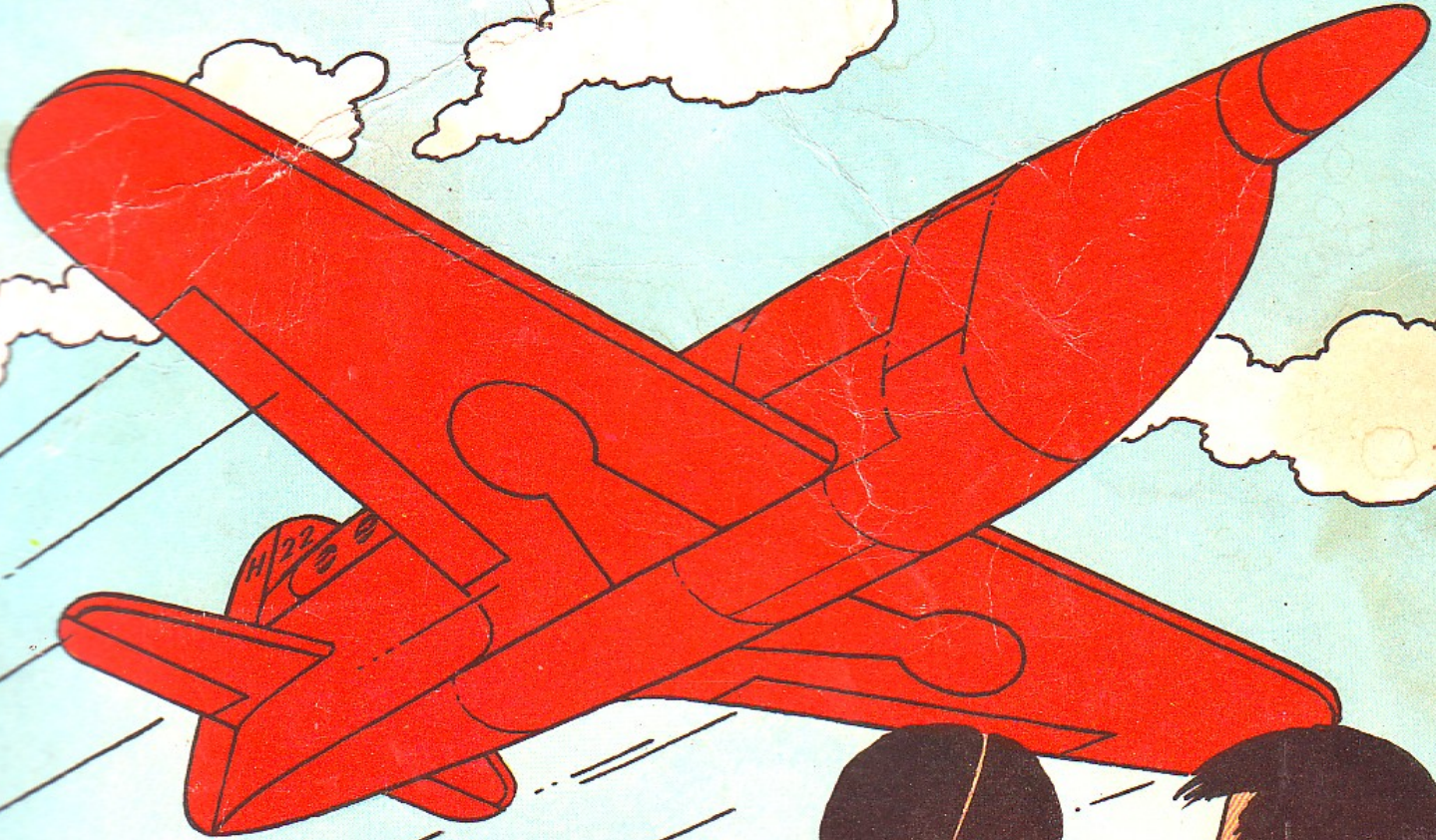
জন পপের উত্তরাধিকার

হার্জ

জো, জেট ও জোকোর অ্যাডভেঞ্চার

স্ট্রাটোশিপ এইচ. ২২

প্রথম পর্ব

জন পপের উত্তরাধিকার

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

কলকাতা ৯

জন পাম্পের উত্তরাধিকার

পরিচারক চাই
সুদক্ষ পরিচারক চাই।
রোলার-স্কেটে অভিজ্ঞতা
থাকা প্রয়োজন।
আবেদন করুন :
জে. এ. পা.,
১৪৮ ইস্ট অ্যাভিনিউ
নিউ ইয়র্ক, ৩১৪৮৯৮৭

জে. এ. পা. ?...জে এ. পা. ?... বুঝতে পেরেছি, জন আর্চিবল্ড পাম্প, বিখ্যাত কোটিপতি...

আমরা কি স্বয়ং জন পাম্পের সঙ্গে দেখা করতে পারব ?

না, ওঁর সেক্রেটারির সঙ্গে।

ঠকাস

!

?

পরের জন চলে আসুন !

সুপ্রভাত। সার, আমি...

জলদি করুন
আপনার চেয়ে আমাদের সময়ের দাম আছে !

যত তাড়াতাড়ি পারেন স্কেট দুটো পায়ে পরুন, আমি সময় দেখছি।

দ্রুত, আরও দ্রুত
গতিতে কাজ করুন
জে. এ. পাম্প

এক মিনিট ৩৮·৮ সেকেন্ড। শুরুটা খারাপ হয়নি।

এখন পেছনের ট্রে-টা হাতে নিন... তারপর স্কেটিং শুরু করুন !

দুঃখিত...আপনাকে দিয়ে চলবে না... অনুপযুক্ত... পরের জন !

বুঝতে পারছি না, মিঃ পাম্প কেন রোলার স্কেট করতে বলেন ?

মিঃ পাম্প গতি পছন্দ করেন। তিনি অত্যন্ত আধুনিক চিন্তাধারার মানুষ। তাঁর বাড়িতে পুরনো ব্যাপার-স্যাপার চলবে না। রোলার স্কেট পরে কাজ করলে এক সেকেন্ডও নষ্ট হয় না।

একটু অপেক্ষা করুন...

মিনিটখানেকের মধ্যেই আসছি।

!?

ক'জন আবেদনকারী এসেছেন ?

এগারোজনের সঙ্গে কথা হয়েছে। অনেকেই ভাল। তবে রোলার-স্কেট পরীক্ষায় কেউ পাশ করেনি।

HASTY SOUP

এগারো ! অত্যন্ত কম !...সময় নষ্ট করছ ! আমাকে দেখে শেখো ! আমার গতি বাড়াতে কনভেয়ার বেল্টে আমার খাবার দেওয়া হয় !

আমার সময় নষ্ট না করে চলে যাও !

না, মিঃ পাম্প !

কর্তা আজ খুব তাড়াতাড়ি লাঞ্চ খেয়েছেন । মেজাজটা চমৎকার আছে...

ব্যস ! শেষ !

জেঙ্কিন্স, আমাকে সঙ্গে-সঙ্গে ফোন করতে ভুলো না...

জেঙ্কিন্স বলছি, মিঃ পাম্প । কর্তা আজ ৩ মিনিট ১৪·৬ সেকেন্ডে লাঞ্চ খেয়েছেন । উনি নিজের রেকর্ড ভেঙেছেন । আগের রেকর্ড ছিল ৩ মিনিট ১৫·২ সেকেন্ড । প্রেসকে খবর দেব কি ?

সকালে চমৎকার কাজ হয়েছে !... গাড়ি চালিয়ে নিজেকে পুরস্কৃত করব ।

হেল্লো !... আমার নতুন উল্কাটা নিয়ে এসো । আমি ৪২ সেকেন্ডে নীচে নামছি ।

কর্তার গাড়ি দরজায় দাঁড়িয়ে !

পার্কার, আমি এখনই ফিরে আসব ।

ভালভাবে বেড়িয়ে আসুন, সার ।

ভ্রুউউউউউউউম

ব্যক্তিগত এলাকা
প্রবেশ নিষেধ

?

দুউউম

ক্র্যাক

দৈনিক সংবাদ

পরলোকে ডন আর্চিবল্ড পাম্প
ঘণ্টায় ১৫৫ মাইল বেগে চলার সময় টায়ারে বিস্ফোরণ

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ

উইলিয়াম এবং ফ্রেড স্টকরাইজ, মিঃ পাম্পের দুই ভাগ্নে, সঙ্গে-সঙ্গে বিমানে নিউ ইয়র্ক রওনা হল। উইল পড়ার সময় তারা সেখানে হাজির থাকবে।

জানো, ওঁর সম্পত্তির মূল্য প্রায় ১০ কোটি ডলার!

"এই আমার শেষ উইল..."

এই শর্তে দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে (৫ নং তালিকা দ্রষ্টব্য) ভাগ করে দেওয়া হবে যে, তারা পূর্বোক্ত রীতি নিয়ন্ত্রণ মেনে চলবে (ক্রোড়পত্র ৫ দ্রষ্টব্য)।
নিউ ইয়র্ক থেকে প্যারিসে অথবা প্যারিস থেকে নিউ ইয়র্কে গড়ে ঘণ্টায় এক হাজার কিলোমিটার (অথবা ৬২৫ মাইল) বেগে একনাগাড়ে উড়ে যেতে পারে এমন বিমান তৈরি করতে যারা প্রথম সফল হবে তাদের জন্য এক কোটি ডলার দান করছি। কিন্তু এই উইল কার্যকর হওয়ার ঠিক এক বছরের মধ্যে এমন বিমান তৈরি সম্ভব না হলে এই অর্থ আমার দুই ভাগ্নে উইলিয়াম এবং ফ্রেড স্টকরাইজ পাবে। এদের জন্য আমি কোনও অর্থ রেখে যাচ্ছি না। আমার ইচ্ছা, তারা নিজেদের চেষ্টায় নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে।
আমার সারাজীবনের বিশ্বস্ত সঙ্গী 'ফিড' স্টপওয়াচ তাদের জন্য রেখে যাচ্ছি।

জে. এ. পাম্প

১৯৫৪ সালের ১০ জুন এক ঘণ্টা, ৩৫ মিনিট, ১২·৮ সেকেন্ডে নিউ ইয়র্কে সম্পাদিত।

এখানেই শেষ। কেউ কি আপত্তি জানাতে চান?

আমি চাই!...আমি বলছি এই উইল সিদ্ধ নয়...
আমাদের মামা নির্বোধ ছিলেন...আমাদের বঞ্চিত করার কোনও অধিকার তাঁর ছিল না...
আমি ফ্রেড স্টকরাইজ নিবিদ্য করছি...

আর কথা নয়, ফ্রেড!... তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত... বসে পড়ো!...

কী বললে? তুমি...

আমার ভাইকে ক্ষমা করবেন... ও রাগের মাথায় বলেছে। এখনই ও বুঝতে পারবে মামা ঠিকই করেছেন।
ঠিক আছে।
কিন্তু...

রেডিও প্যারিস। মার্কিন কোটিপতি জন পাম্পের উইল অনুযায়ী যে-বিমান প্রথম নিউ ইয়র্ক থেকে প্যারিস অথবা প্যারিস থেকে নিউ ইয়র্ক হাজার কিলোমিটার বেগে উড়ে যেতে পারবে...

...সে এক কোটি ডলার পুরস্কার পাবে।
এক কোটি ডলার !
ঘণ্টায় হাজার কিঃ মিঃ বেগে !

স্ট্রাটোস্ফিয়ার ছাড়া এই গতিবেগ সম্ভব নয়। তাই আমাদের স্ট্রাটোস্ফেরিক বিমান তৈরি করতে হবে। লেগ্রাঁ, চেষ্টা করবে ?

নিশ্চয়, স্যর। কাল থেকে কাজে হাতে দেব। আশা করছি আমরা সফল হব।

পরদিন সকালে...
প্রতিদ্বন্দ্বী এসে গেছে দেখছি। হ্যানোভারের রাকনার কোম্প্যানি, বার্মিংহামের এল. এফ. এ আর বস্টনের লকহার্ট বিমান তৈরি করবে ঘোষণা করেছে।

বাবা, তুমি কি এস. এফ. সি-র প্লেন চালাবে ?
হতে পারে...তবে আগে প্লেনটা তৈরি করতে হবে, জো।

আমি যাচ্ছি...খেলা করো... কিন্তু দুষ্টুমি... করবে না...

বিদায়, বাবা...
তাড়াতাড়ি ফিরো...
চলি...

স্ট্রাটোস্ফিয়ার আইফেল টাওয়ারের চেয়েও উঁচু ?
হ্যাঁ, জেট !

ওই মেঘ দেখতে পাচ্ছ ? ওর চেয়েও উঁচুতে। বাবা বলেন ওখানে শ্বাস নেওয়ার মতো বাতাসই নেই...

যদি বড় হতুম, বাবার স্ট্রাটোস্ফেরিক প্লেন চালিয়ে এক কোটি ডলার জিতে...

একটা সুপার স্কুটার কিনে ফেলতুম...

কী আশা করছ, জোকো ?
ওড়াটা বিপজ্জনক কাজ...

ওহ্, ওটা মঁসিয়ে ডুরান্ডের
বাগানে পড়েছে !

মাফ করবেন, মঁসিয়ে
ডুরান্ড, আমাদের
গ্লাইডারটা দেখেছেন ?

সেইদিন সন্ধ্যায়...

R.44

ওহ্, এর মধ্যেই দশটা বেজে গেল...
কাজ বন্ধ করতেই হবে !

B.F.A-232

হেল্লো, তুমি ? হ্যাঁ...
এখনই বেরিয়ে পড়ছি...
এক ঘণ্টার আগেই
পৌঁছে যাব...

ভাল, আমি অপেক্ষা
করছি...রাখছি, জেক্স !

গ্যারাজ

রাত দুপুর !...জেক্স কোথায়
যেতে পারে ?...এক ঘণ্টা আগে
ওর ঘরে পৌঁছনো উচিত ছিল !

ঢং ঢং ঢং ঢং...

ক্রিং ক্রিংং...
?
হেল্লো ?...হ্যাঁ, বলছি...
কী ? আমার স্বামী ?
দুর্ঘটনা !...সর্বনাশ !...
আহত...সেন্ট জনস
হসপিটাল...এখনই
যাচ্ছি...
উদ্বিগ্ন হবেন না, মাদাম লেগ্রাঁ ।
আপনার স্বামীর আঘাত সামান্য...
কী স্বস্তি !
প্রায় ষাট মাইল বেগে
যাচ্ছিলুম...হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ
হারালুম...আর কিছু মনে নেই...
বোধ হয় স্টিয়ারিং-এ গোলমাল...
বিশেষজ্ঞ কী বলেন দেখি ।
নিঃসন্দেহে অন্তর্ঘাত । করাত দিয়ে স্টিয়ারিং কলাম প্রায় কেটে ফেলা
হয়েছিল...প্রথম ঝাঁকুনিতেই ওটা ভেঙে যায় ।
জেট, কী মনে হচ্ছে
জানো ? কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী
বাবার প্লেন তৈরিতে বাধা
দিচ্ছে । গল্পে এমন
পড়েছি...
অ্যারো-এঞ্জিনিয়ার
লেগ্রাঁর ওপর
হামলা

আততায়ীর অনুসন্ধান
চলছে, পুলিশ এখনও
অন্তর্ঘাতের খোঁজ পায়নি ।
মঁসিয়ে লেগ্রাঁ
কাজে যোগ দিয়েছেন ।
আজ তোমাদের কারখানায় নিয়ে যাব...
আবহাওয়া-বেলুন ওড়াতে তোমরা
সাহায্য করবে ।
কী বেলুন ?
একটা ছোট্ট বেলুন, যার মধ্যে সূক্ষ্ম মাপক
যন্ত্র থাকে । আবহমণ্ডলের তথ্য সংগ্রহের
জন্য আকাশে পাঠানো হয় । দেখতে পাবে...
ওই যে ।
ছেড়ে দাও !...
ন্যাখো, ওটা
ওপরে উঠছে...
জোকো !
জোকো !

শিগ্‌গির চলো !... গাড়িতে চেপে ওর পেছনে ছোটার চেষ্টা করতেই হবে !

জোকো, ধরে থাকো !

মোরগমার্কা পানীয় নিয়ে এসো...

মোরগমার্কা পানীয় !

ক্র্যাক

এই তক্তাটা পাতলে পেরিয়ে যেতে পারব ।

নির্ভয়ে চলে এসো । আমি তোমাকে ধরে আছি ।

উফ !

দেখলে তো !

?

?

ঝপাং

?

আউ !

বুউউম

!

EMOVALS
OWN
AND
OUNTRY

?

?

উহ্ !... বাঁচাও !... বাঁচাও !...

?!

!?

বাঁ-চা-ও !... বাঁচাও !...

শিগ্গির আসুন !... আমার বাড়ি বানরে ভরে গেছে !...

ওই তো জোকো !

সব ভাল যার শেষ ভাল !... জোকো জোর বেঁচে গিয়েছে...এবার কারখানায় ফিরতে হবে...কাল আর-একটা বেলুন ওড়াব, তবে এবার জোকোকে বাদ দিয়ে...

মসিয়ে লেগ্রাঁ, চিফ আপনাকে অফিসে ডাকছেন।

S.A.F.C.A.

যাচ্ছি, জো আর জেট, তোমরা লুইয়ের সঙ্গে যাও। ও তোমাদের ঘুরিয়ে দেখাবে। আমি একটু পরেই আসছি।

আঃ, তোমাকে দেখে খুশি হলুম, লেগ্রাঁ... এই চিঠিটা পড়ো। এটা এইমাত্র পেলুম...

S.A.F.C.A

!

পরিচালক সমীপেষু,
মহাশয়, আপনার এঞ্জিনিয়ার লেগ্রাঁ আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ঘটনা অচিরেই প্রমাণ করবে, সে আপনার বিশ্বাসের যোগ্য নয়।
জনৈক বন্ধু

স্যর, এটা জঘন্যতম অপবাদ।

আমার তাতে সন্দেহ নেই, লেগ্রাঁ। তাই এখনই তোমাকে চিঠিটা দেখাতে চেয়েছিলুম।

আমার মনে হয় এই চিঠির সঙ্গে তোমার ওপর সাম্প্রতিক আক্রমণের সম্পর্ক আছে। কেউ তোমার ক্ষতি করতে চায়... কিন্তু কে ?... এবং কেন ?

S.A.F.C.A.

এটা শেষ পর্যায়ের কাজ—এঞ্জিন ঠিক করা।

কী করে প্লেন তৈরি হয় দেখলে, এবার ওড়া দেখব...

একটা নতুন ধরনের প্লেন উড়তে দেখবে...

বাহ্!

ওই যে, নতুন সি. ৪৮ প্লেন।

দারুণ, তাই না।

ইনি টেস্ট পাইলট মঁসিয়ে ওয়ানার সেরাদের একজন।

প্লেনটা উড়ছে...

কী জোরে ছুটছে!

বাঁচাও! আগুন লেগেছে!... পাইলট... ?

প্যারাশুট ব্যবহারের সময়টুকু পেয়েছিলুম...আমি নিশ্চিত এটা অন্তর্ঘাত ।

ক্রিংংংং

হেল্লো ?... হ্যাঁ... কী ? অসম্ভব । সি. ৪৮ আগুন লেগে পড়ে গেছে ? ওয়ার্নারের খবর কী ? ...আঃ...ও নিরাপদ...ও কী বলছে ?! অ্যাঁ ?! অন্তর্ঘাত !... হ্যাঁ...আমি এখনই আসছি ।

"ঘটনা অচিরেই প্রমাণ করবে..." ওরা বেশি সময় নষ্ট করেনি !

এখনই পুলিশে খবর দিতে হবে ।

S.A.F.C.A

হেল্লো ?...হ্যাঁ... সুরেট... এস. এ. এফ. সি... আচ্ছা... এখনই ইনস্পেক্টর পাঠাচ্ছি...

আপনার কী মনে হয় ?

ইন্‌স্পেক্টর, এটা নিশ্চিত অন্তর্ঘাত !

রাতে যে পাহারায় ছিল তাকে পাঠিয়ে দিন...

৩ নম্বর হ্যাঙ্গারে সি. ৪৮ পাহারার দায়িত্ব তোমার । কাল রাতে কেউ ঢুকেছিল ?

মঁসিয়ে লেগ্রাঁ ছাড়া আর কাউকে ঢুকতে দেখিনি, ইনস্পেক্টর...

কথাটা সত্যি ?

হ্যাঁ । কারখানা থেকে বেরোবার আগে শেষবার প্লেনটা দেখতে গিয়েছিলুম । আজ ছিল ওর প্রথম ওড়ার দিন ।

তাই ?... ৩ নম্বর হ্যাঙ্গারটা দেখতে চাই । কেউ আমার সঙ্গে ওখানে যাবেন ?

সানন্দে...আমি আপনার সঙ্গে যাব...

ওই দেখুন...গত রাত্রে ওখানেই সি-ফরটি এইট।

?

?

?

ওহো !...

সার, আমাদের অপরাধীকে খুঁজে পেয়েছি...

...আর এই সেই অপরাধী !

আমি ?

নিজের চোখেই দেখে নিন...

?

প্রিয় লেব্রো,
এটা একটা চুক্তি। সব ঠিকঠাক চললে যে টাকা আপনাকে দেওয়ার কথা, তা পেয়ে যাবেন।

ইনস্পেক্টর, আমি জঘন্য চক্রান্তের শিকার। কেউ আমার সর্বনাশ করছে। শপথ নিয়ে বলছি, আমি নির্দোষ।

ওঁর হয়ে কথা দিচ্ছি, ইনস্পেক্টর।

দুঃখিত। কিন্তু ব্যাপারটা গুরুতর। একজন হয়তো মারা গেছে। আইন নিজের পথে চলবে।
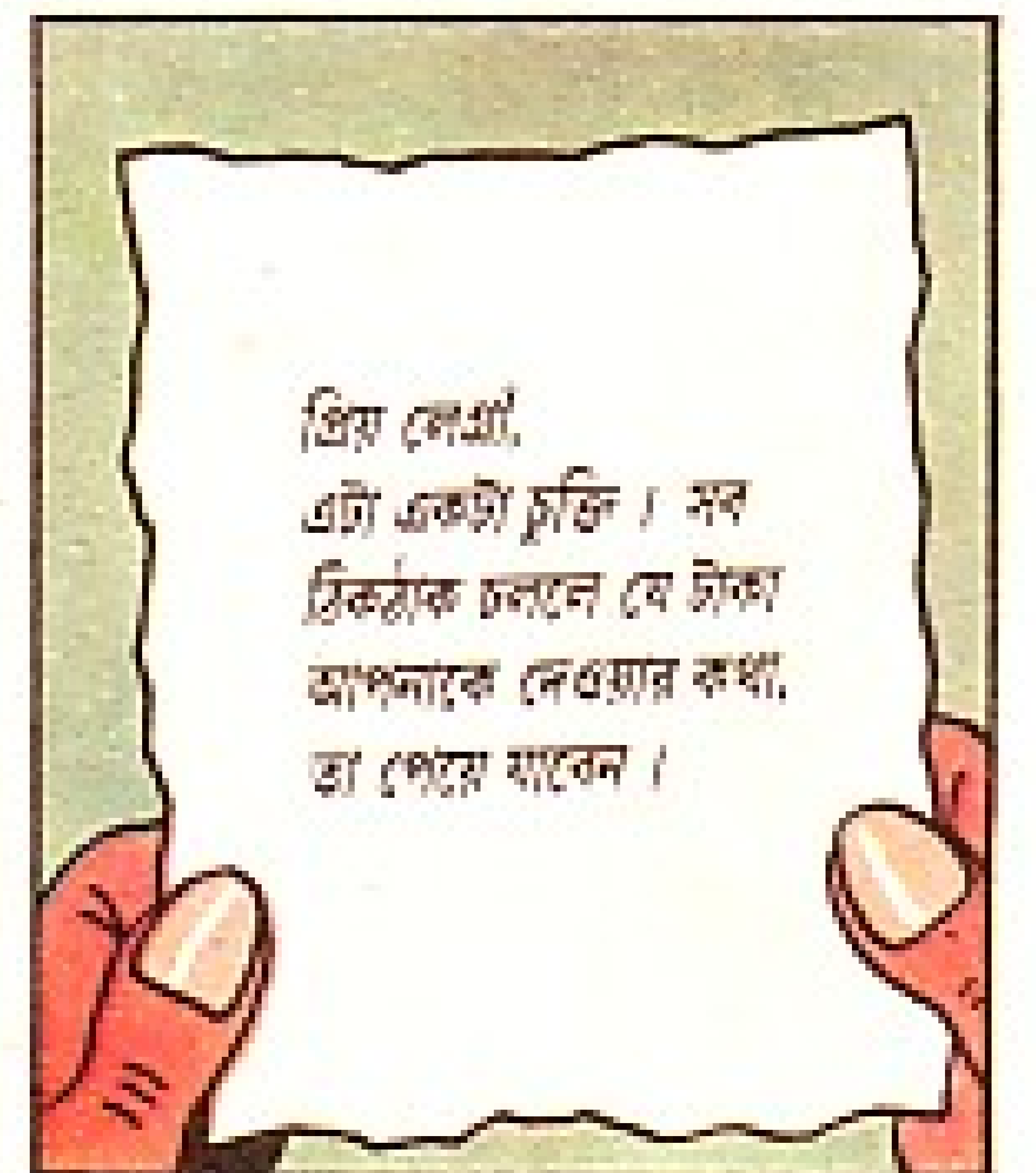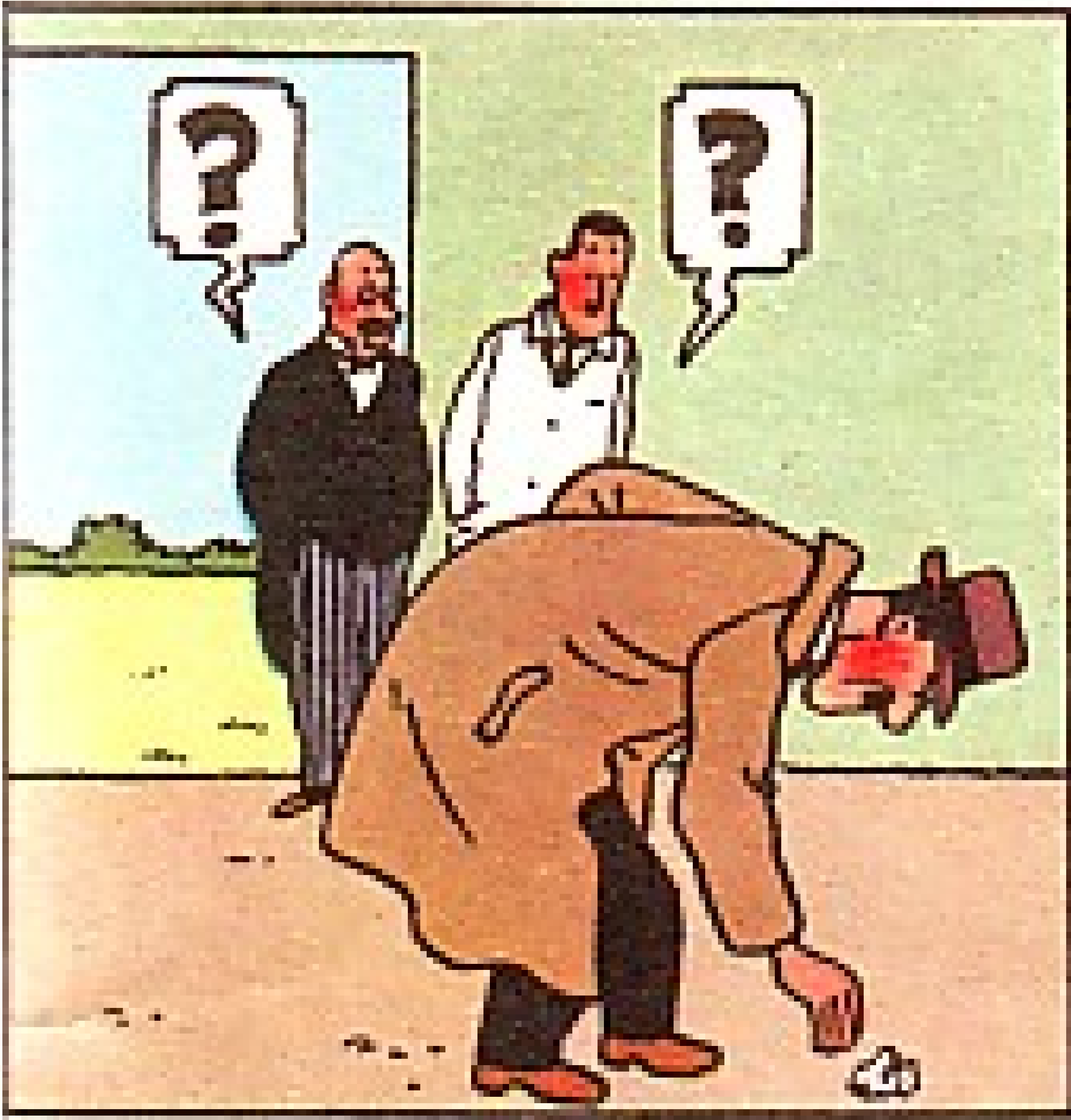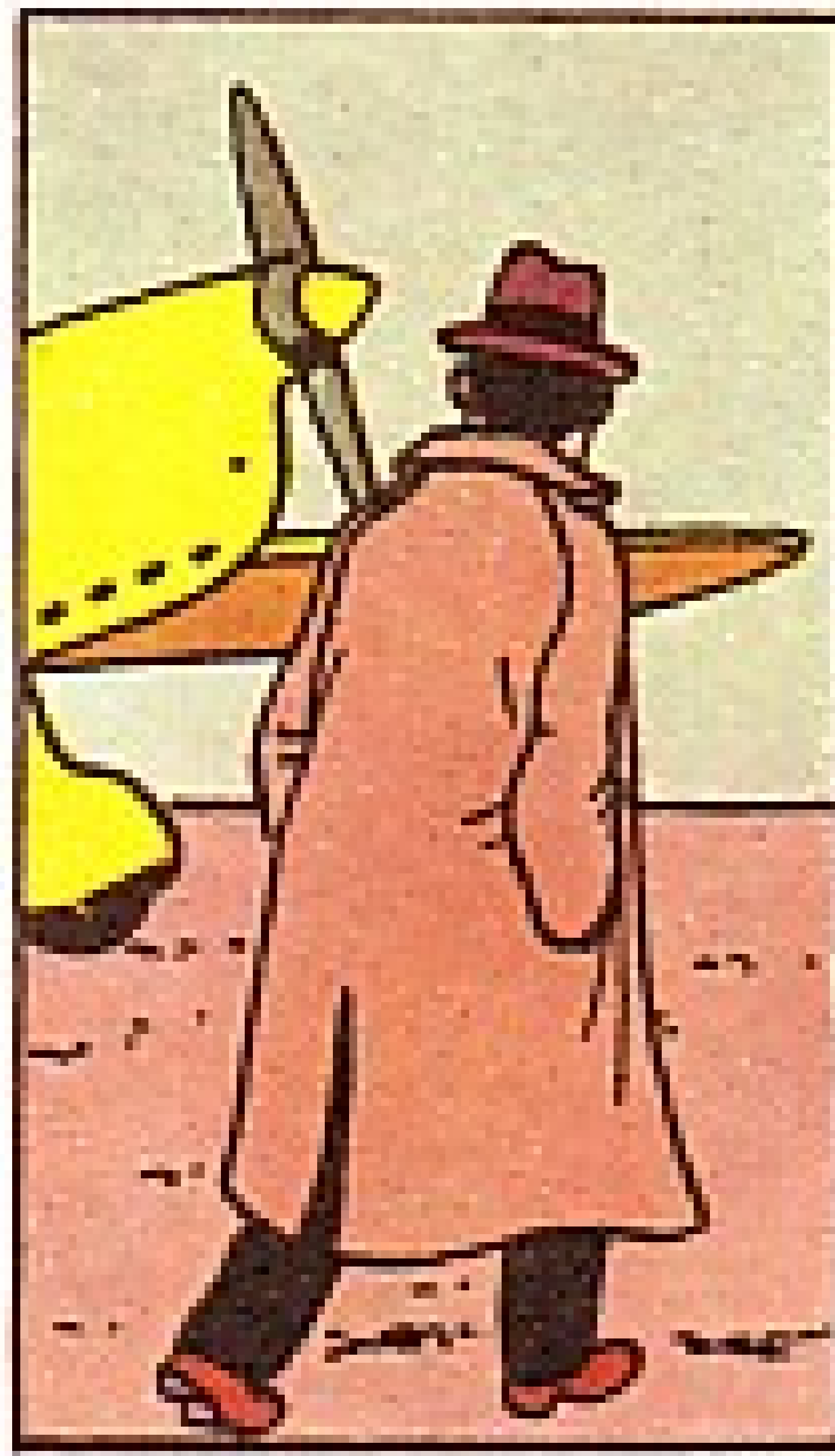
তোমাকে গ্রেফতার করা হল !

বাবার আসতে খুব দেরি হচ্ছে, জেট।

কে ভেবেছিল লেগ্রাঁ গ্রেফতার হবে ?

হ্যাঁ...বেচারা লেগ্রাঁ !

?
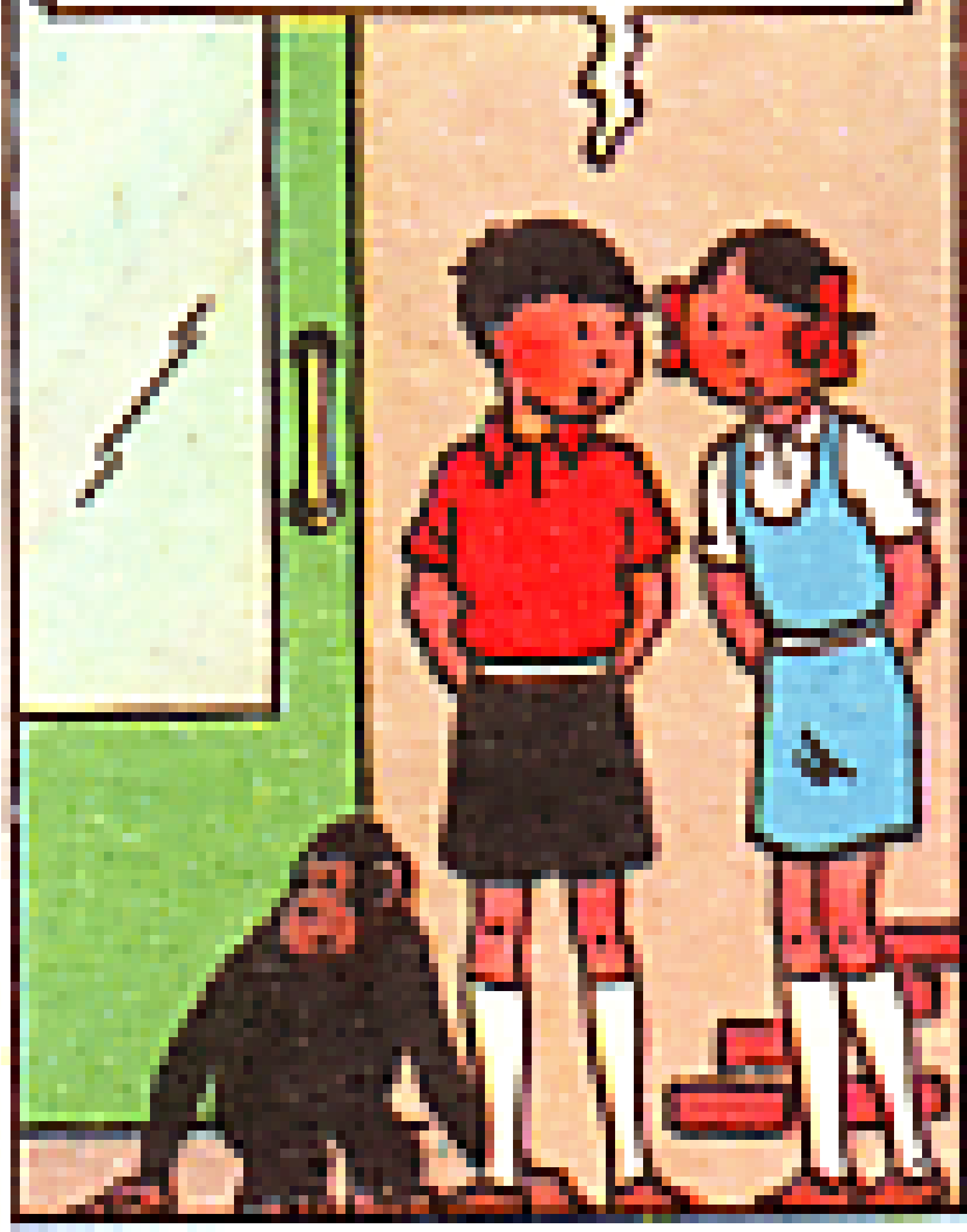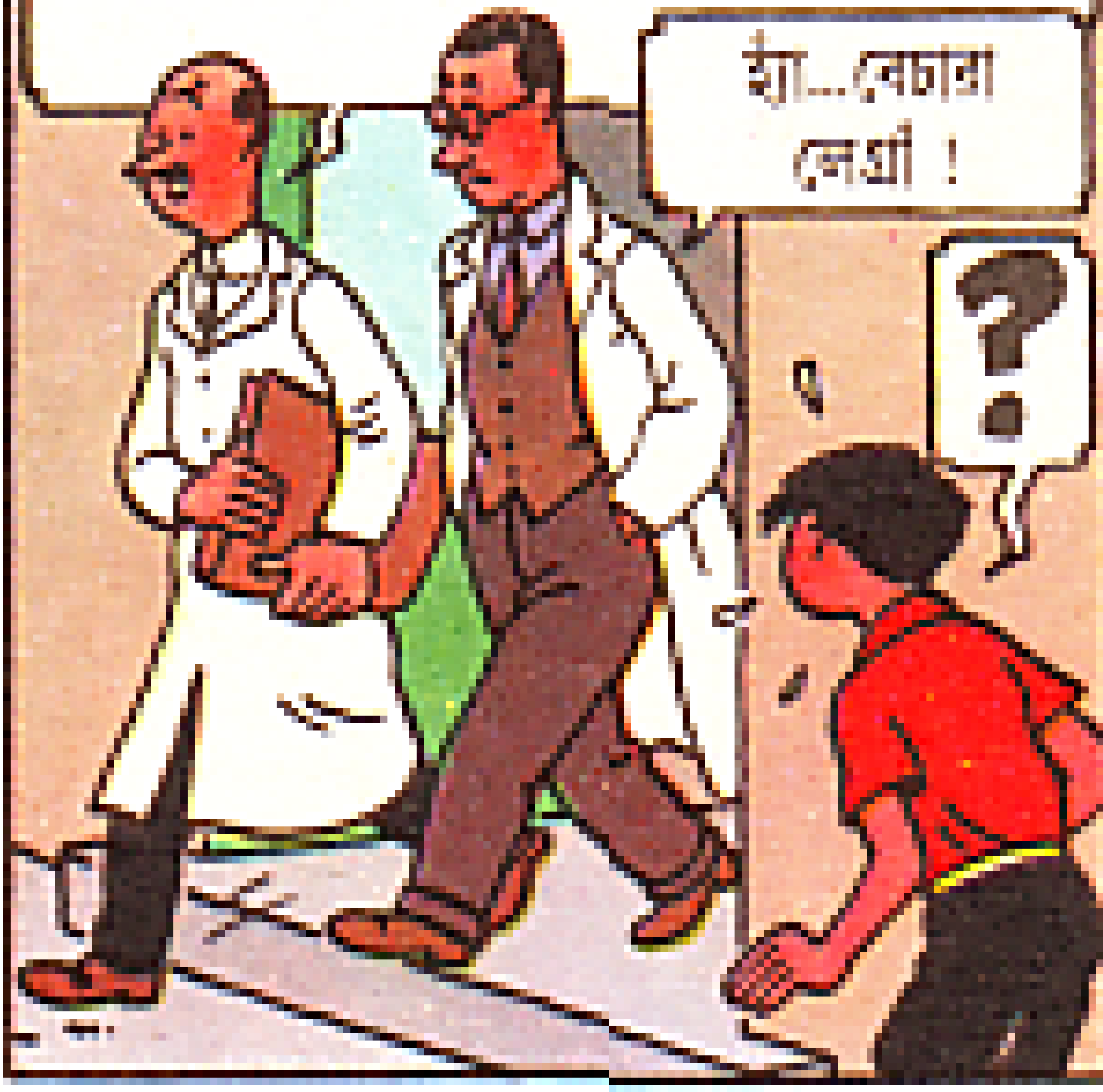
কী হয়েছে ? বাবা কোথায় ?

মানে...তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, যে বিমানটা ভেঙে পড়ল সেটা নাকি ওঁর নাশকতামূলক কাজের জন্যই...ওঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে !

গ্রেফতার ? বাবা !
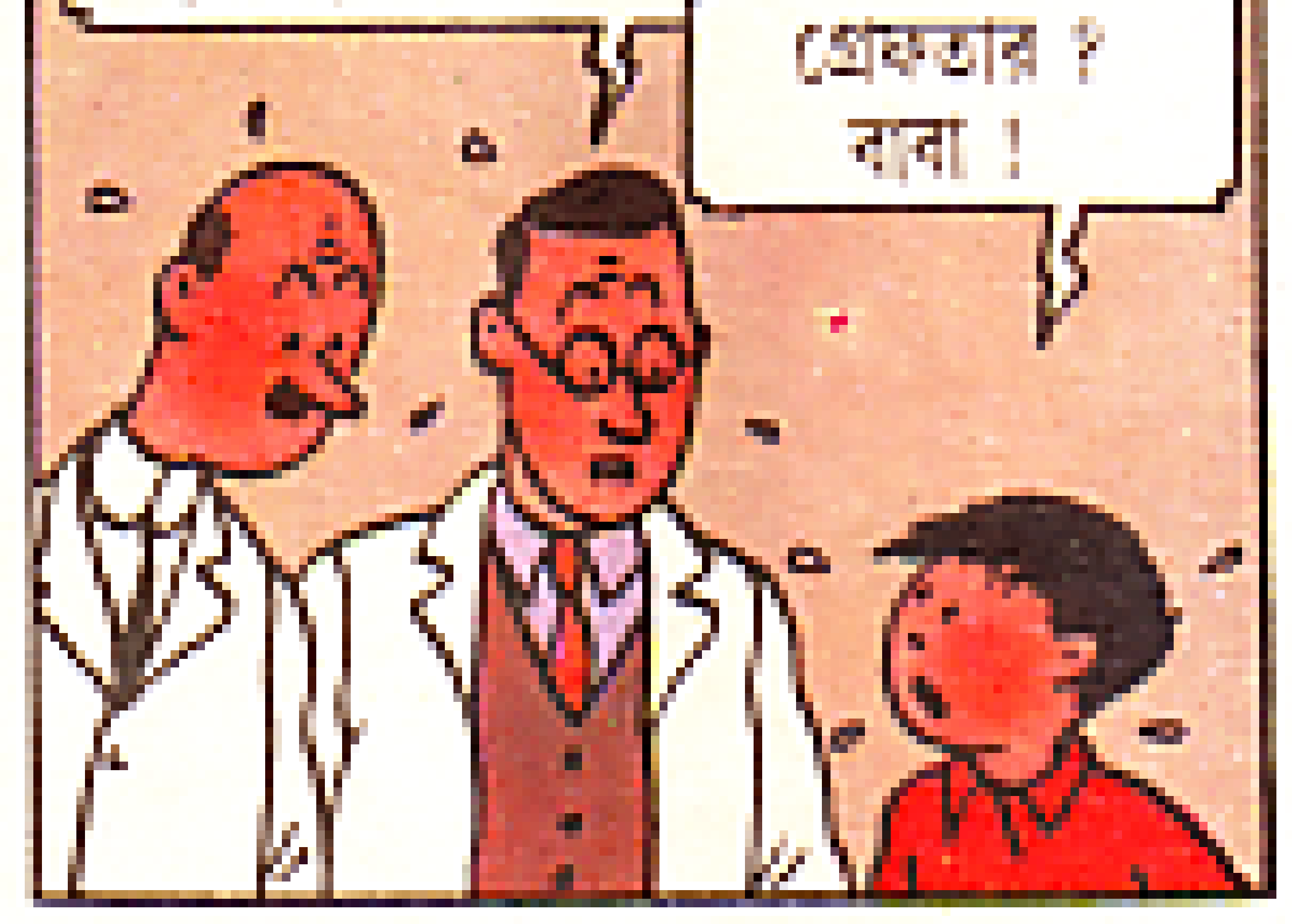
না !...ওঁকে আমরা জেলে যেতে দেব না। কিছুতেই না !
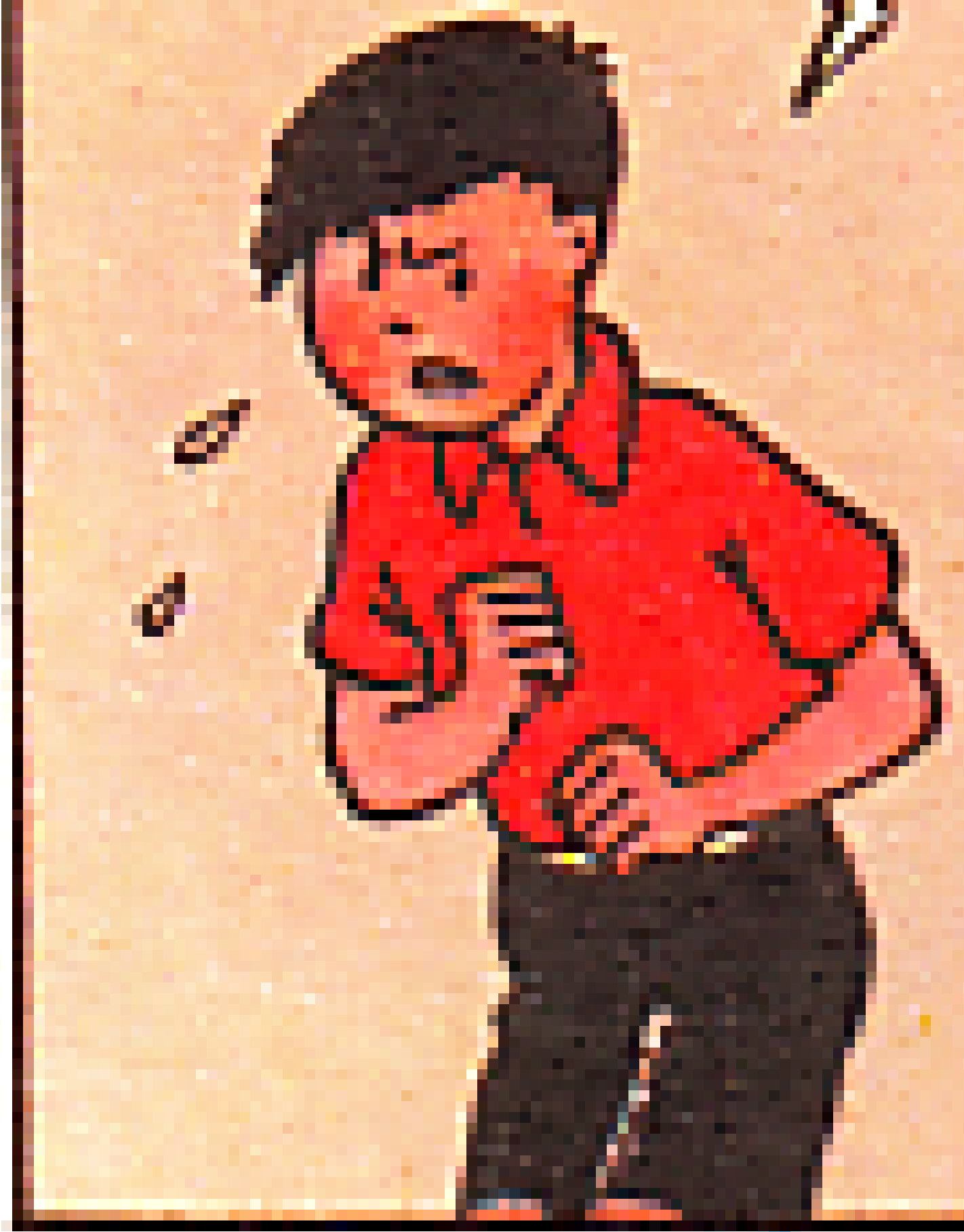
যতক্ষণ না উনি বাইরে আসছেন, তুমি এখানেই থাকো, জেট। আমি অন্য দরজায় থাকব... যদি ওই দরজা দিয়ে বেরোন...

হ্যাঁ।

অ ফি স
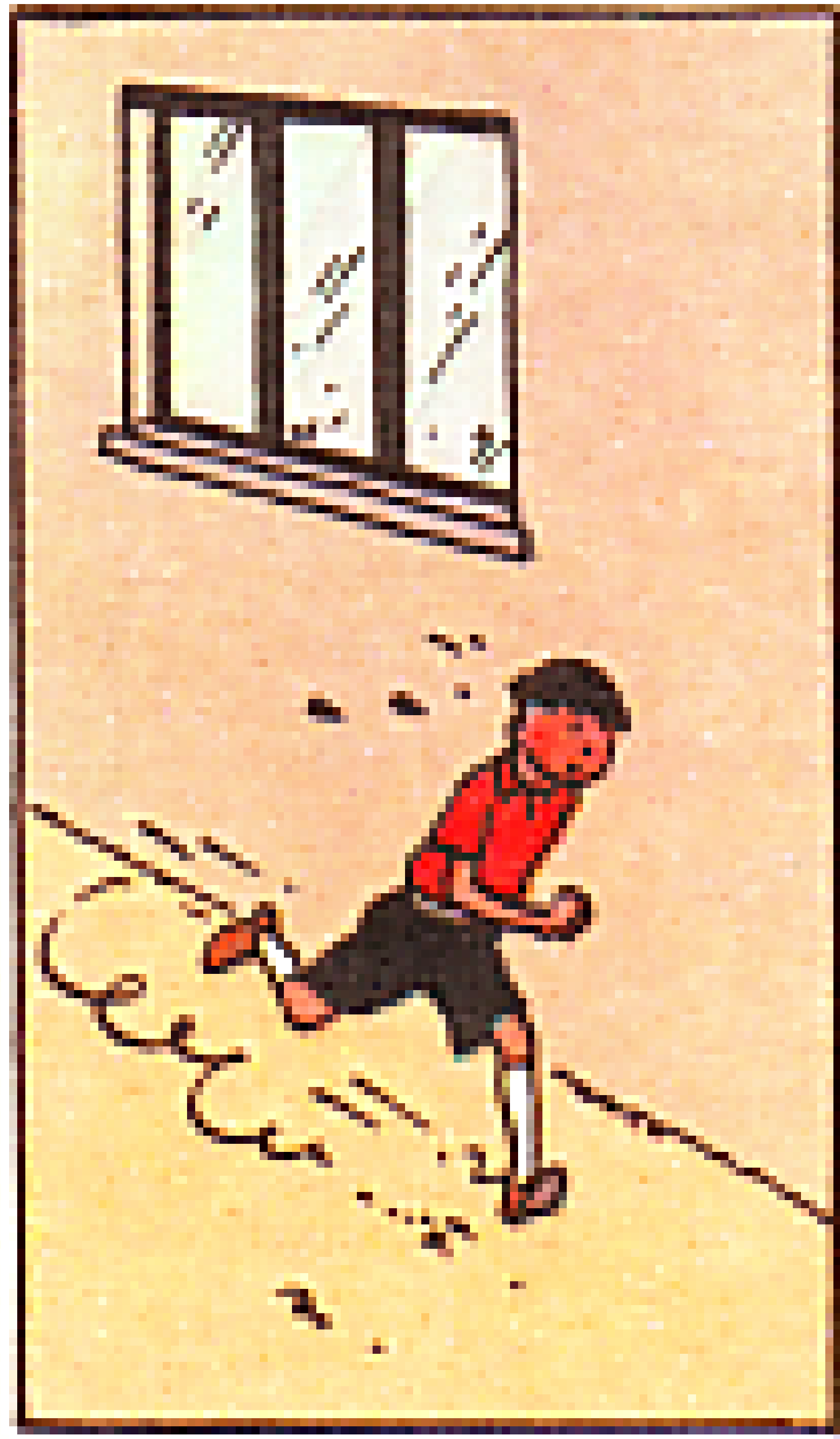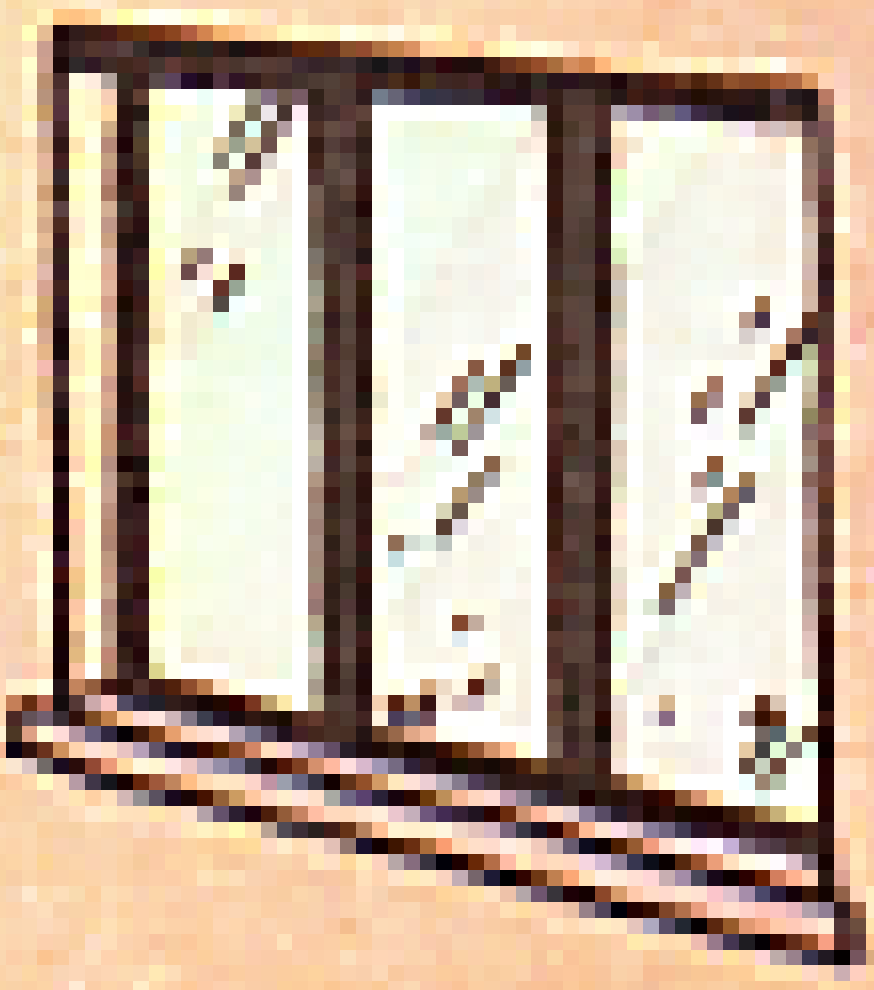
জুতোর ফিতে খুলে গেছে...

হ্যালো ?... হ্যালো ?... চার্লি ?

হ্যাঁ...হ্যালো...ঘড়ির কাঁটা ধরে সব চলছে...হ্যাঁ, তখনই বিমানটায় আগুন লাগে... না প্যারাশুট ? পুলিশ ? থলিতে আছে...উনি ? হাজতে ! তা হলে বুঝতেই পারছ ?

আজ রাত আটটায়... বিদায় !

?

জলদি !... জলদি... কে টেলিফোন করল, জানতেই হবে...

কিছু মনে করবেন না মঁসিয়ে ওয়ার্নার... এখনই... টেলিফোনে আড়ি পেতে আমি বাবার বিষয় কিছু কথা শুনলাম... উনি নির্দোষ...টেলিফোনের লোকটা জানে...ওই লোকটাই সি.ফরটি এইট ধ্বংস করেছে।
কে ওই লোকটা, দেখতে হবে।
চলে গেছে।
কেউ নেই।
মিনিটখানেক আগেও লোকটা এখানে ছিল।
নিজের কানে যা শুনেছি, বলছি। তা হলে ওঁরা বুঝতে পারবেন বাবা নির্দোষ।
ঠিক কথা। জলদি, এখনই।
ও মুখ খুললে ঝামেলায় পড়ব।
?
দুম !
জো ! হা ঈশ্বর, কী হল ওর ?
জানলা থেকে নিশ্চয় গুলি করা হয়েছে...
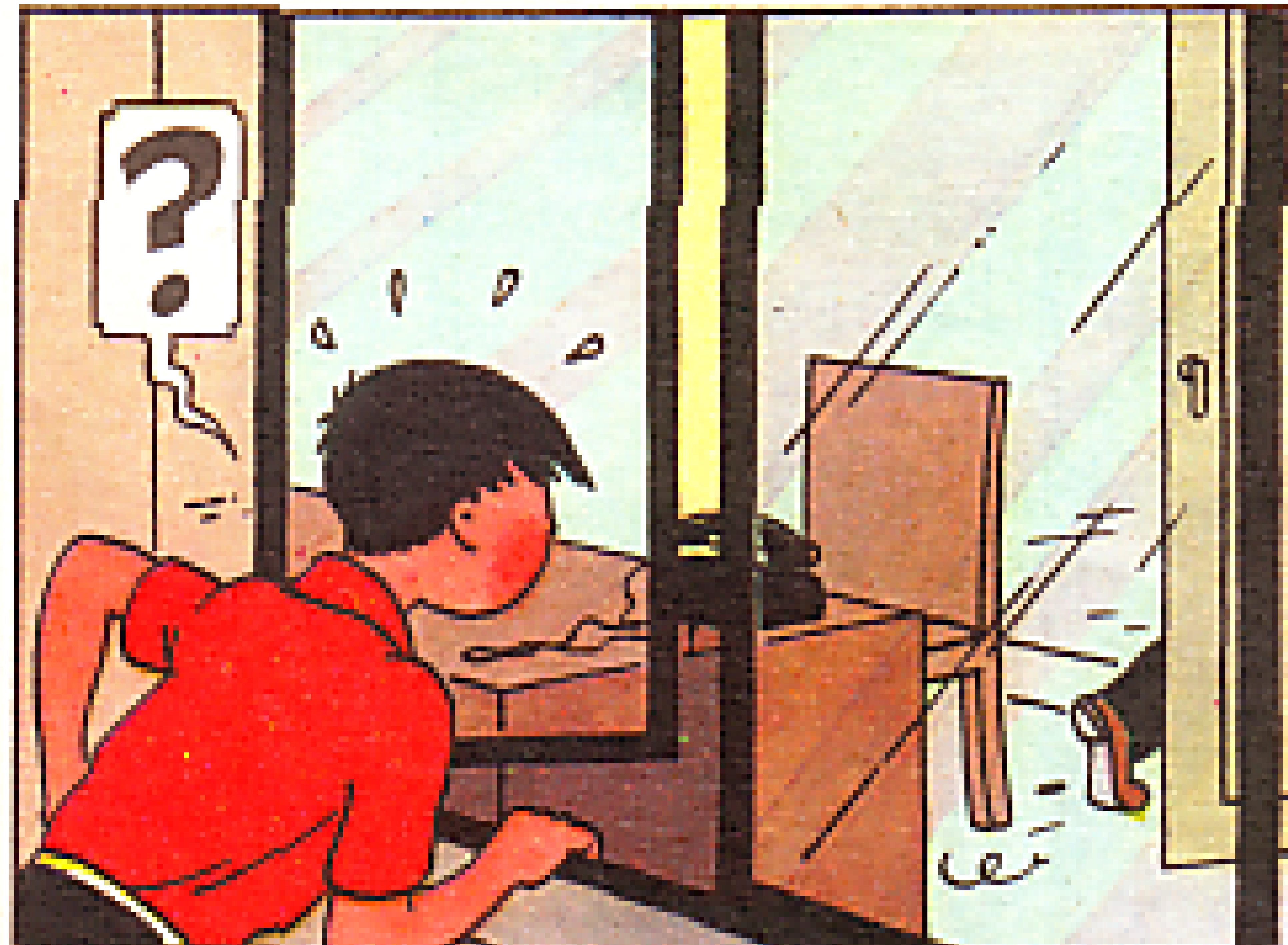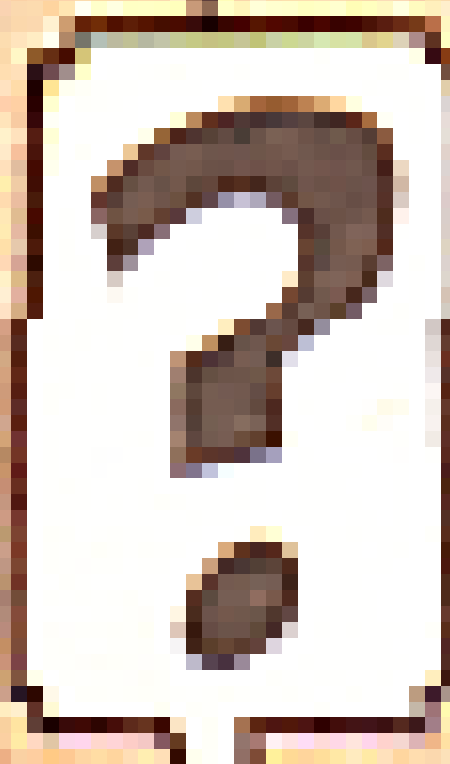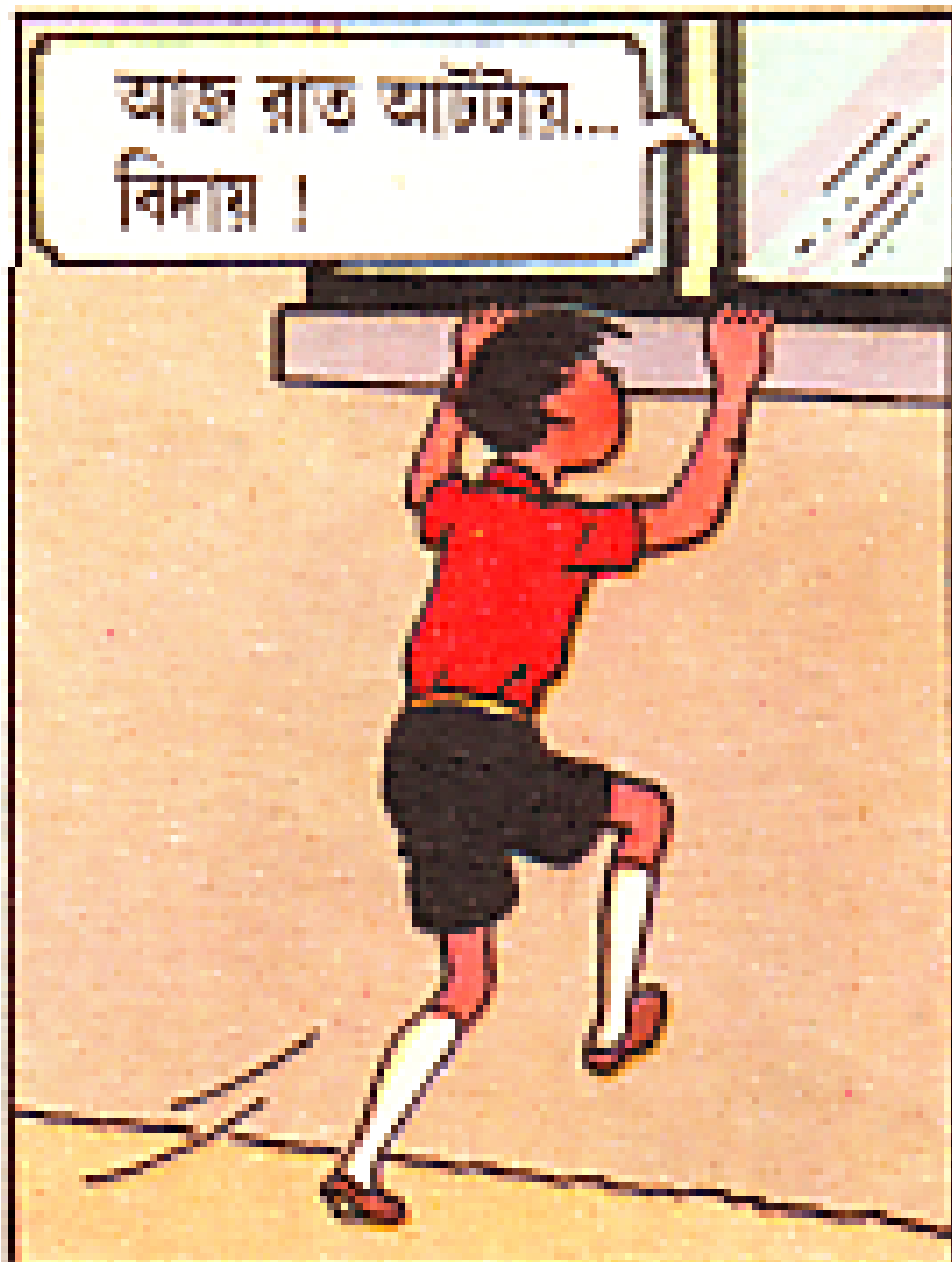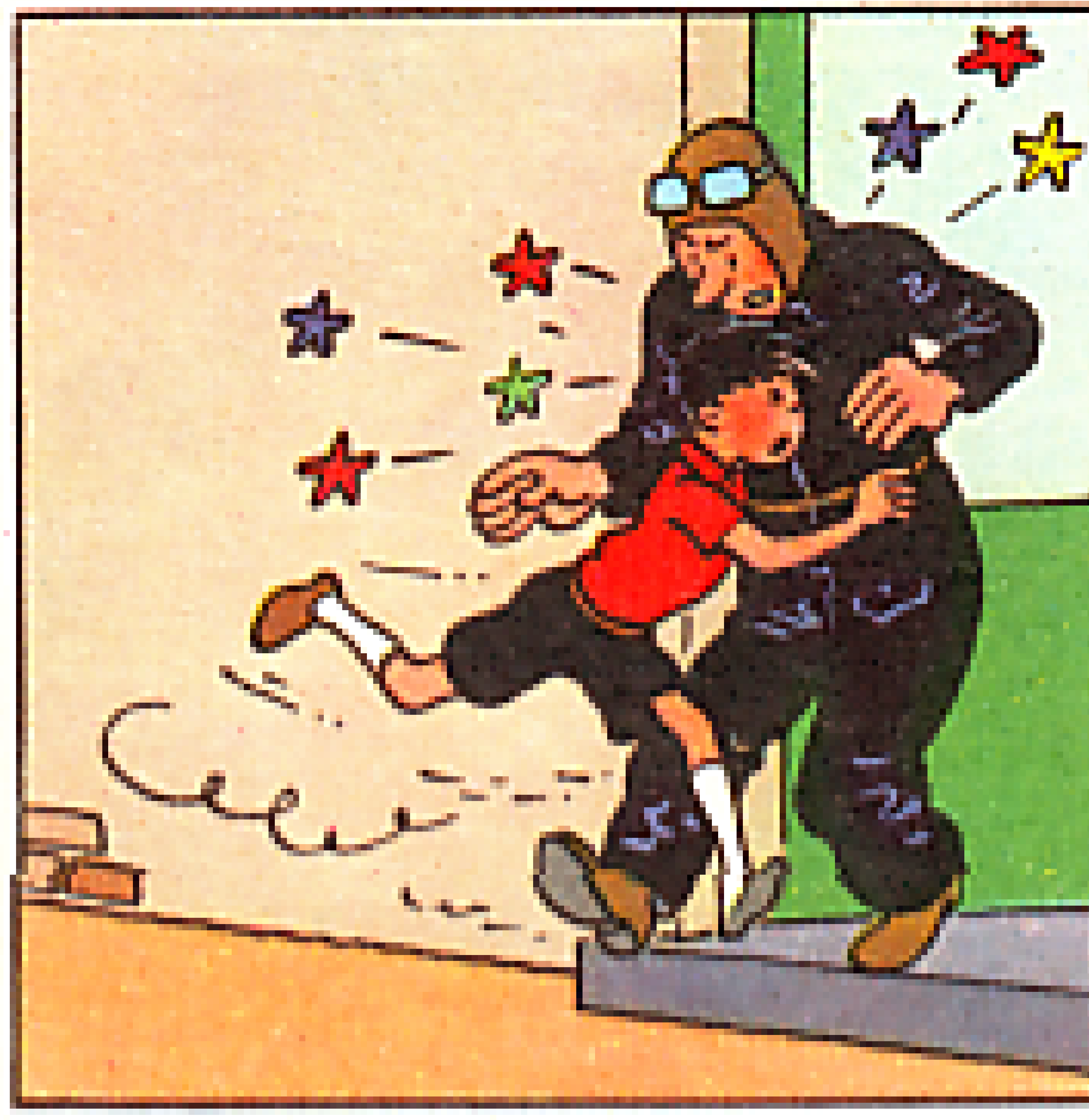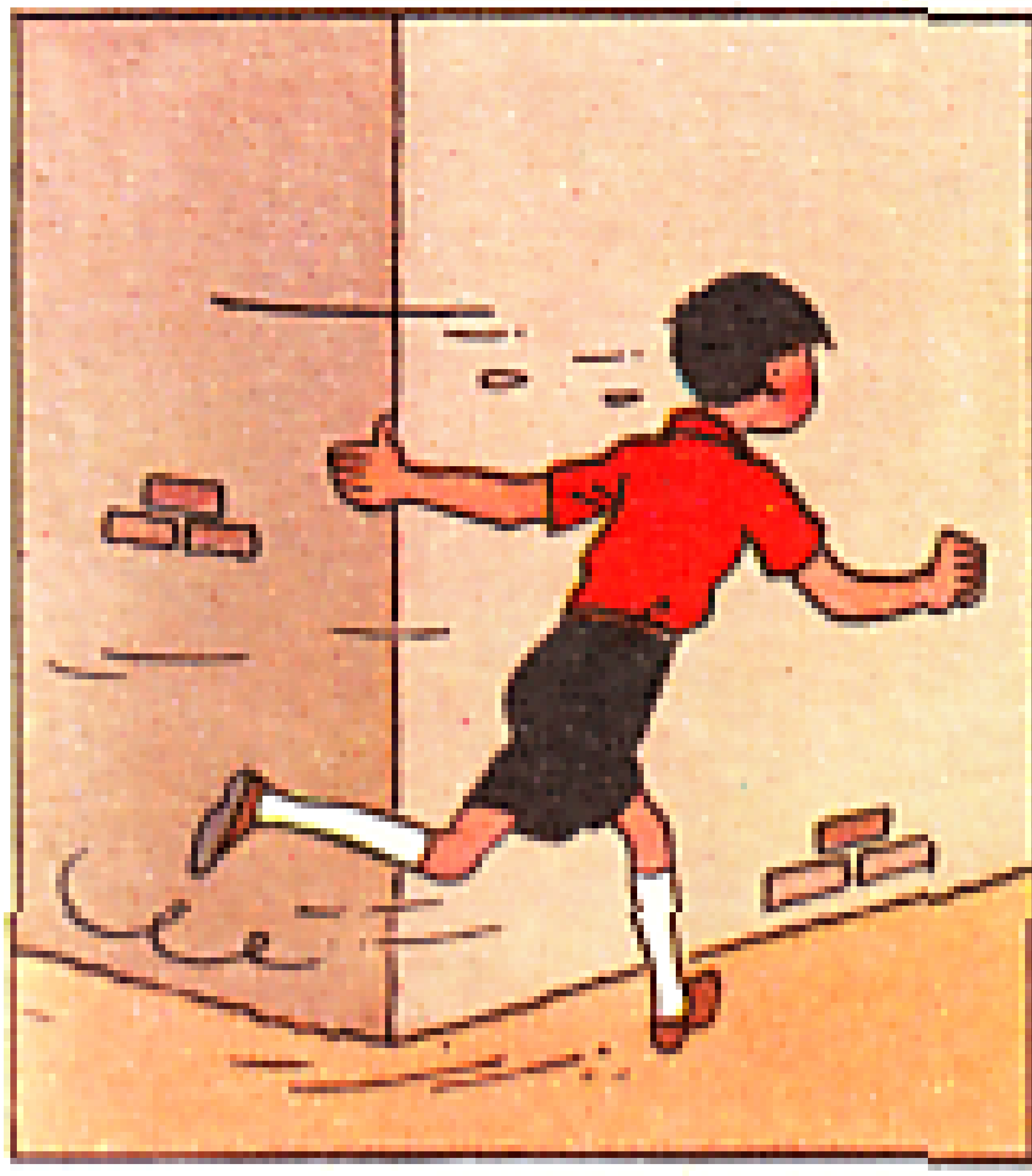
কয়েক ঘণ্টা পরে...

...আঘাতটা যতটা গুরুতর ভেবেছিলাম, তা নয়, মাদাম লেগ্রাঁ। বুলেটটা কানের ওপরে মাথা ছুঁয়ে বেরিয়ে গেছে। ওর বিশ্রাম দরকার।

সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার... হ্যাঁ, হ্যাঁ ...আমি এখনই যাচ্ছি।
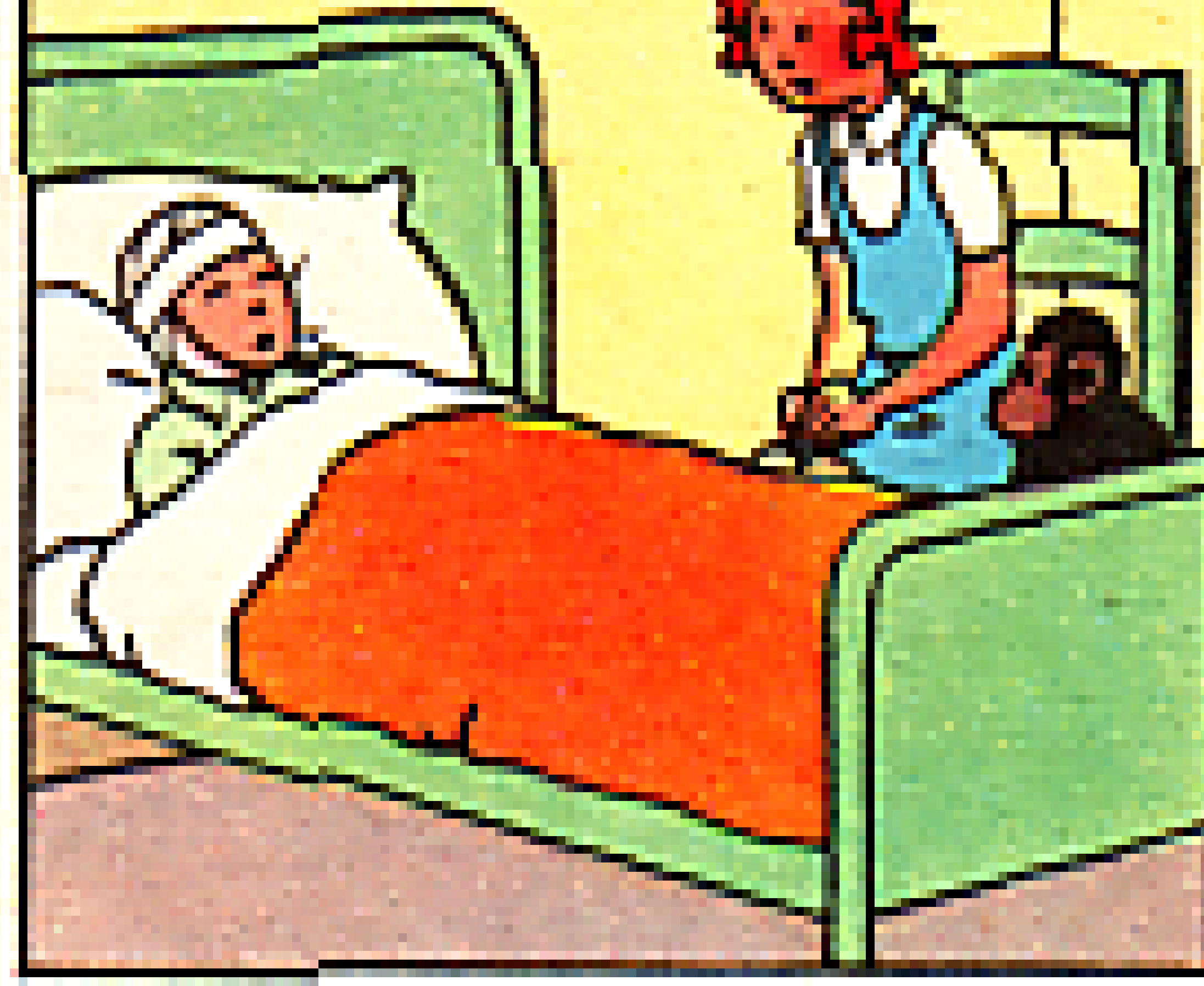
ও চোখ খুলছে!
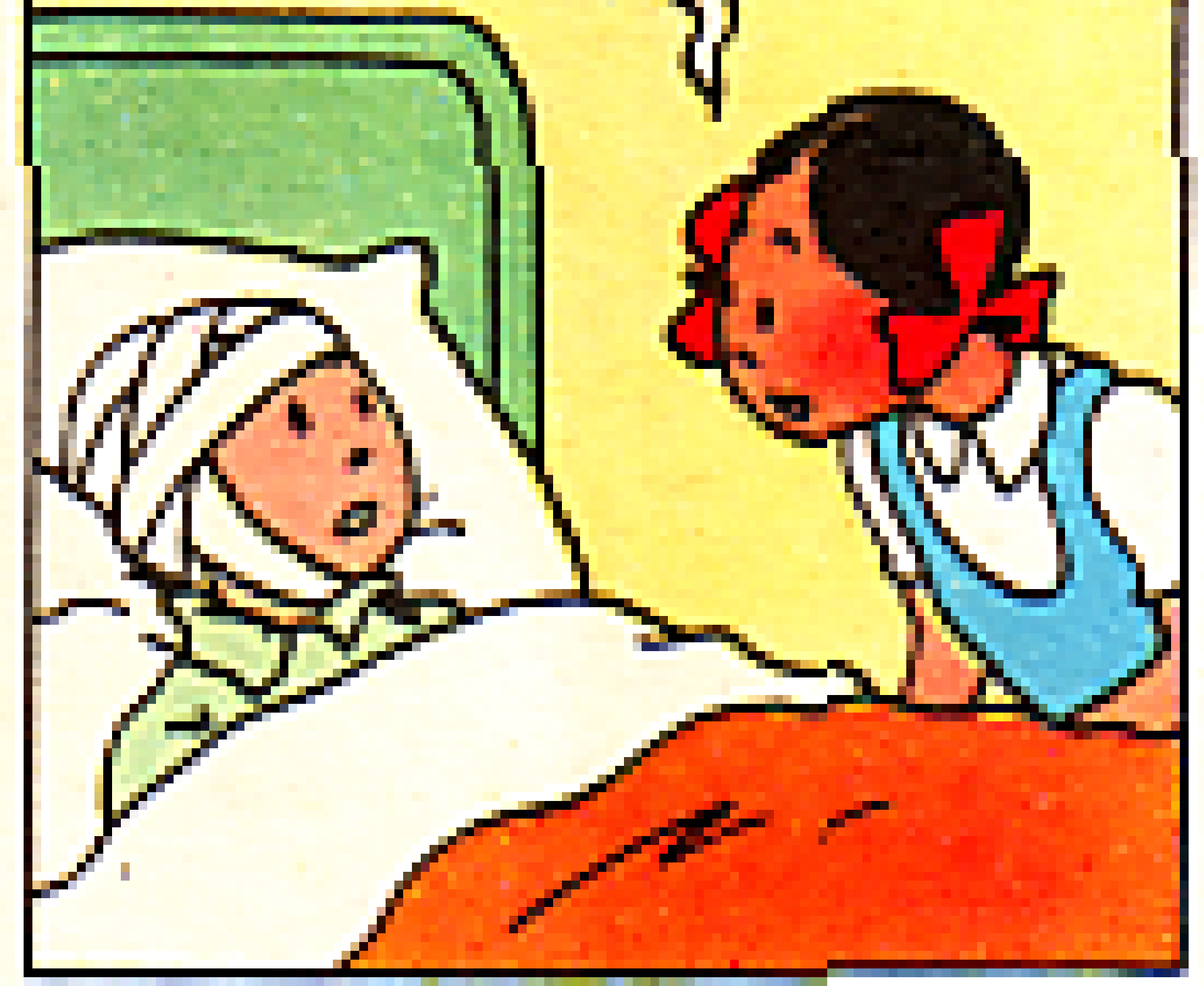
জেট! আমি...শোনো... তুমি...তুমি অবশ্যই...

শ্ শ্!...কথা বোলো না। ডাক্তার নিষেধ করেছেন।

টেলিফোনে আড়ি পেতে শুনেছি...বাবা নির্দোষ। কে কথা বলছিল, দেখতে পাইনি...কিন্তু ও বলল, সবকিছু ঘড়ির কাঁটা ধরে চলেছে...বিমানে তখনই আগুন লেগে যায়...লোকটা খুশি হল...কারণ... বাবাকে গ্রেফতার করা হয়েছে!

এই কথাগুলো কাউকে বলেছ?
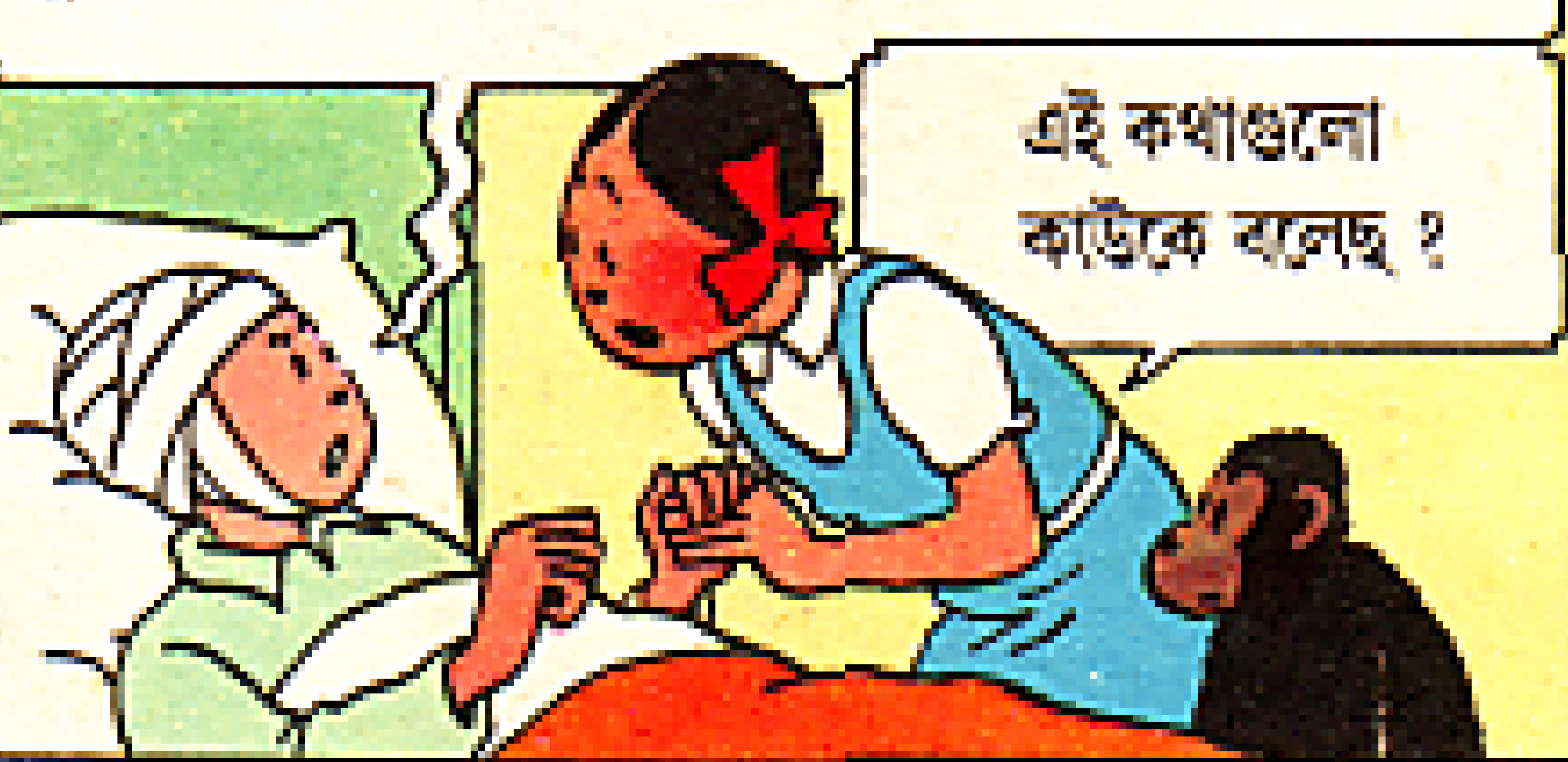
পাইলট মঁসিয়ে ওয়ার্নার ছাড়া আর কাউকে বলিনি।

ও মা! তবে কি ওয়ার্নারই তোমাকে গুলি করেছে?

জানি না...কিন্তু তুমি...তুমি অবশ্যই পুলিশকে কথাটা জানাও...বাবাকে তা হলে ছাড়িয়ে আনা যাবে।

হ্যাঁ...একটু বিশ্রাম নাও।

ও মা! ও আবার অজ্ঞান হয়ে গেল। নার্সকে ডেকে আনি।
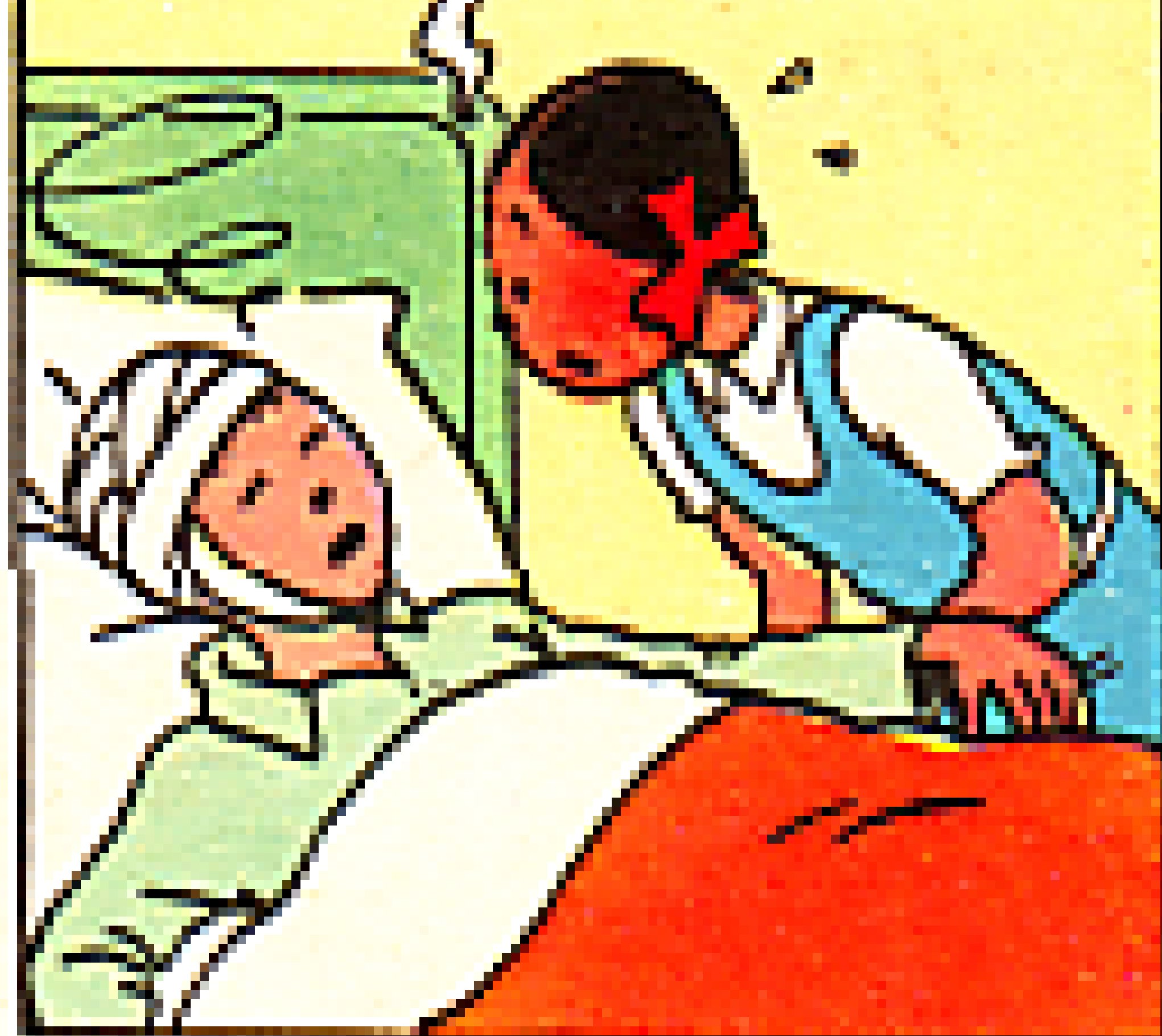
ওয়ার্ড বি
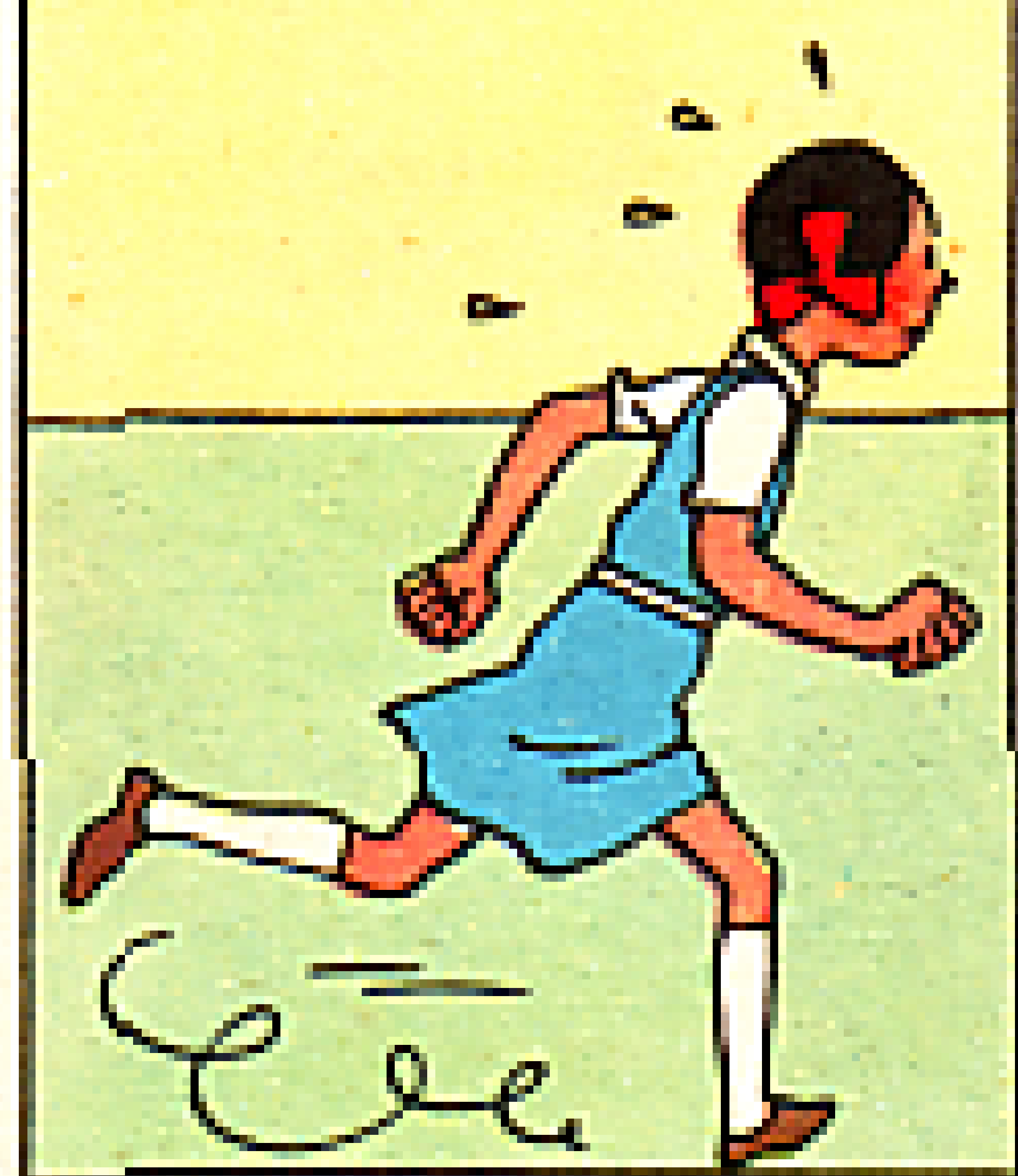
জেট!
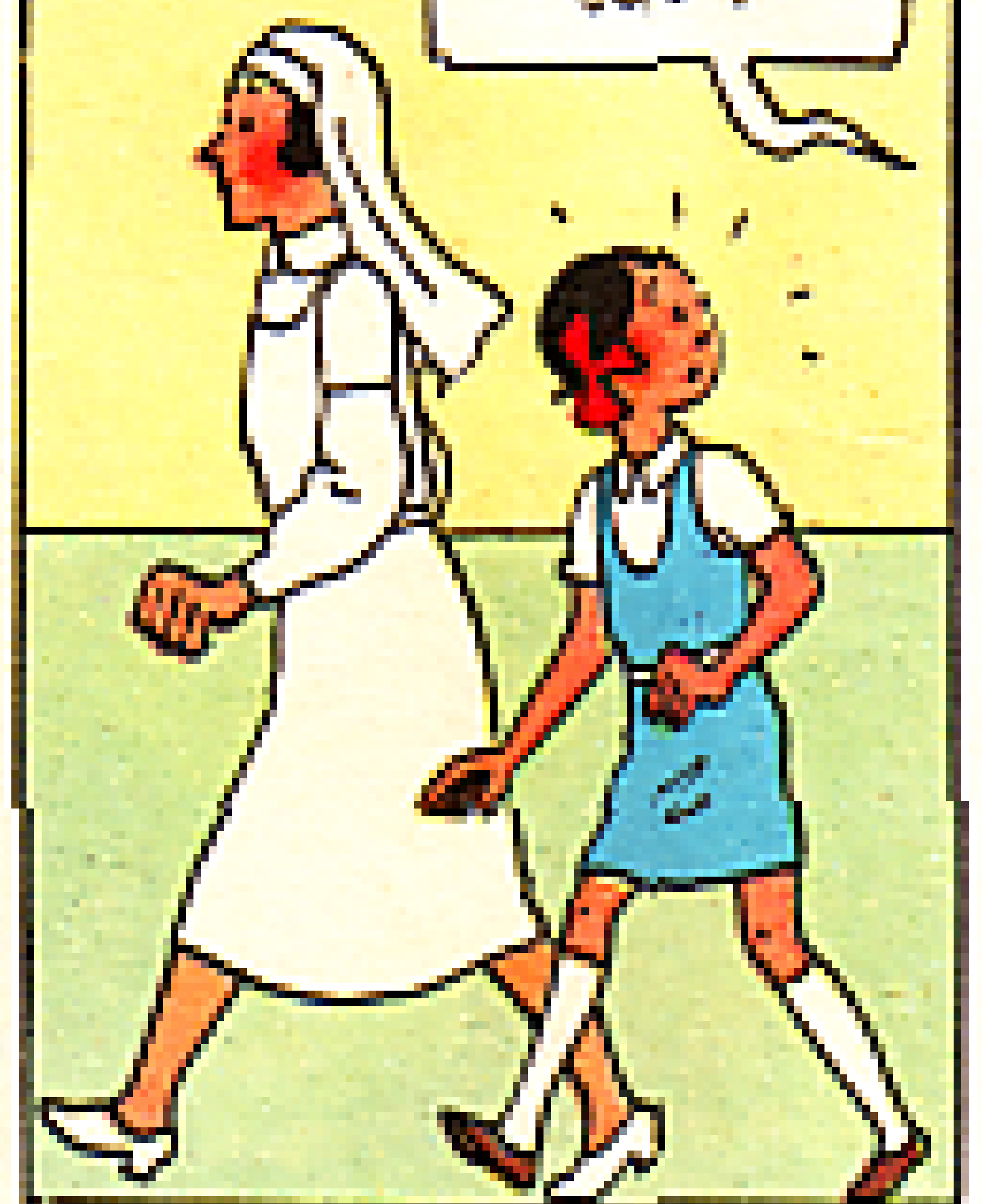
হ্যালো জেট, জো-র খবর নিতে এসেছি ...ও কেমন আছে?

মঁসিয়ে ওয়ার্নার! সি. ফরটি এইটের পাইলট।
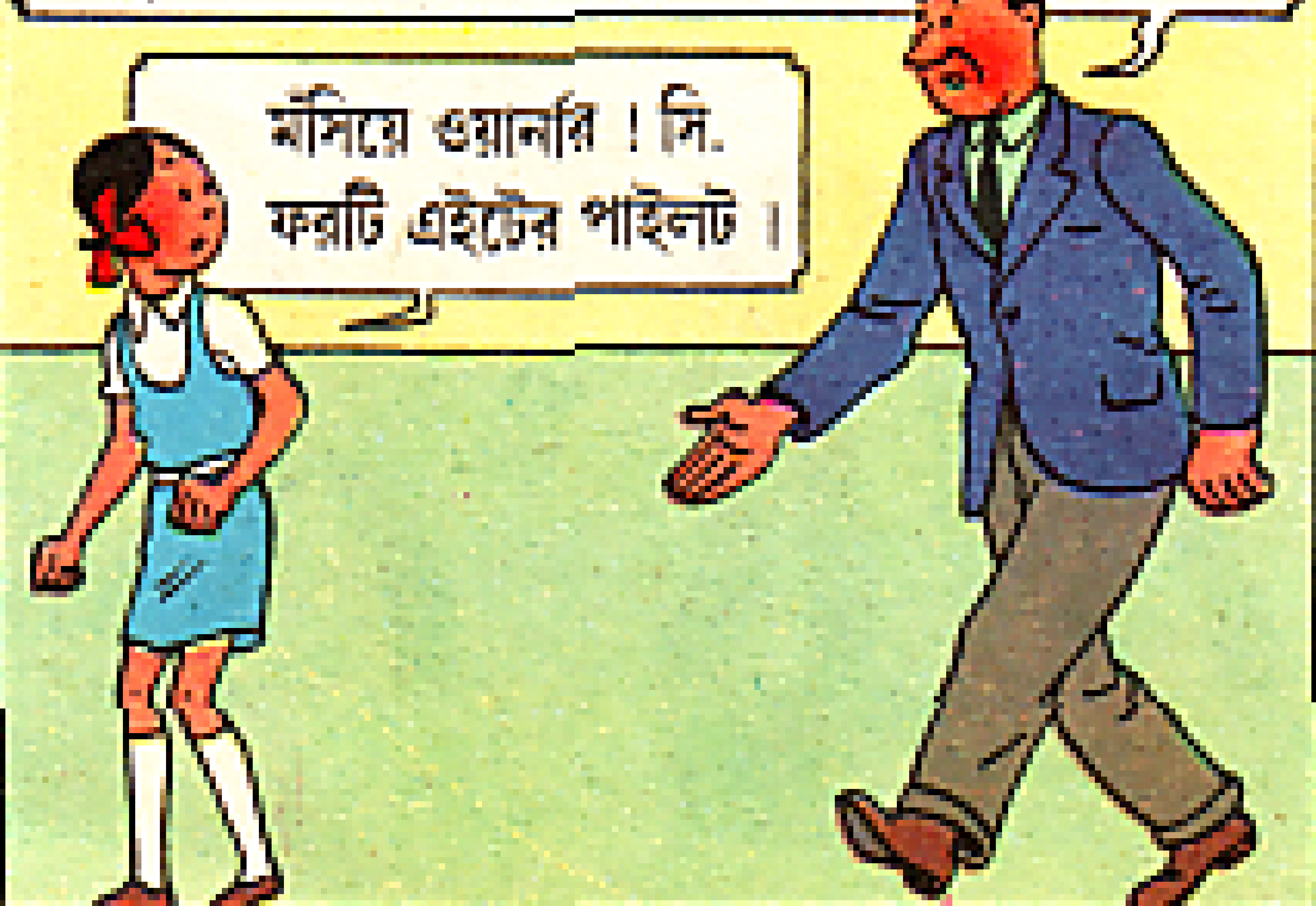
ও! ও গুরুতর অসুস্থ! আঘাতটা সাঙ্ঘাতিক!

ও কি কথা বলেছে?

এখন পর্যন্ত একটা কথাও বলিনি।

তা ভাল! তবে সাঙ্ঘাতিক ঘটনা। ...যাই হোক, আশা করি শীঘ্রই ওর বিপদ কেটে যাবে।

হাসপাতাল

কী খবর ?

সুখবর চার্লি...ও এখনও কথা বলতে পারেনি...

তুমি হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকেই ওই ট্যাক্সিটা আমাদের পিছু নিয়েছে, লক্ষ করেছ ?

আরও জোরে...

ও এখনও আমাদের পেছনে আসছে। রাস্তা বেশ পিছল, জোরে চালানো যাবে না।

আমরা বরং ওর জন্য অপেক্ষা করি। দেখা যাক ও কী চায়...

গাড়িটা থেমে গেল...কিন্তু ভেতরে কেউ নেই।

ড্রাইভার, আপনিও গাড়িটা থামান।

আপনি কি অপেক্ষা করবেন ?...

না, অনেকটা এসেছি...আমার টাকা মিটিয়ে দাও, না হয় আমার সঙ্গে ফিরে চলো... আর এগোচ্ছি না...

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিল !

সত্যি, গাড়িটায় কেউ নেই।

কোথায় গা ঢাকা দিল ?

কী করছ এখানে ?

?!

আমি ? আ-মি বেড়াতে এসেছি ।
বেড়াতে এসেছ ?...বলছি তুমি কী করতে এসেছ এখানে ।
তুমি আমাদের পিছু নিয়েছ । তোমার ভাই মুখ খুলেছে, টেলিফোনের কথাটা বলেছে । তাই না ?
এ কী ! আমি...মানে...
ও অনেক কথা শুনে ফেলেছে । আমি ওয়ার্নার টেলিফোনে কথা বলছিলাম । আমিই ওকে গুলি করেছি...আমিই সি-ফরটি এইট ধ্বংস করেছি...আকাশে...তোমার বাবাকে আমিই ধরিয়ে দিয়েছি...
এত কাণ্ড করেছেন ? কিন্তু কেন ?
কেন ? বলছি শোনো...
চুপ করো ওয়ার্নার...বকবক কোরো না ।
ঠিক কথা, চার্লি ।
তা হলে ফেরা যাক । তুমি আমাদের সঙ্গে আসছ ।
কিন্তু...আমি তোমাদের সঙ্গে যাব না...আমি বাড়ি ফিরব ।
সব কথা ফাঁস করে দিয়ে তুমি আমাদের ধরিয়ে দেবে, এই তো ? অত বোকা পেয়েছ আমাদের ?...গাড়িতে ওঠো ।
এদিকে...
ও আবার অজ্ঞান হয়ে গেছে...আর কী হয়েছে জানেন ? জোট এখনই বেরিয়ে গেল, কোথায় যাচ্ছে বলে গেল না । ওকে আর দেখিনি ।
বিশেষ ঘোষণা...জোট লেগ্রাঁ নামে এগারো বছরের একটি মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে না । ১.২৭ মিটার লম্বা । মাথার চুল কালো, মাঝখানে সিঁথি, দু'পাশ লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা ।
ওর পরনে ছিল...নীল-সাদা পোশাক ।
কী আশ্চর্য ! এই মেয়েটাই তো আমার গাড়িতে উঠেছিল । বলেছিল একটা গাড়ির পিছু নিতে !

মেয়েটি আপনাকে যে গাড়িটির পিছু নিতে বলেছিল, তার বর্ণনা দিতে পারেন ?

নিশ্চয়, ইনস্পেক্টর...

হুঁশিয়ার : ১৯৩৭ ফোর্ড ভি বি কূপ নীল গাড়িটি আটক করো। নম্বর ২৩৩১-আর ডি ৪। গাড়িতে দুটি লোক ও একটি ছোট্ট মেয়ে। বর্ণনা আগেই পাঠানো হয়েছে...

সময় নেই। ওরা পিছু নেবে। কীভাবে সীমান্ত পেরিয়ে বেলজিয়ামে ঢুকব ঠিক করতে হবে।

পরের দিন সকালে...

ওই দ্যাখ, ওই গাড়িটাই না ? ...ওটাই তো...

হ্যাঁ...ওটাই

কোনও ভুল নেই...ওই গাড়িটাই...ওরা নাম্বার প্লেটটাও বদলায়নি।...

বিশ্বাস করুন অফিসার। কিন্তু একটা ভুলচুক হয়েছে। আমি গ্যারাজ মালিক...কাল রাত্রে এই সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়িটা কিনেছি।

হ্যালো ? জেভারমেরি বলছি...ও, আপনি সার্জেন্ট। গাড়িটা পেয়েছেন ? দারুণ ব্যাপার ! হুম। মবিউজের গ্যারাজ মালিক...লোক দুটো আর জেটের কী হল ?...জানেন না।

এখন ওদের খোঁজ পাব কী করে ?

কী ঘটল ?

ক্রিং-ং-ং

হ্যালো...হ্যাঁ...জেন্ডারমেরি বলছি... হ্যাঁ ? মবিউজের হাসপাতাল ...কী ? অ্যাম্বুলেন্স চুরি গেছে... রাতের পাহারাদারকে হাত-পা-বাঁধা অবস্থায়, দুটো লোক...একটি ছোট্ট মেয়ে...বেলজিয়াম সীমান্তে এগোচ্ছে আটকে দেব।

কাস্টমস্ চৌকি। আশা করি বেরিয়ে যেতে পারব...

হ্যালো !...হ্যালো !...
আমাকে ৩৪ নং সীমান্ত চৌকি দিন ।

হ্যালো ? সীমান্ত চৌকি ৩৪... হ্যালো ? ...হ্যাঁ...হ্যালো ? শুনতে পাচ্ছি না... হ্যালো ?

কিছু ঘোষণা করার আছে ?

DOUANE

হ্যালো ?...হ্যালো ?... শুনতে পাচ্ছি না...জোরে বলুন...জেন্ডারমেরি ?

কিছু ঘোষণা করার আছে ?

না, তবে আমরা এক টাইফয়েডের রুগিকে বেলজিয়ামে নিয়ে যাচ্ছি...মনে হয় শুল্ক লাগবে না ।

হ্যালো ? ও, অ্যাম্বুলেন্স ?...না এখন...খুব ভাল...আটকে দেব ।

ঠিক আছে, যেতে পারো...

এই !...থামাও, থামাও থামাও !...যেতে দিয়ো না !

উঃ !...ঠিক সময়ে !

?

ওরাই অপহরণকারী ! জেটকে নিয়ে যাচ্ছে !...ওদের ছেড়ে দিলে !

এখনও ওদের ধরতে পারব !

বেলজিয়ান কাস্টমস্‌কে ফোন করে ওদের আটকাতে বলছি !

হ্যালো !...হ্যালো বেলজিয়ান সীমান্ত চৌকিতে দিন ! এক্ষুনি !

হ্যালো...হ্যাঁ, ও বন্ধু তুমি ! আমি...হ্যাঁ, কী ? হ্যালো ? হ্যালো...ভাই লাইন কেটে গেল !

DE BELGIQUE
DOUANE

কেটে দেওয়া হল... যদি ওরা ফোন করতে চায়...

আঃ, বেলজিয়ান কাস্টমস্ !

হ্যালো ?...হ্যালো ?...

হ্যাঁ...সব ঠিক আছে...

এখানে কিছু টের পাওয়ার আগেই চম্পট দেব !

ফটাস

আর সময় পেল না !

চালিয়ে যাও !

ঠিক এগোচ্ছে তো ?

হ্যাঁ...
হয়ে গেছে...

এবার যাওয়া যাক ।

শেষ পর্যন্ত মুক্তি !

ওই যে !...পালিয়ে যাচ্ছে !...

এর জন্য তোমাকে ভুগতে হবে !

বাঁচাও ! সীমান্তে পৌঁছতে পারব না...

একটা উপায় মাথায় এসেছে !...

দাঁড়াও বলছি, শুনতে পাচ্ছ !...না হলে...

!

হেট, হেট, জলদি !

দাঁড়াও বলছি !

আঃ...ছুটতে পারছে না !

হেট হেট

হেট !...হেট !...জলদি না হলে ধরে ফেলবে !

ওঃ !... একটা পিন !

?

ওই আর একজন আছে !

ওকে পালাতে দেব না...

সাঁকোয় পৌঁছতে পারলে আর চিন্তা নেই !

এত সাহস ভাল নয় !

কী হচ্ছে ওখানে ?

বেঁচে গেছি...আমি বেঁচে গেছি !... বেলজিয়ান পুলিশ !

ওদিকে প্যারিসে...

ওরা জেটকে খুঁজে পায়নি... আমি নিজে ওকে খুঁজে নিয়ে আসব !

হাসপাতাল

কোন দিকে যাই ? এটাই ভাবছি।

ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিই...আমি ওদিকটায় যাই...

ও !...এ তো দেখছি দেওয়ালের দিকটা নির্দেশ করছে !...

উঠে পড়ি !

?

স-স-স-স-স

মিয়াঁও...

ফ-ফ-ফ-ফ-ফ

ওঃ !

স-স-স-স-স

সার, লেগ্রাঁর ব্যাপারে কোনও খোঁজখবর দিতে পারেন ?

ভদ্রমহোদয়গণ...তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে বলছি...জেট লেগ্রাঁকে পাওয়া গেছে। সে প্যারিসে ফিরছে। অপহরণকারীরা ধরা পড়েছে। অন্যতম অপহরণকারী পাইলট ওয়ার্নার নিজের বিমান ধ্বংসের স্বীকারোক্তি দিয়েছে। লেগ্রাঁকে ধরানোর জন্য পুরো চক্রান্তটা ওয়ার্নারের।

কিন্তু সত্যিই কি তাই ? ওয়ার্নার এখনও আমাদের জানায়নি। যাই হোক, মঁসিয়ে লেগ্রাঁকে তখনই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

তোমাকে ও জেটকে ধন্যবাদ। ওরা শেষপর্যন্ত বুঝেছে, আমি নির্দোষ !

আটটা দশ...জেট এখনই এসে যাবে...আবার আমরা একসঙ্গে মিলতে পারব !

আর জোকো ?...কোথায় সেই দুষ্টুটা ?

ওকে দেখিনি।

জোকো ?

জেটকে খুঁজে বের করতে না পারলে আমার নাম জোকোই নয় !...যদি রাস্তাটা জানতাম...প্রথম তারাটা দেখে হাঁটতে থাকি..

প্যারিসে পৌঁছে গেছি, জেট। একটু পরেই তুমি তোমার মা-বাবার সঙ্গে মিলিত হতে পারবে।
শেষ চেষ্টা...
চোখ বন্ধ করে হাঁটিতে-হাঁটিতে...
ভাগ্য যেদিকে নিয়ে যায়...
জোকো!
?
বেচারি জোকো!
আমি কোথায়?...আঃ, জেট তুমি! জানতাম তোমাকে খুঁজে পাব।
ভাগ্য ভাল ওর আঘাত লাগেনি।
ওই তো এসে গেছে!
জোকোও এসেছে!
ওই তো!
জেট!
হ্যালো!
আমিই ওকে খুঁজে বের করেছি!
কয়েক সপ্তাহ পরে...
ফের জিজ্ঞেস করছি, লেগ্রাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিলে কেন? এ কি প্রতিহিংসা?
একটা কথাও বলব না!
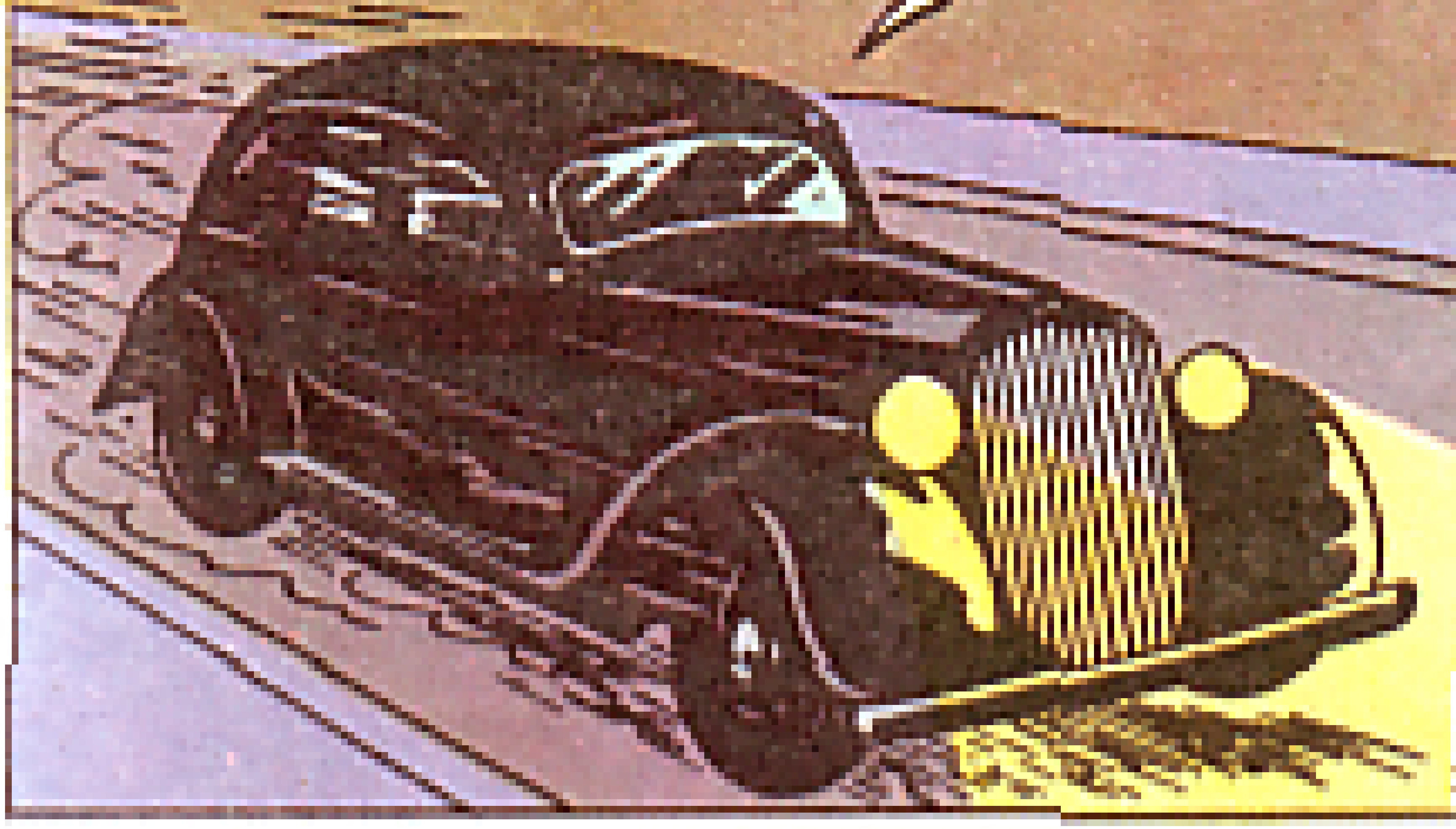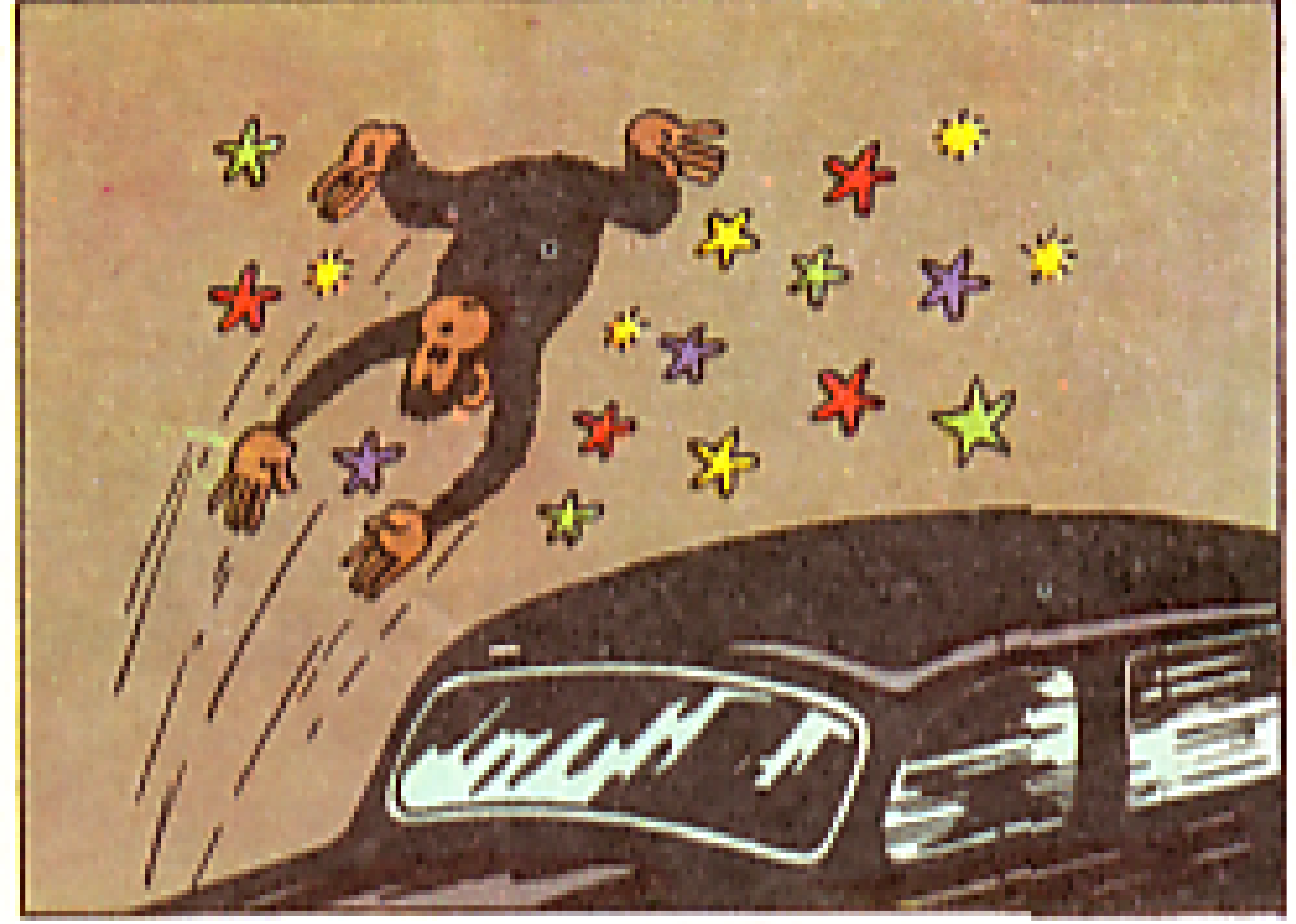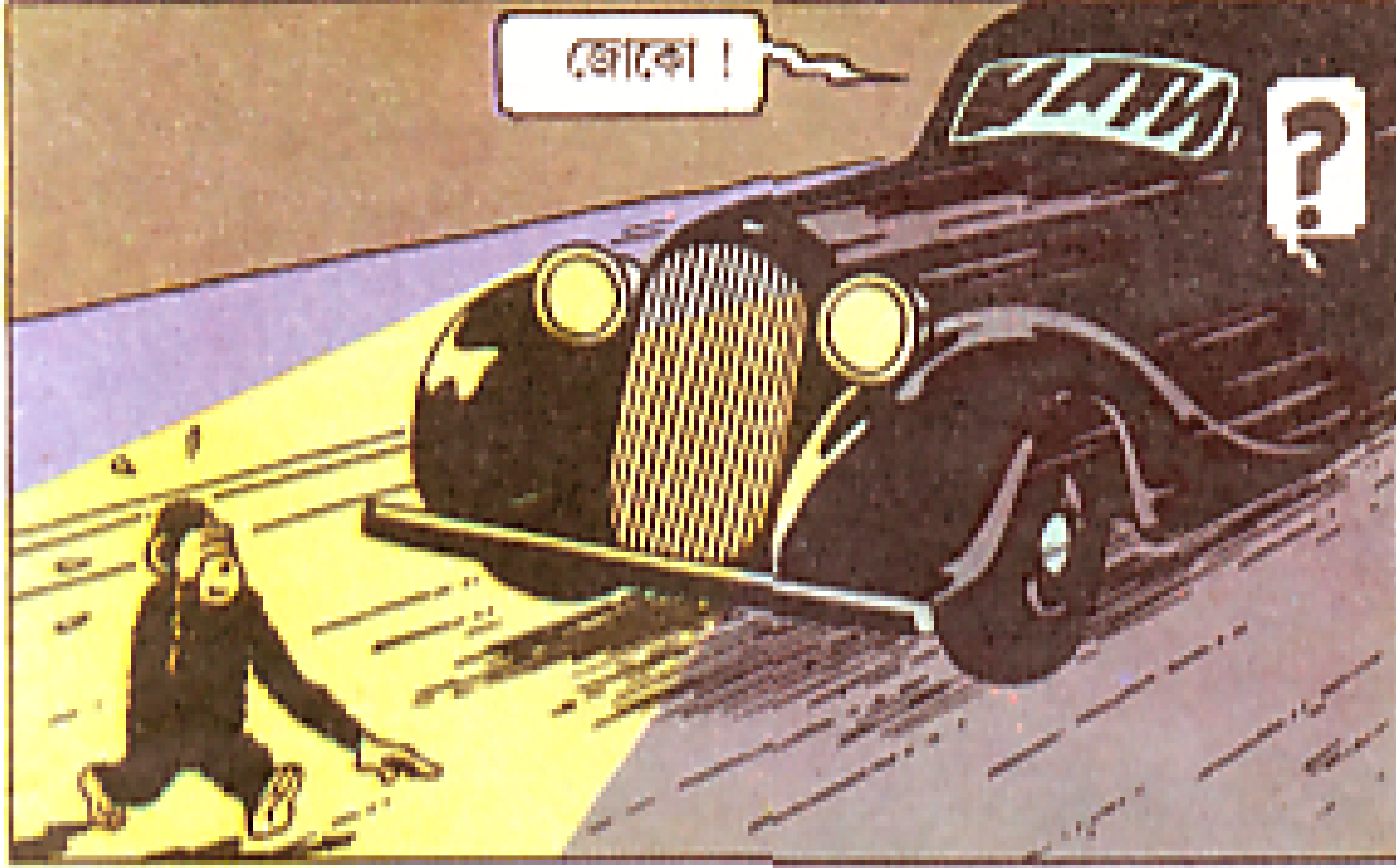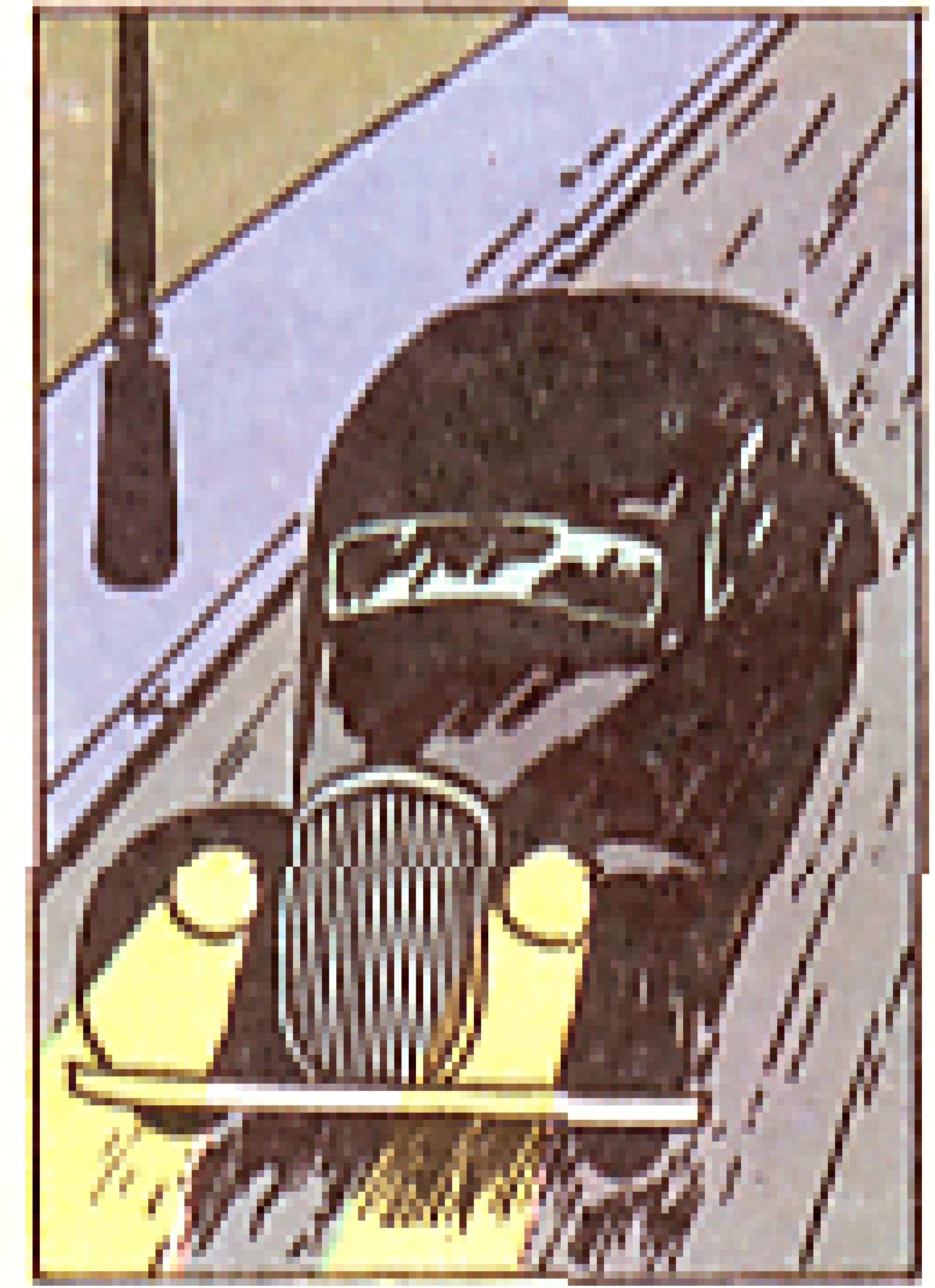
সাবধান। এত জেদ ভাল নয়। শেষবার জিজ্ঞেস করছি...
ভাল কথা! ওদের হাজতে নিয়ে যাও।
অকারণে সময় নষ্ট করছেন। আমাদের কিছু বলার নেই!
গাড়িতে ওঠো।
এবার!
দুম
শাবাশ, জো!
ওদের নিয়ে এসো!
মরা লোকটাই আগে নামবে!
?
উঠে পড়ো!
...চটপট!
কেল্লা ফতে!
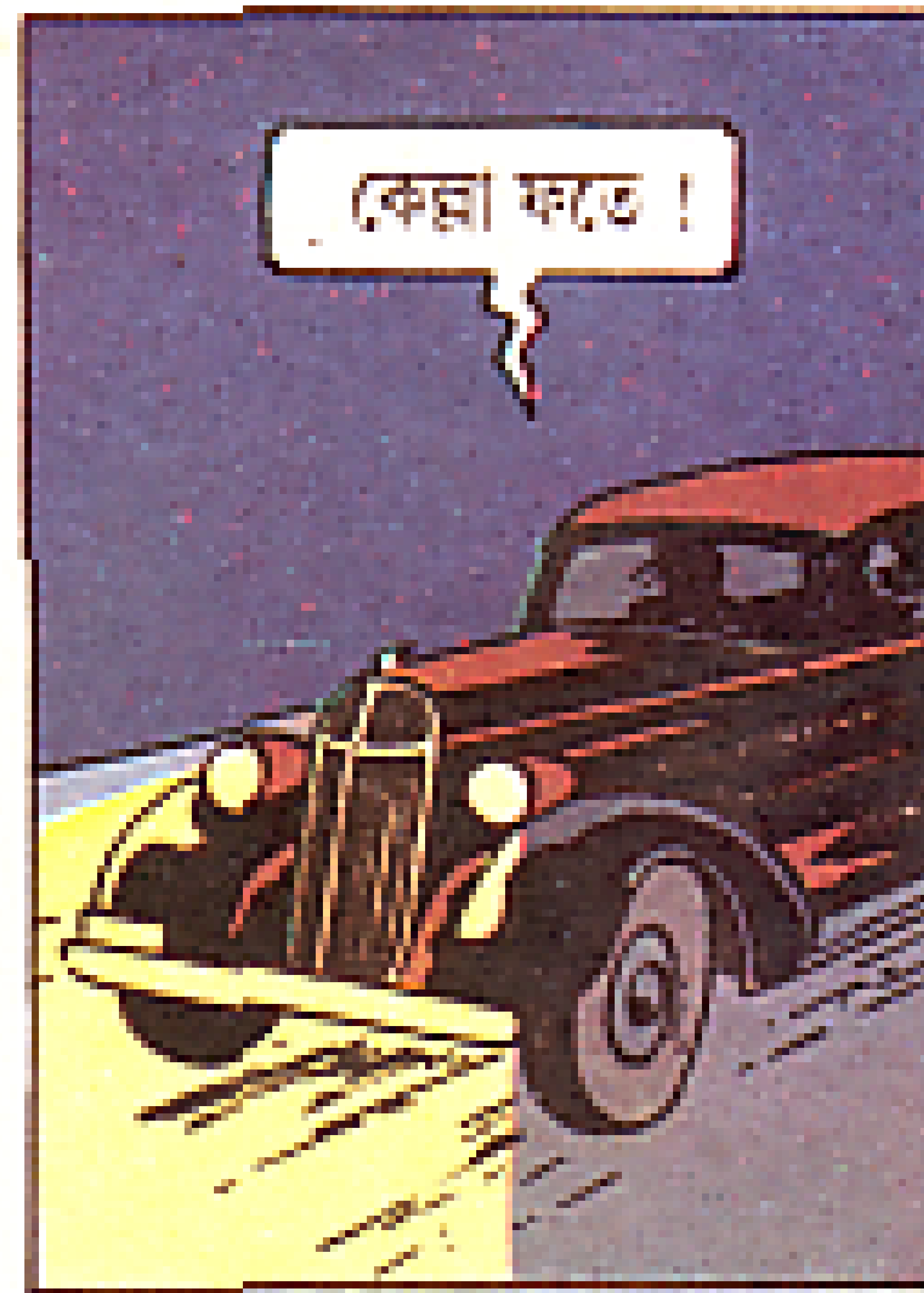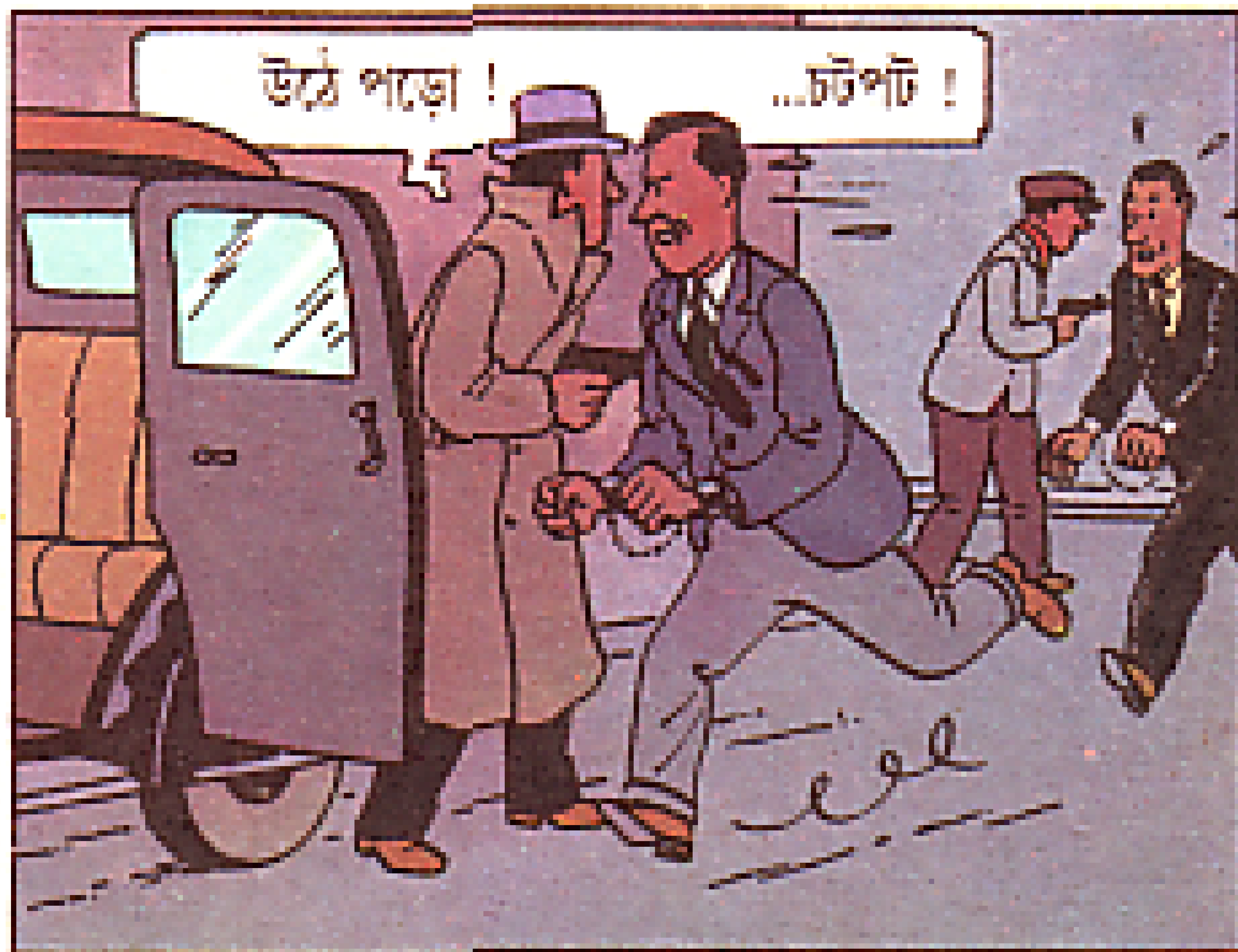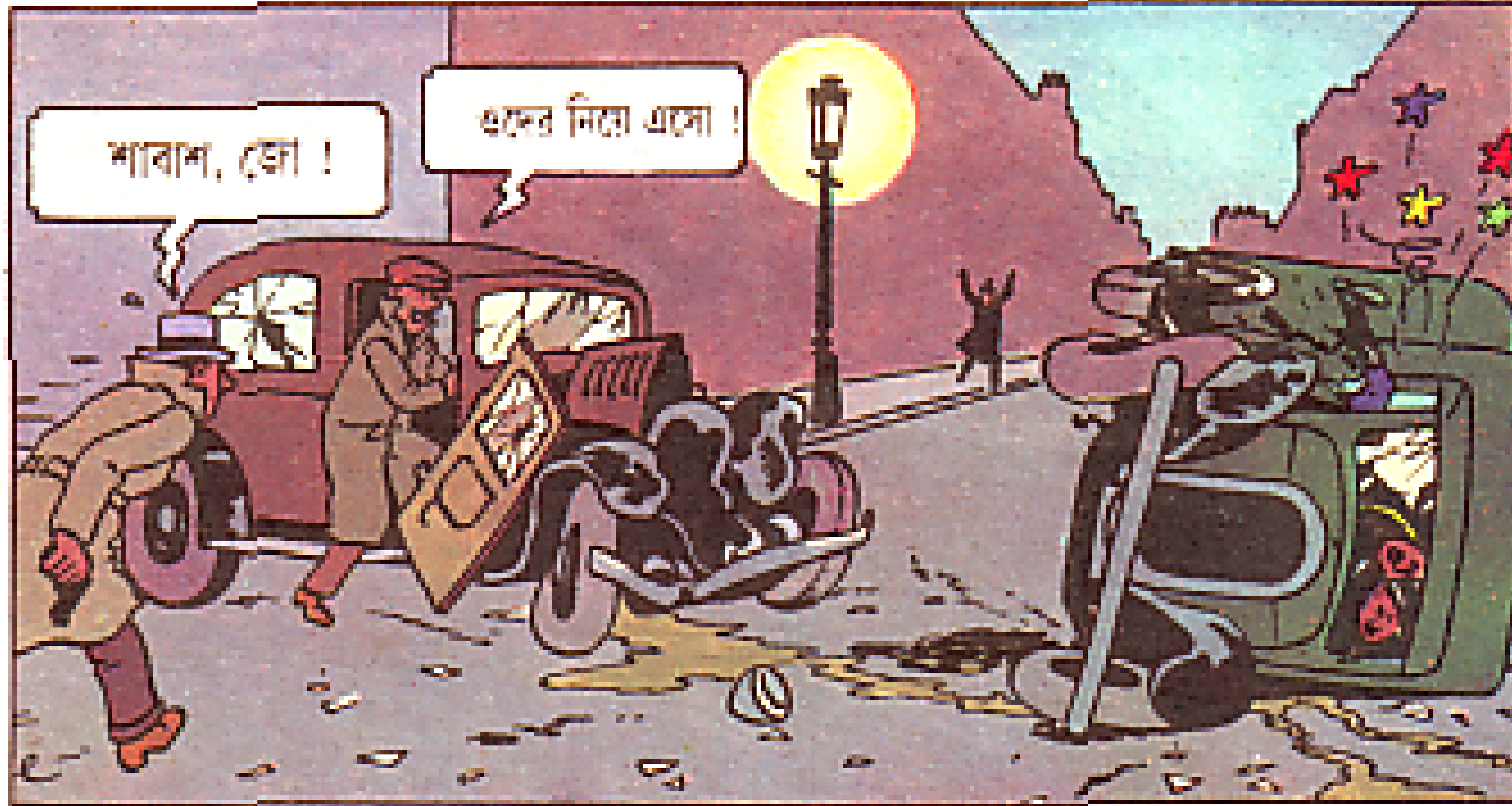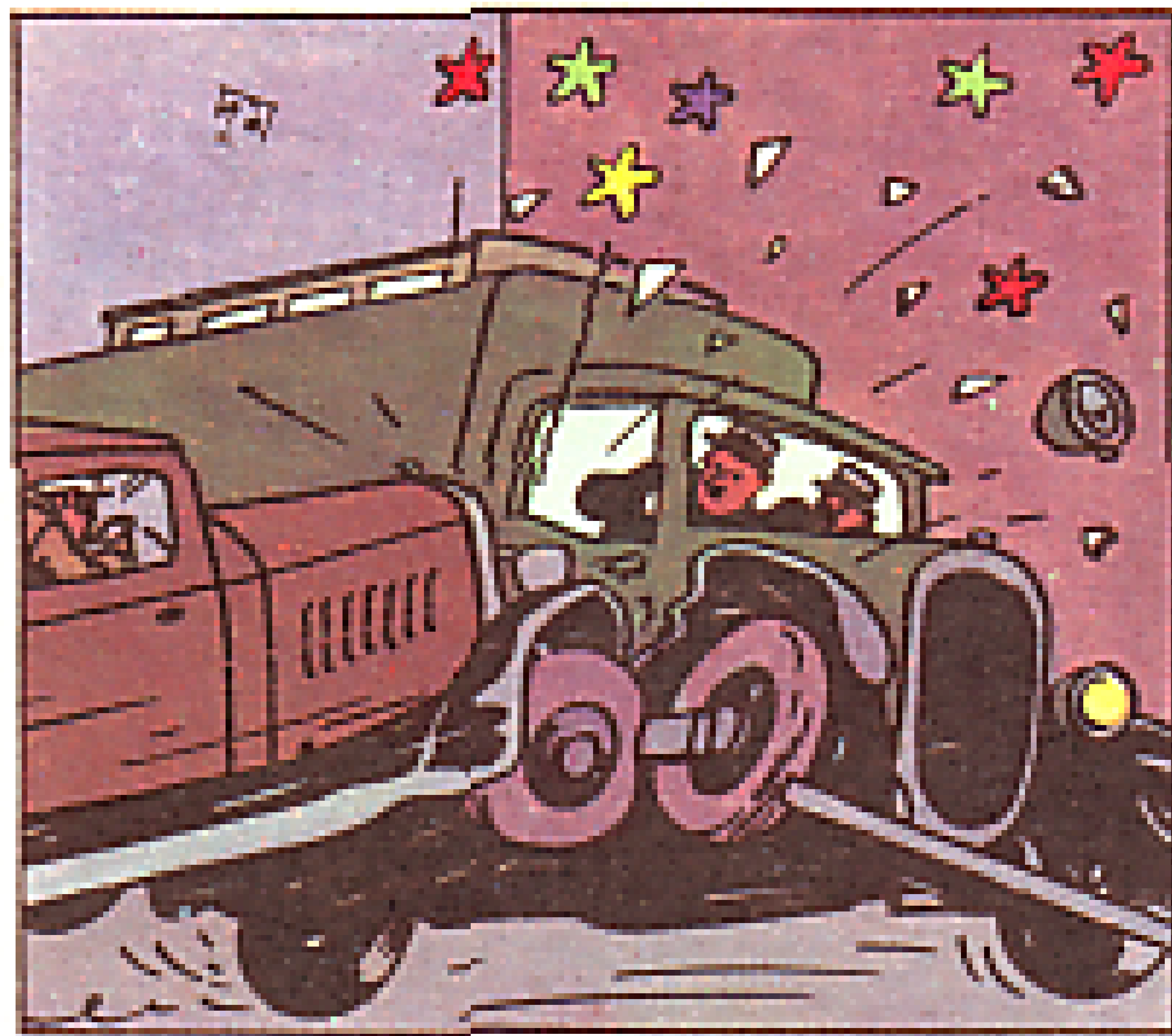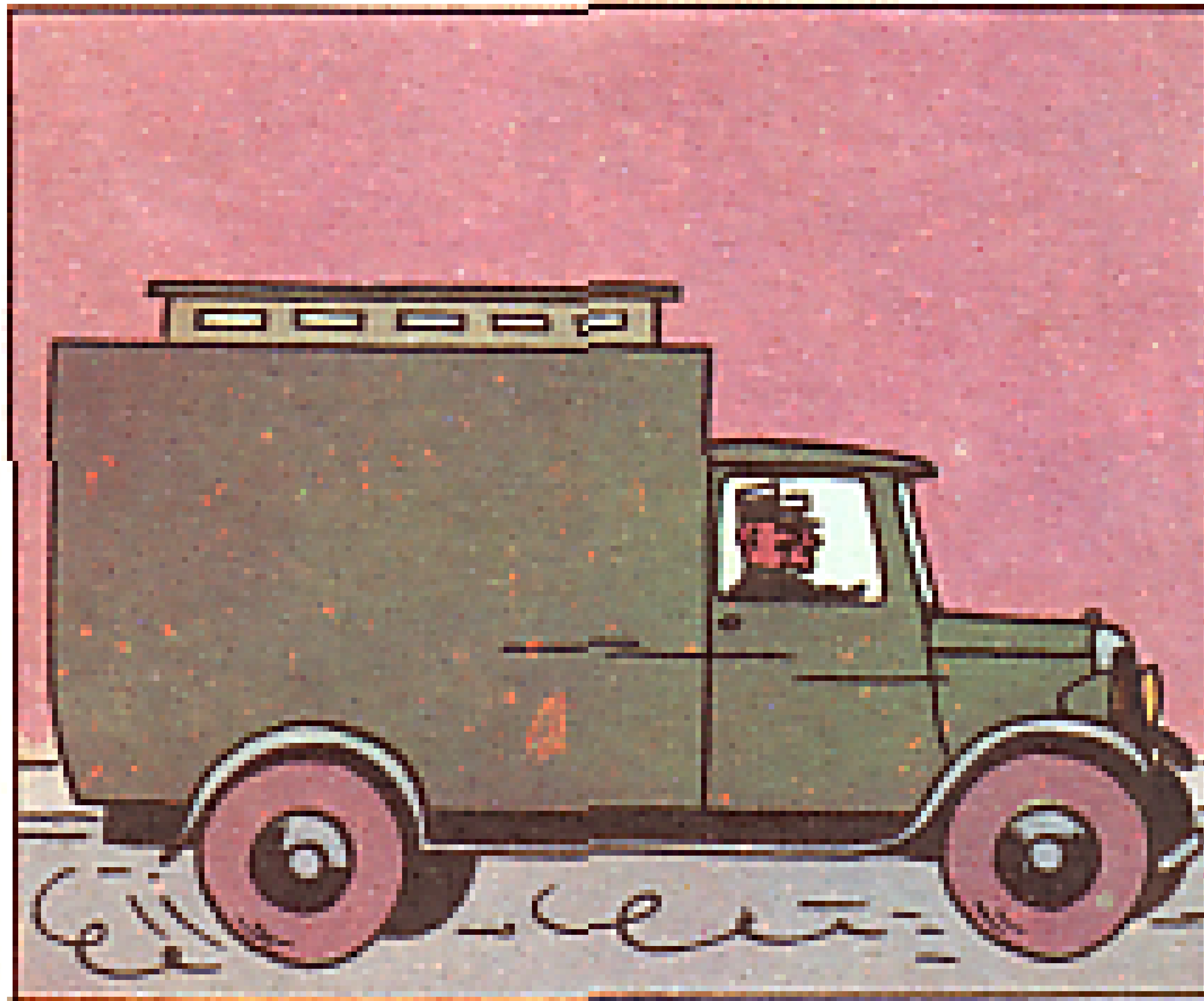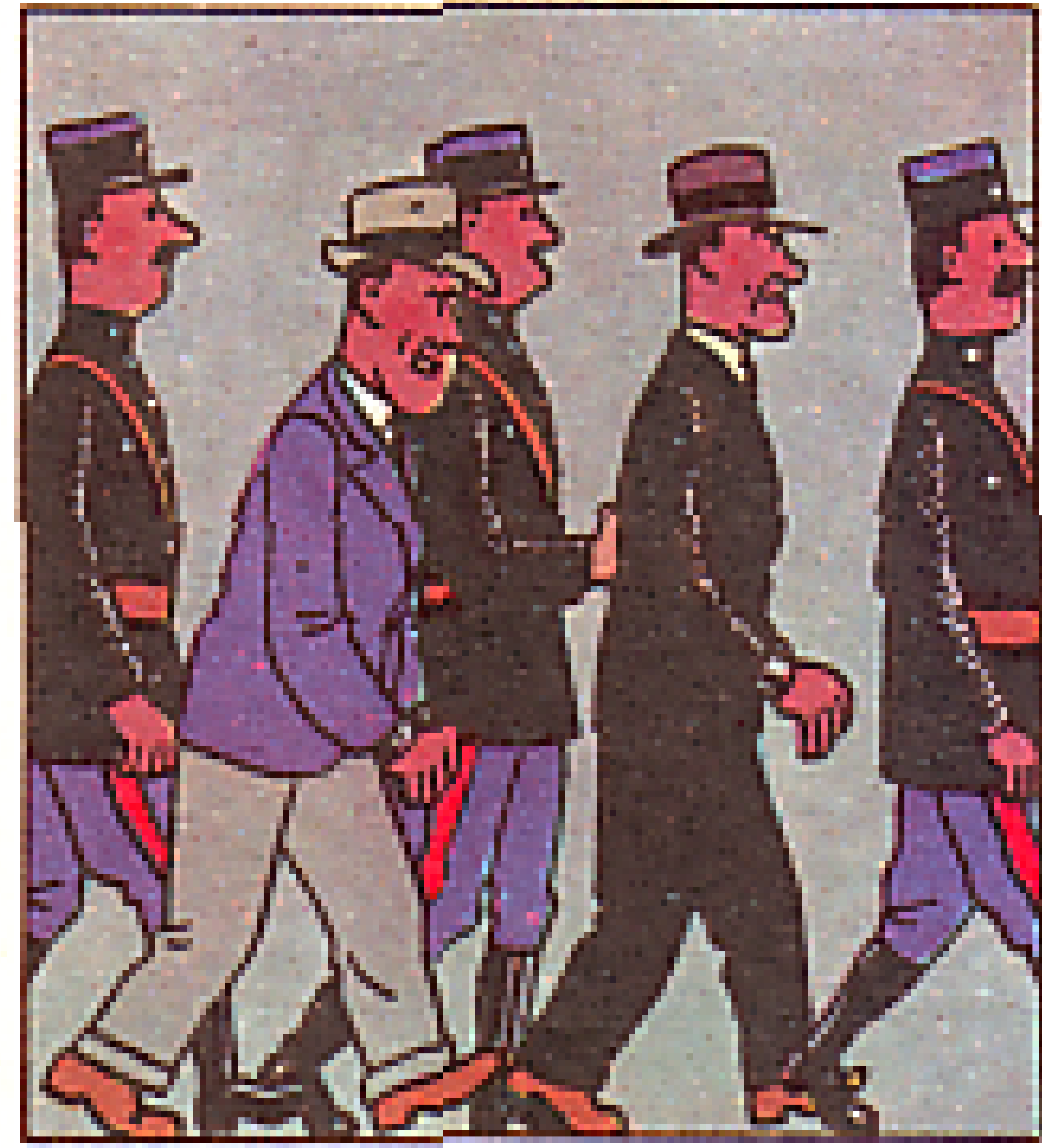
ওদিকে গবেষণা-দফতরে

নতুন স্ট্র্যাটোস্ফারিক যন্ত্রের এই হল নকশা ও মডেল...
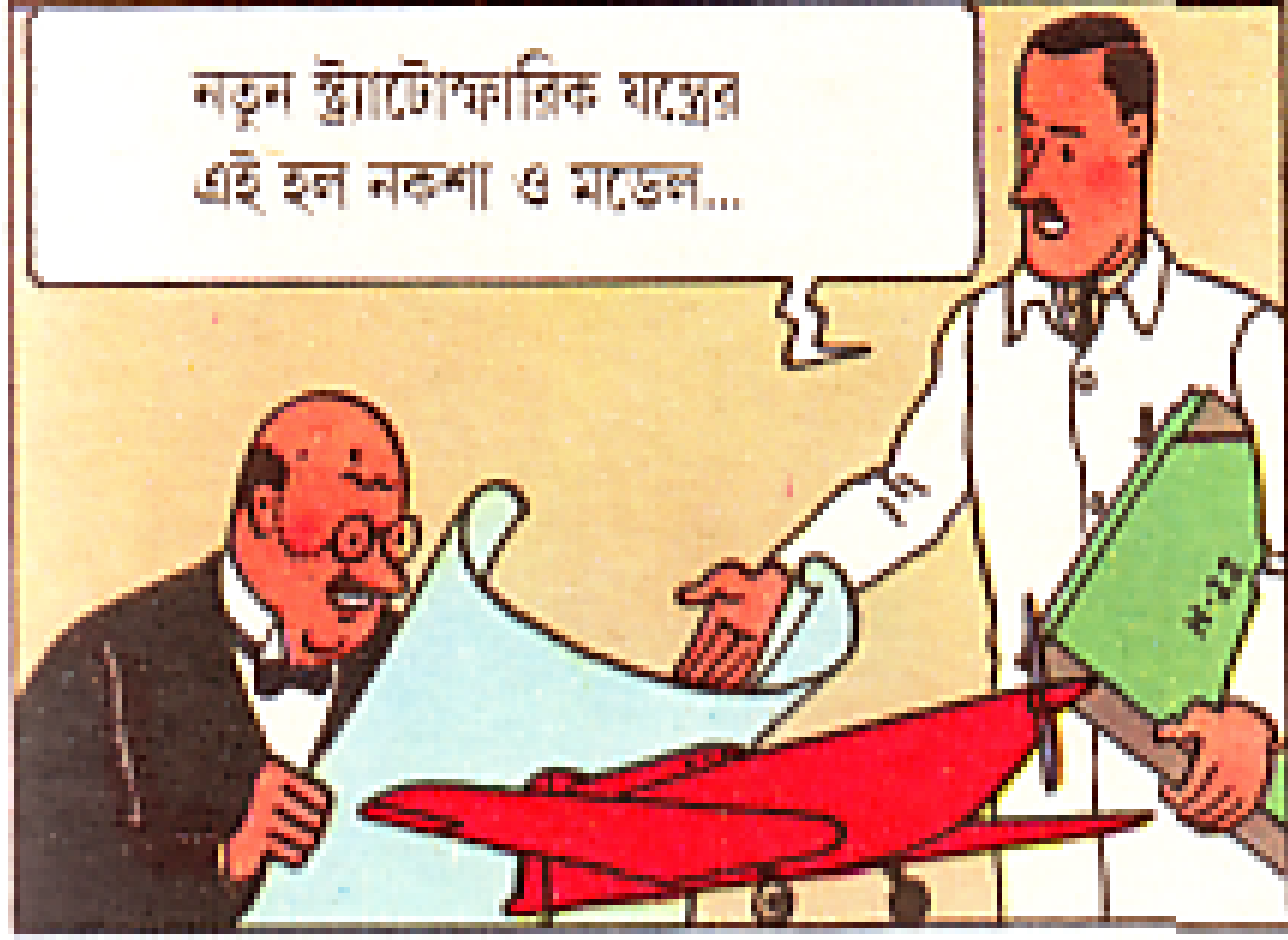
ককপিট পুরো সিল করা থাকবে। স্বয়ংক্রিয় উপায়ে পাইলট অক্সিজেন পাবেন। খুব উঁচুতে ওড়ার সুবিধের জন্য ডানা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রপেলারটাও আলাদাভাবে তৈরি।

স্বাভাবিক কারণেই এঞ্জিনের ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। নতুন ধরনের টার্বো কম্প্রেসর, যাতে সিলিন্ডারগুলো যে-কোনও উচ্চতায় চাপ অনুযায়ী ঠিকমতো জ্বালানি পায়...

ক্রিং-ক্রি-ক্রিং
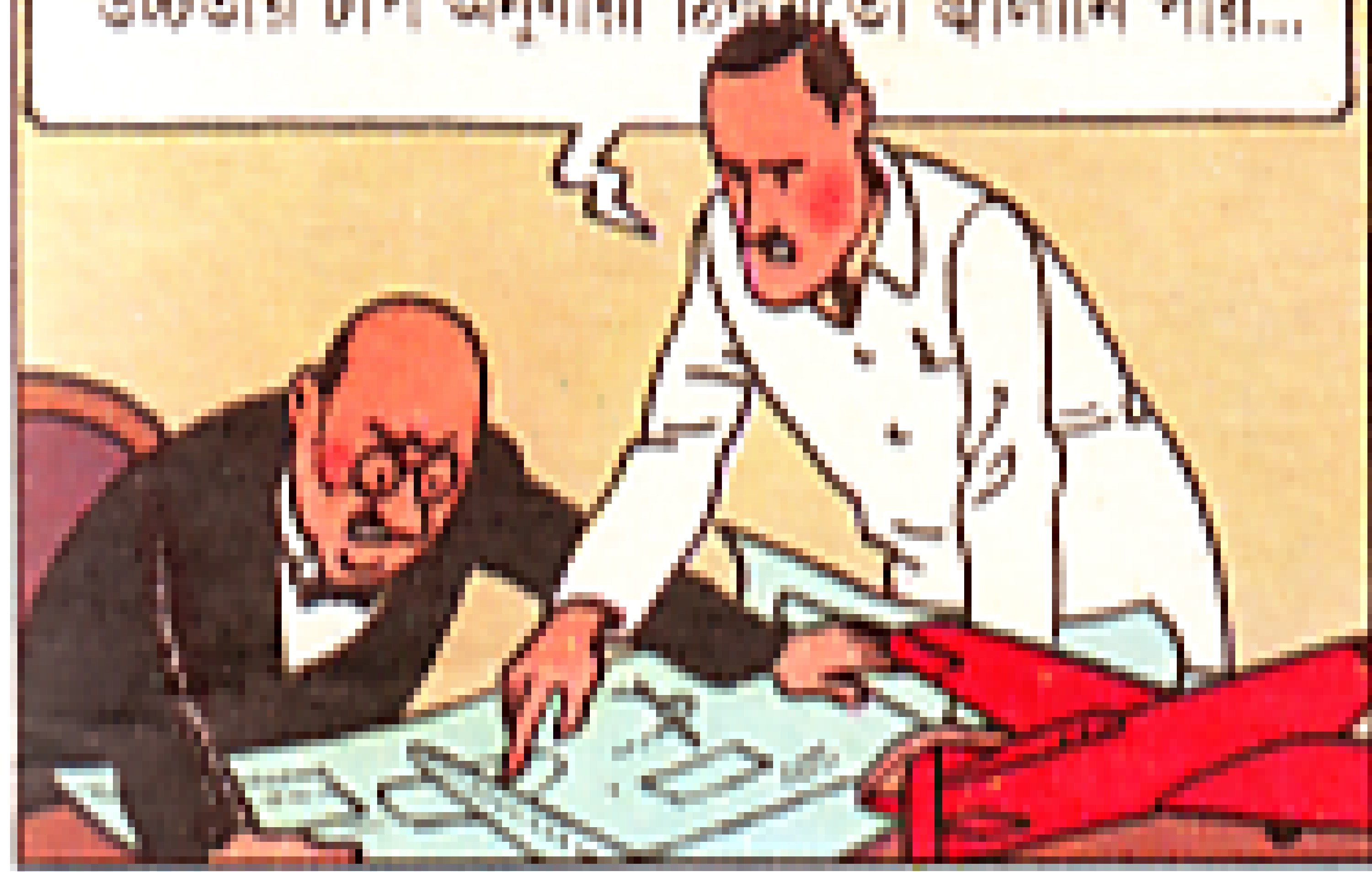
কিছু মনে করবেন না।
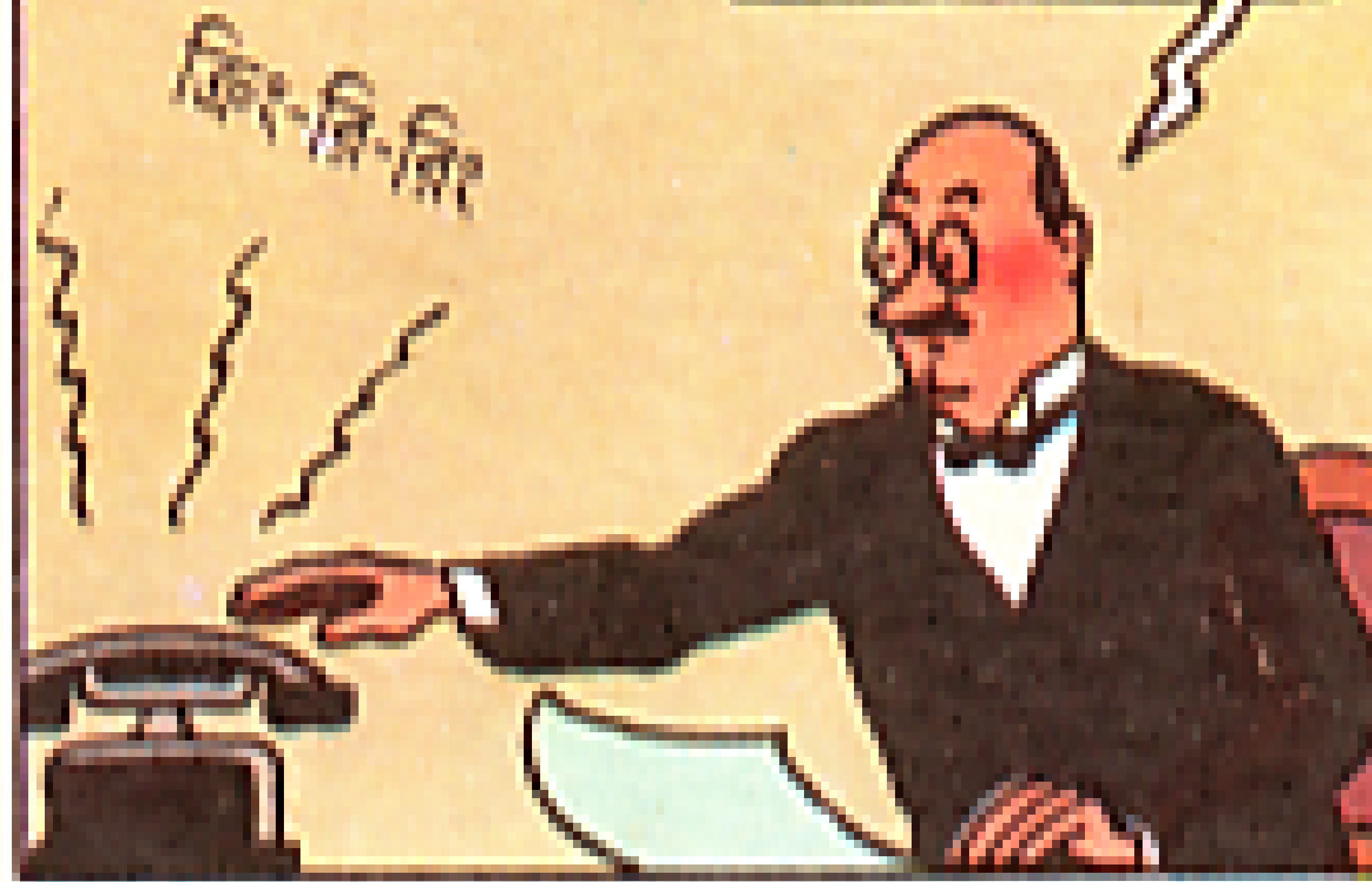
হ্যালো ?...হ্যাঁ, হ্যাঁ...আমি বলছি ? কী ?...ওরা পালিয়ে গেছে !...হ্যাঁ... হ্যাঁ...কী সাহস !...অবিশ্বাস্য !...হ্যাঁ ...হ্যাঁ...ভাল কথা ! হ্যাঁ...ধন্যবাদ।

অবিশ্বাস্য...ওয়াগনার ও তার শাগরেদ পালিয়েছে...যে ভ্যানে ওদের জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, সেই ভ্যানে আর একটি গাড়ি এসে ধাক্কা দেয়...ওদের দলের লোকরা গাড়িটা চালাচ্ছিল। ওরা পালিয়েছে।
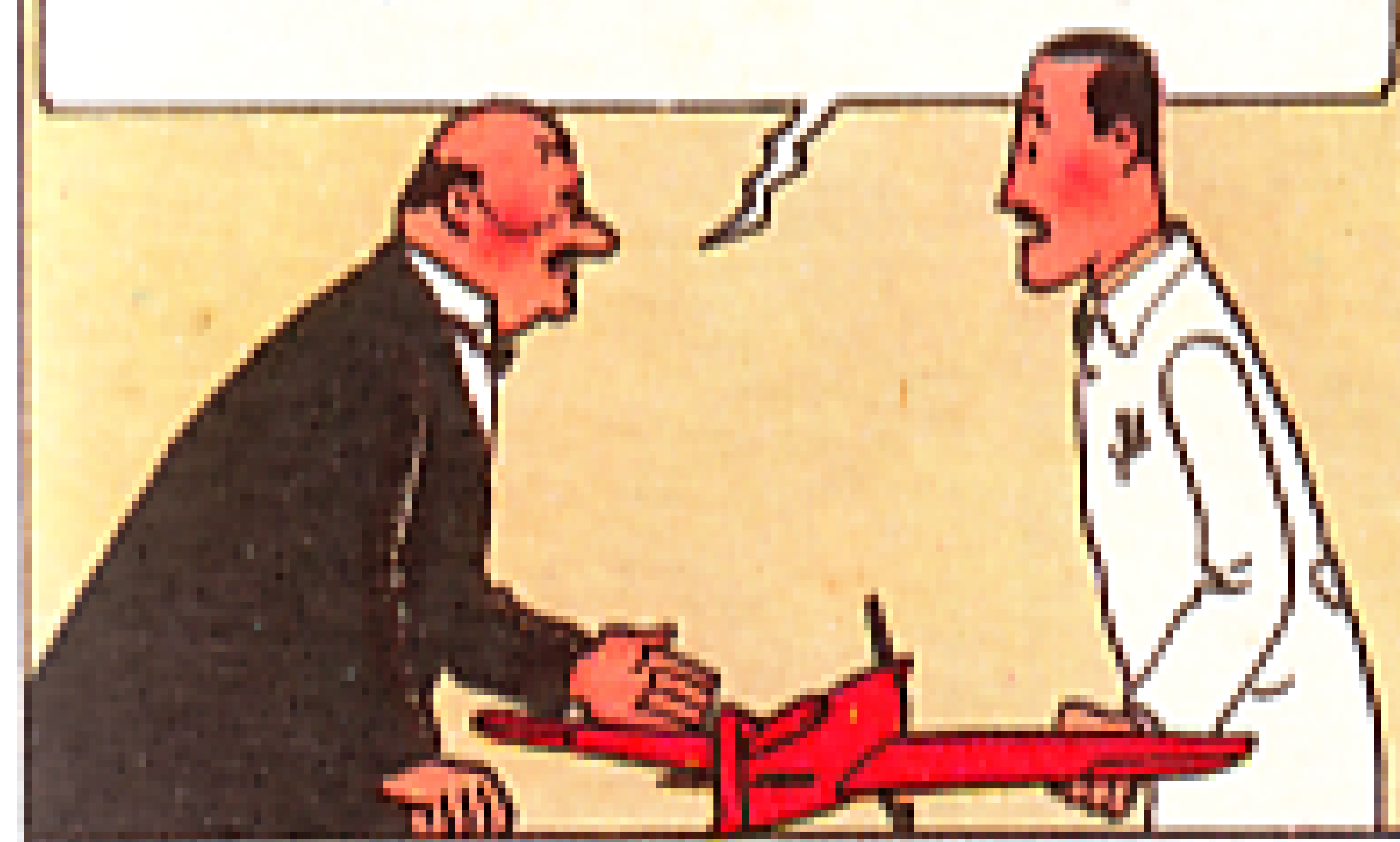
চারপাশে খবর দেওয়া হচ্ছে। ওদের যতক্ষণ না আবার ধরা হচ্ছে, কারখানায় পাহারা থাকবে। আপনার বাড়ির ওপরও বিশেষ নজর রাখা হবে।
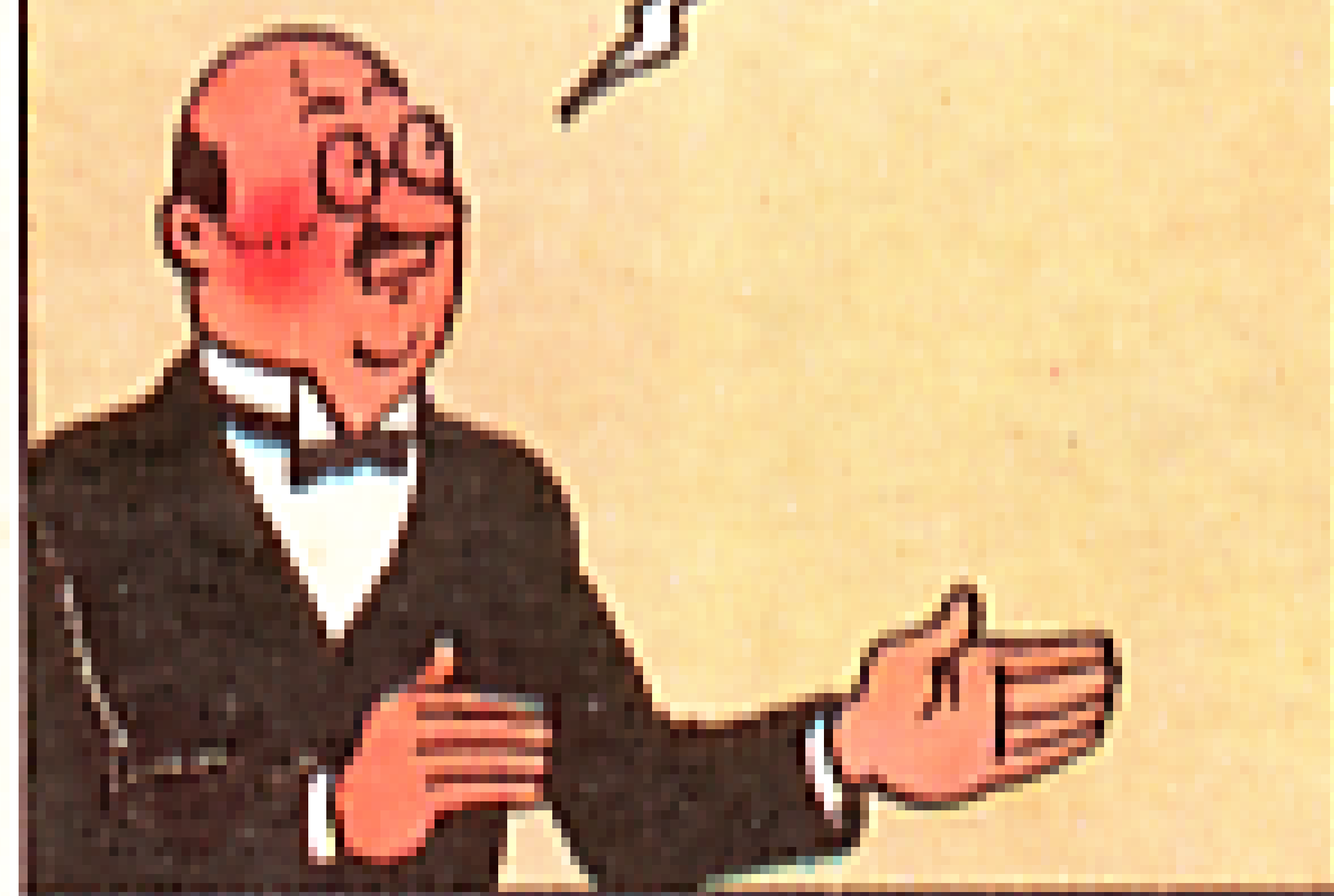
সাবধানে থাকবেন, লেগ্রাঁ। বুঝতেই পারছেন, শয়তানগুলো সহজে থামবে না।

চিন্তা করবেন না। আমি সতর্ক থাকব।
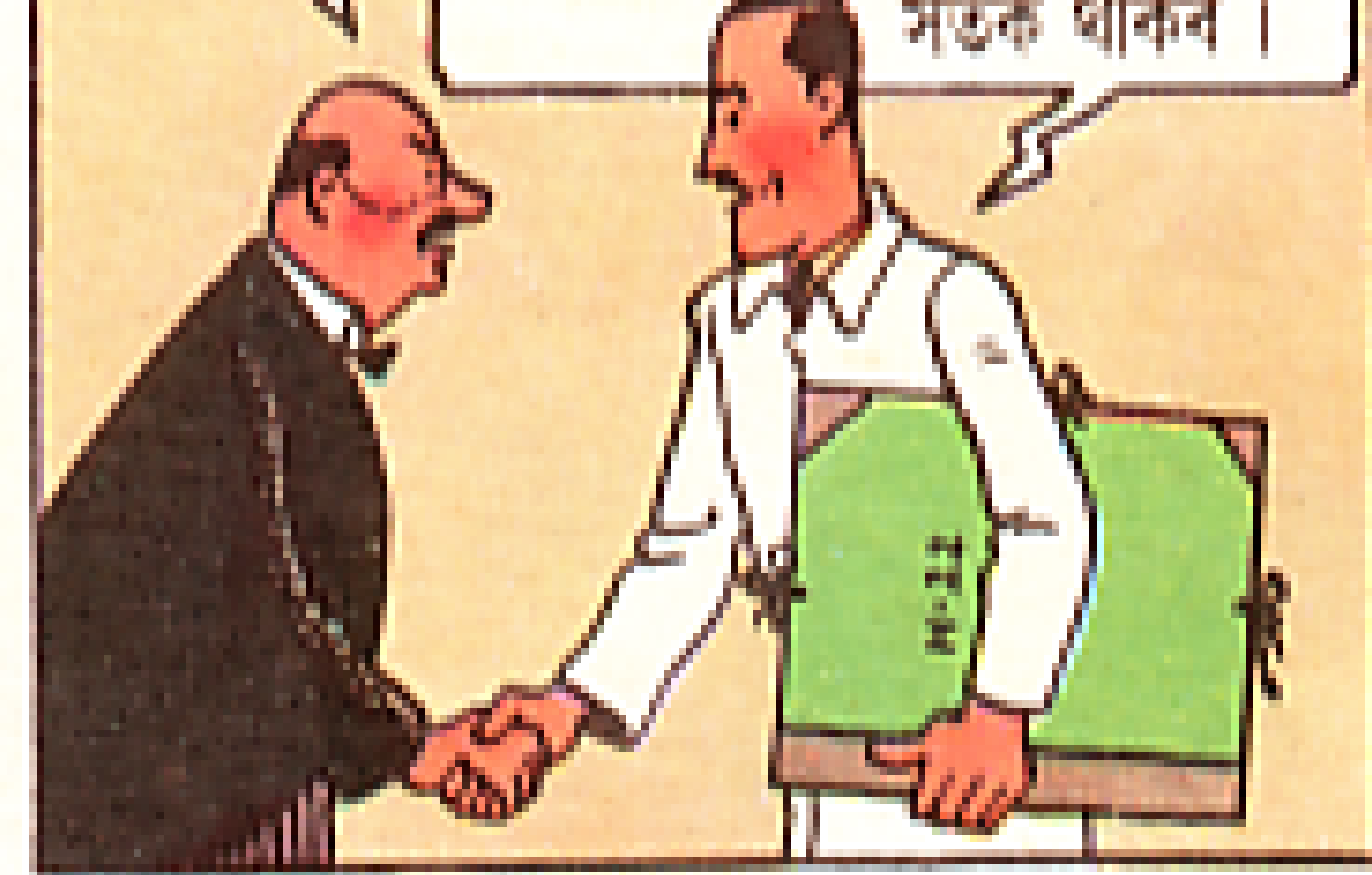
ওই রাত্রে...

শুভরাত্রি

শুভরাত্রি মা !

শুভরাত্রি, মা !

বাবাকে শুভরাত্রি জানিয়ে আসি...

এসো

ঠক ঠক ঠক

শুভরাত্রি বাবা !...ও ! ওই কি স্ট্র্যাটোবিমানের নকশা ?
হ্যাঁ...এখনও কিছু কাজ বাকি আছে। খুঁটিনাটি কাজগুলো সারতে নকশা বাড়ি নিয়ে এলাম।
বাবা, শয়তানগুলো জানতে পারলে নকশাটা চুরি করে নেবে !
ভয় নেই। পাহারা আছে। রাস্তায় দু'জন পুলিশকে দেখতে পাওনি ?
ঢং
রাত একটা...
রাতটা ভালই কাটছে ? কী বলো ?
?
আরে আপনারা ?...এই সন্ধেবেলা ভদ্রমহোদয়া ও ভদ্রমহোদয়গণ !...
আমি...হিক ! আমার ধারণা, আমাদের পুলিশরা দারুণ !...
তা ভালই !...এবার বাড়ি যান।
দারুণ বলেছেন...হিক ! তার আগে একটা একটা সিগ— সিগারেট খাওয়াব না ?
শুভরাত্রি, দেখা হবে আবার !
বিচিত্র চরিত্র !
কী হল...আমার ঘুম পাচ্ছে...
আমারও...কিন্তু... এটা তো ঘুমনোর সময় নয়...
কেমন জব্দ দু'জনেই বেহুঁশ !
হু-ই-ট

?
!
ওঃ...হ্যাঁ...কী হয়েছে ?
ও...জোকো তুমি ? কী হয়েছে ? মনে হচ্ছে, ও কোনো শব্দ শুনেছে...
আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি না...
হ্যাঁ !...শুনতে পেয়েছি ! ...মনে হচ্ছে বাবার পড়ার ঘরে শব্দ হল...
বাবা হয়তো এখনও কাজ করছেন !
নিশ্চয় নয়...বাবা এত রাত জেগে কাজ করেন না...আবার শব্দ হল...
চোর নয় : বাবা বলেছেন, পুলিশ পাহারা দিচ্ছে...
শ্-শ !...টর্চ নেভাও !... দরজার বাইরে কেউ এসেছে... আমি শব্দ পেয়েছি..

কিছু দেখতে পাচ্ছি না ...শুনতে পাচ্ছি না... মনে হয় আসবাবপত্র নড়ে উঠল...

তাও, বাতিটা নেভাই, দেখি, কেন শব্দ হচ্ছে...

চোপ ! টুঁ শব্দ করলেই মেরে ফেলব !

লক্ষ্মী ছেলে ! এবার আমরা কাজটা সেরে নিই...

খোলা যাচ্ছে

গলিয়ে ফেলব !

যা বলেছে !...

?

?

চিন্তা হচ্ছে ? কাজ হাসিল করতে পারছ না ? পটারের পিল খেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে...

রেডিওগ্রামটা চালাল কে ? নিজে থেকেই চলল ?

মনে হয়, শব্দ শুনে কেউ জেগে ওঠেনি...

ডিং

কী হল আবার ?

ওপর থেকে ফুলদানিটা মাথায় এসে পড়ল !

জলদি ! চলো কেটে পড়ি... পুরো বাড়িটা জেগে উঠবে...

হাত তোলো !!!

...লাল্লার সিনেমায় এখন যে-ছবিটা দেখানো হচ্ছে, এটা তারই নাম !...
চমক...এ-সুযোগ হারাবেন না !
আবার সেই ভুতুড়ে বেতার !!...
হাত তোলো !
দুম
দুম
হুই-ই
হুই-ই
আঃ !
গুণ্ডার দল !...পালিয়ে গেল...
জো !...জো !...লাগেনি তো ?
না । গুলির হাত থেকে বাঁচতে চেয়ারসমেত পেছনে পড়ে গেছি...
?
?
সব ভুল !...সাঙ্ঘাতিক ভুল...
ওরা এখন সতর্ক হয়ে যাবে...
হ্যাঁ, কিছুদিন চুপচাপ থাকতে হবে ।

কয়েক সপ্তাহ পরে...

মেশিনটা প্রায় তৈরি হয়ে গেছে। আগামীকাল স্ট্র্যাটোশিপের কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে।
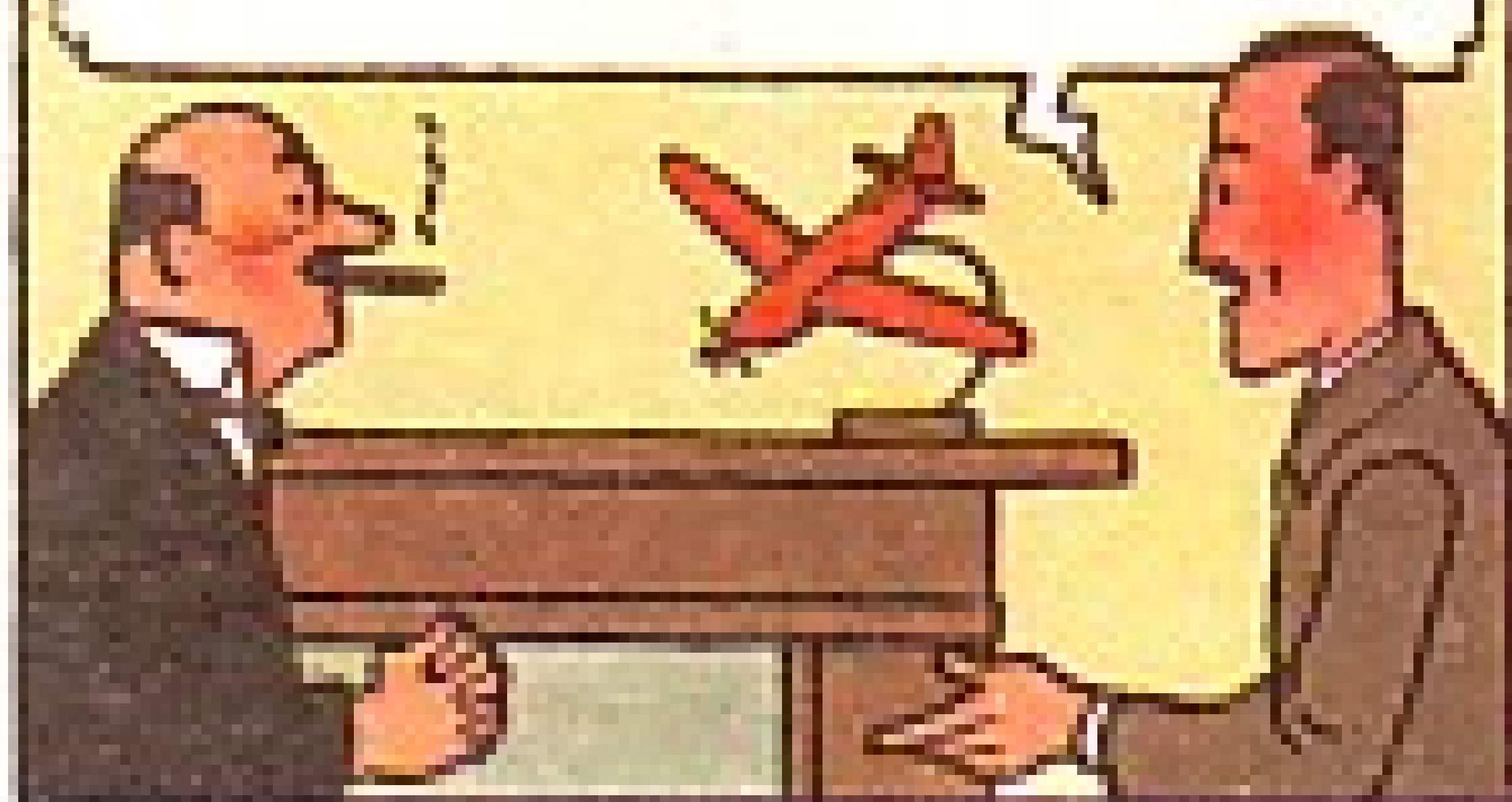
পরের দিন...
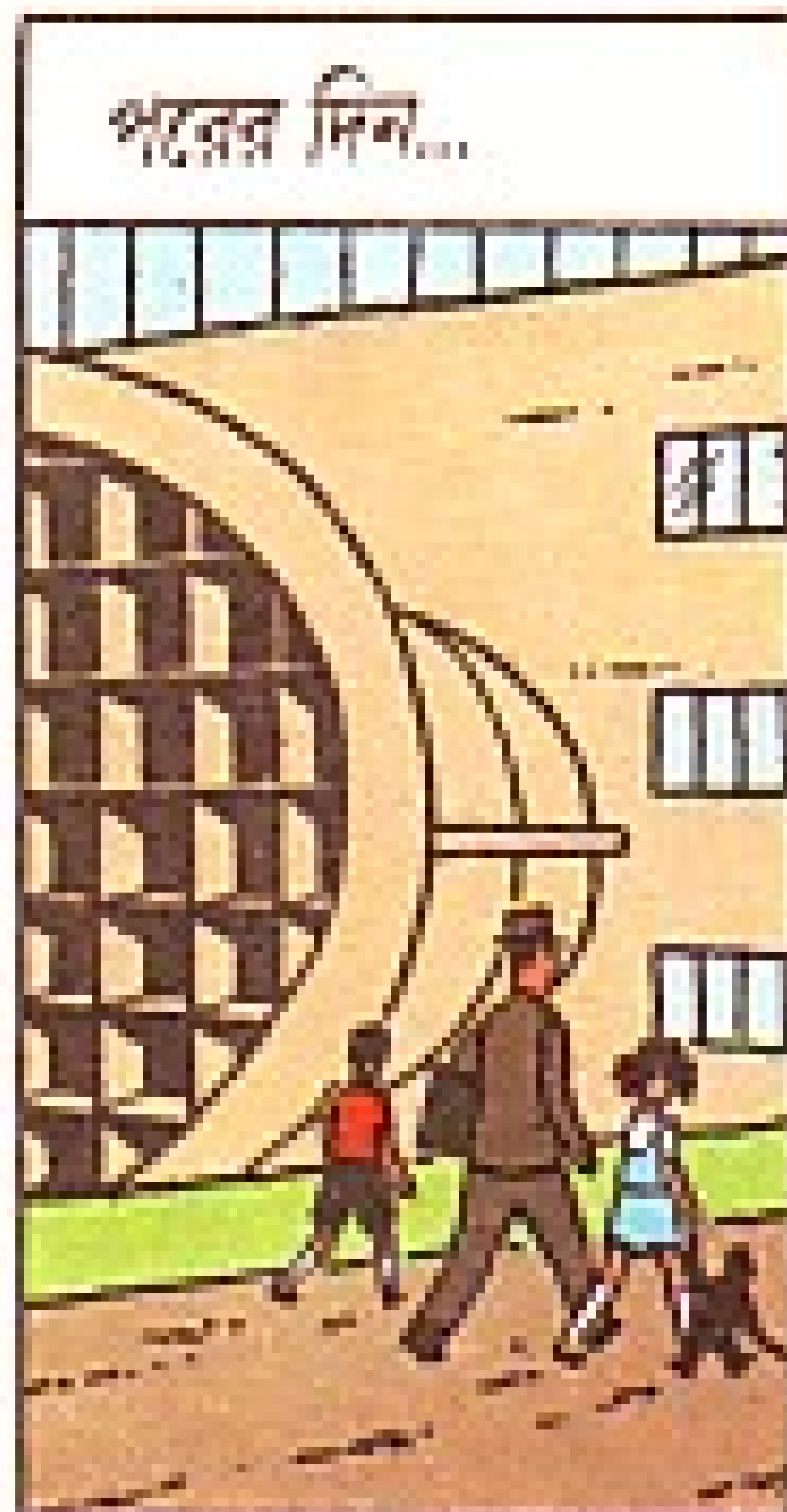
এ হল পরীক্ষাকক্ষ। কাঠামোটা বায়ুপ্রতিরোধ কি না দেখার জন্য এই বড়-বড় ফ্যানগুলো একটু পরেই ঝড় তুলবে ...চলো, সরে দাঁড়াই।
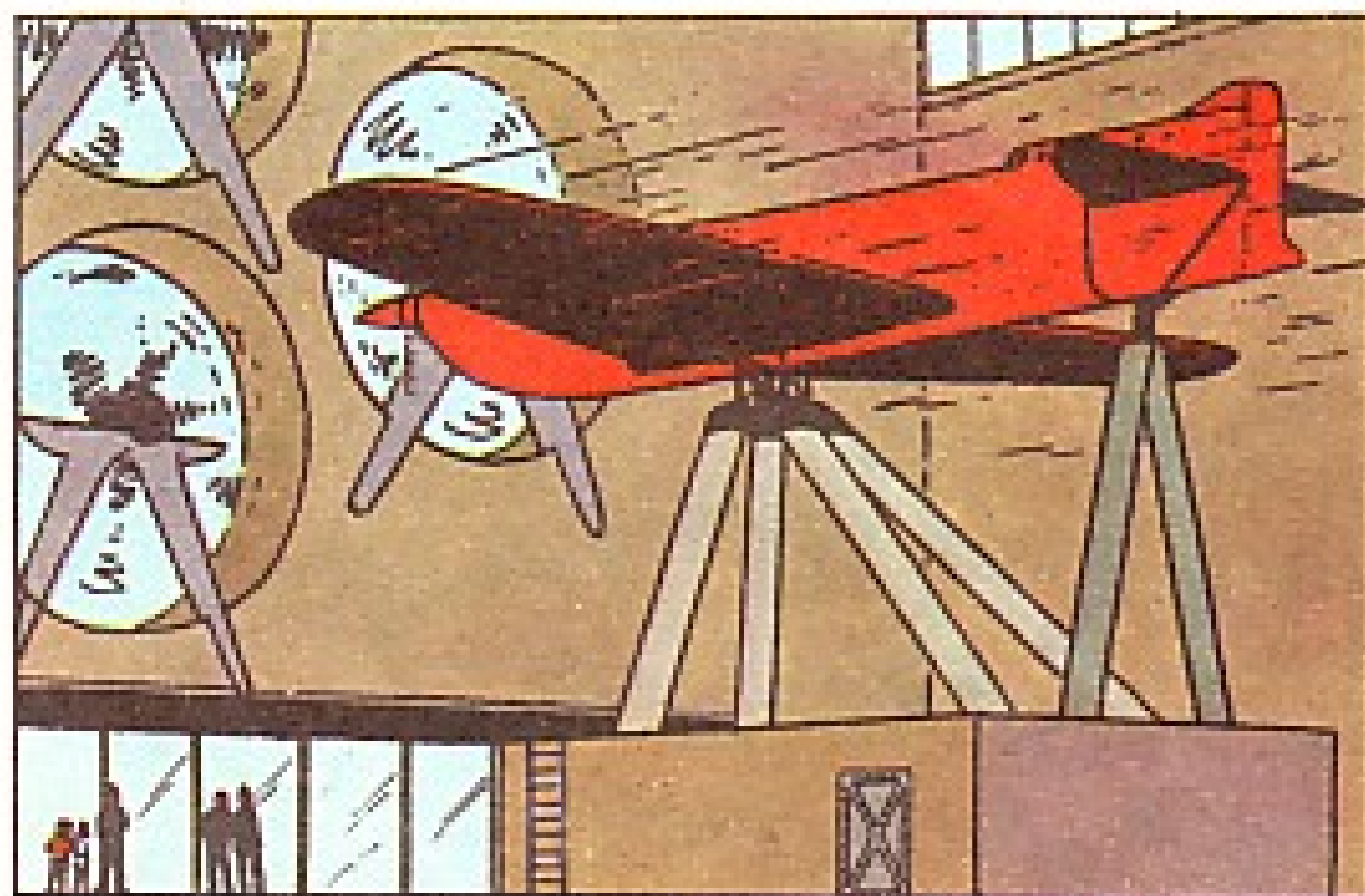
জো, তুমি কি জোকোকে দেখেছ ?

ও তোমার সঙ্গে ছিল না ?

?

চমৎকার ! পরীক্ষা সফল। ...কাঠামোর দিক থেকে বিমানটা নিখুঁত।

বাঃ !...পাখাগুলো বন্ধ করো...

?

?
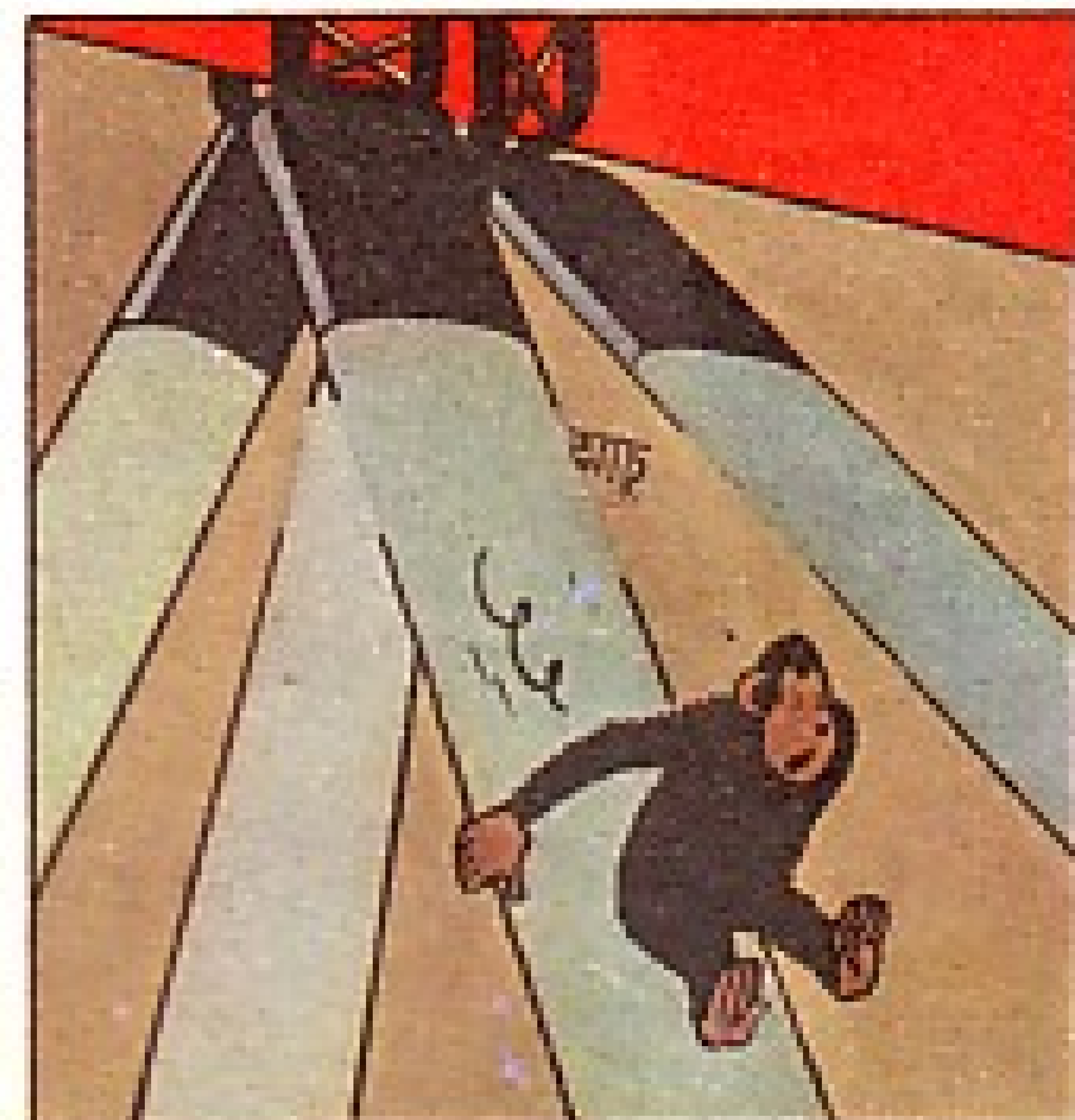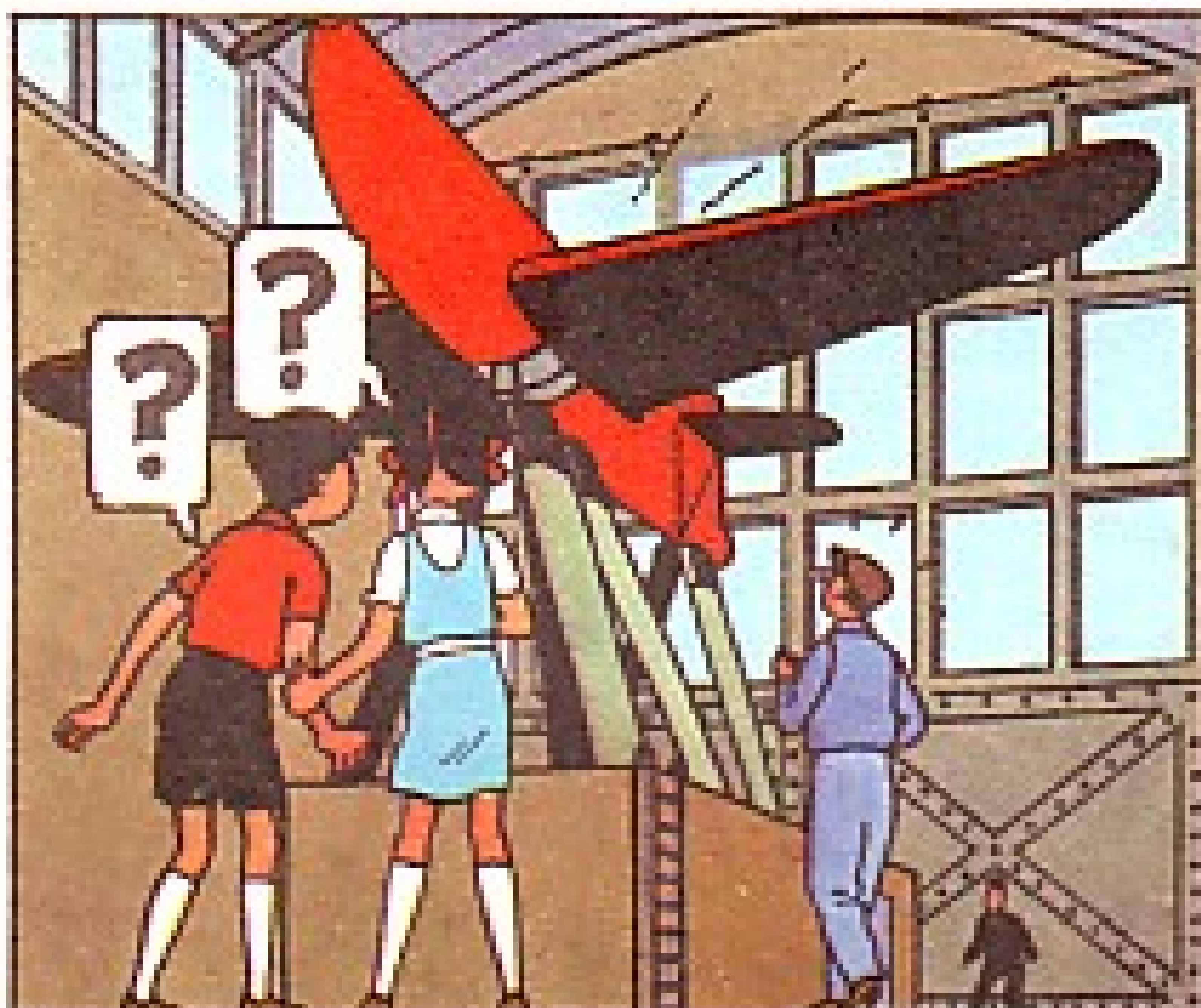
বেচারা জোকো !...কে তোকে ওখানে যেতে বলেছিল ?

আহা ! একেবারে জমে গেছে।

শোনো : এস. এ. এফ. সি. এ-র তৈরি স্ট্রাটোশিপ এইচ টুয়েণ্টিটু-র পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক। আগামী বৃহস্পতিবার প্রথম উড়ান...

সব ঠিকঠাক চললে ওরা কিন্তু চেষ্টা করবে...বুঝতেই পারছ, এর মানেটা !

জানি। চিন্তা কোরো না। ...ওরা পারবে না !

পরের বৃহস্পতিবার...
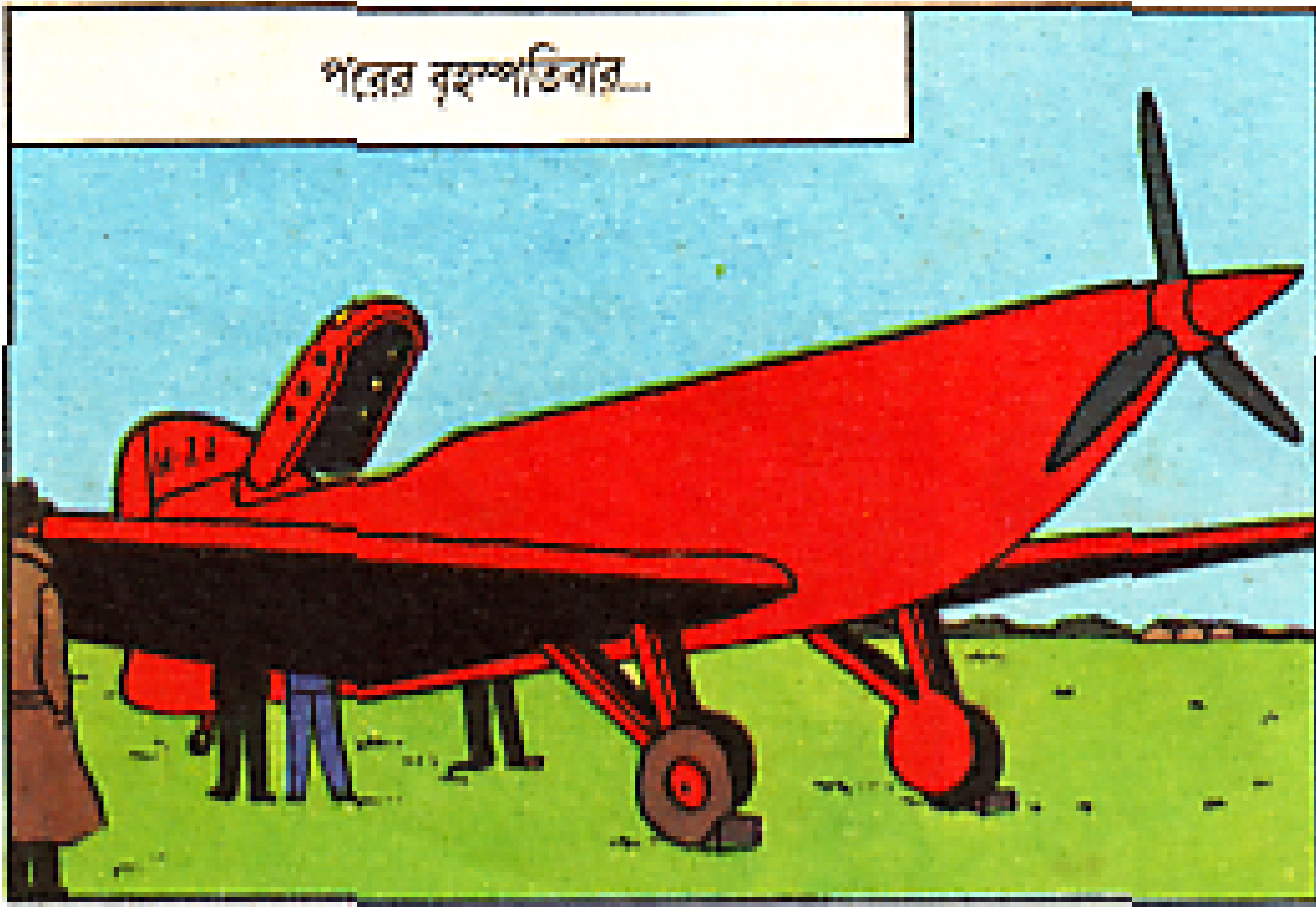
বাবা, সাবধানে উড়তে হবে কিন্তু...

ঘণ্টায় হাজার কিলোমিটার গতি তুলতে পারবেন ?

ঠিকঠাক চললে কখন ওই চেষ্টা করবেন ?

এখন আসি তা হলে...

ককপিটের ঢাকনা শক্ত করে বন্ধ করতে ভুলো না ছোট্ট ভুলচুকও মারাত্মক হতে পারে...

দেখা হবে... চিন্তা কোরো না...
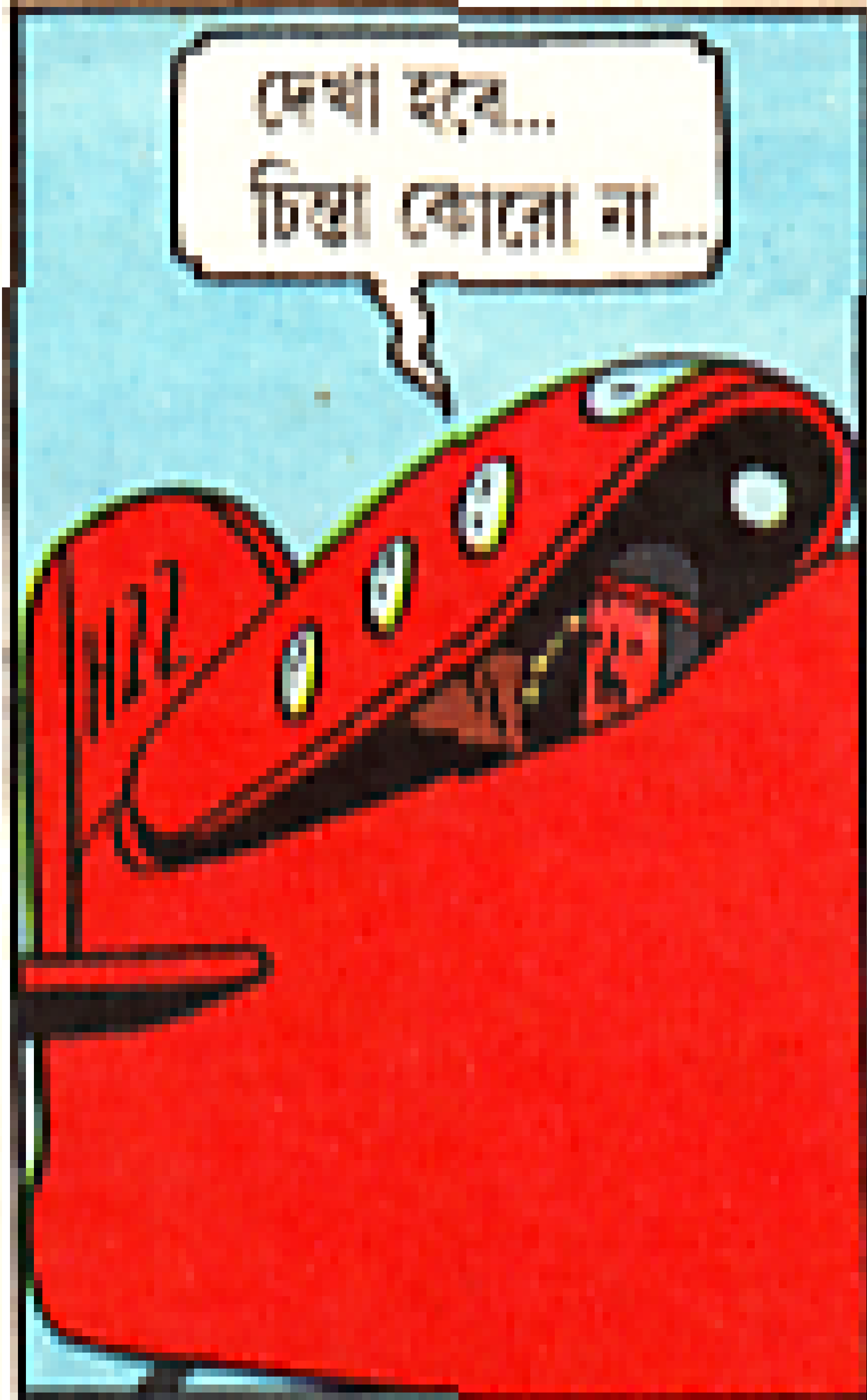
শুভযাত্রা !
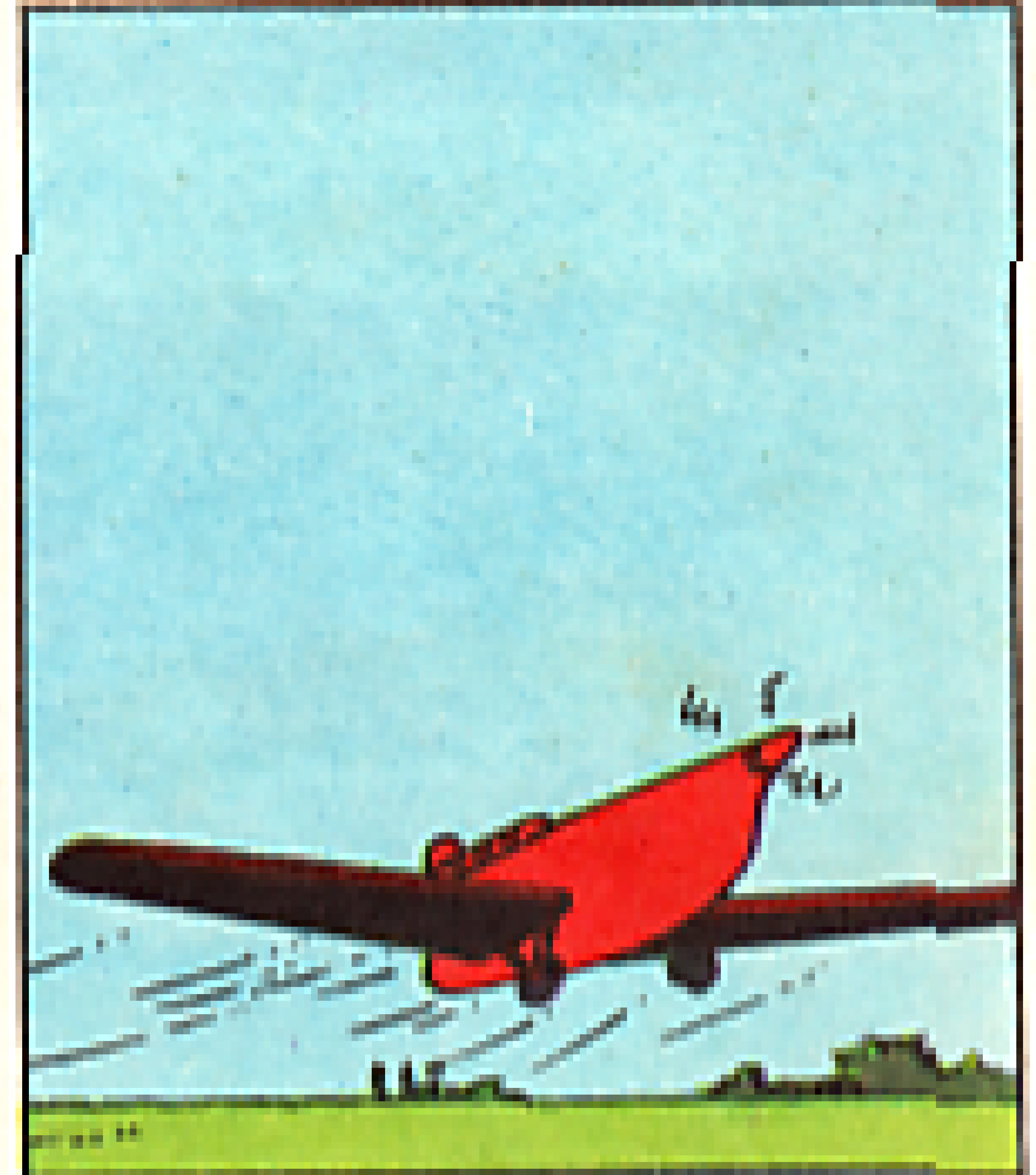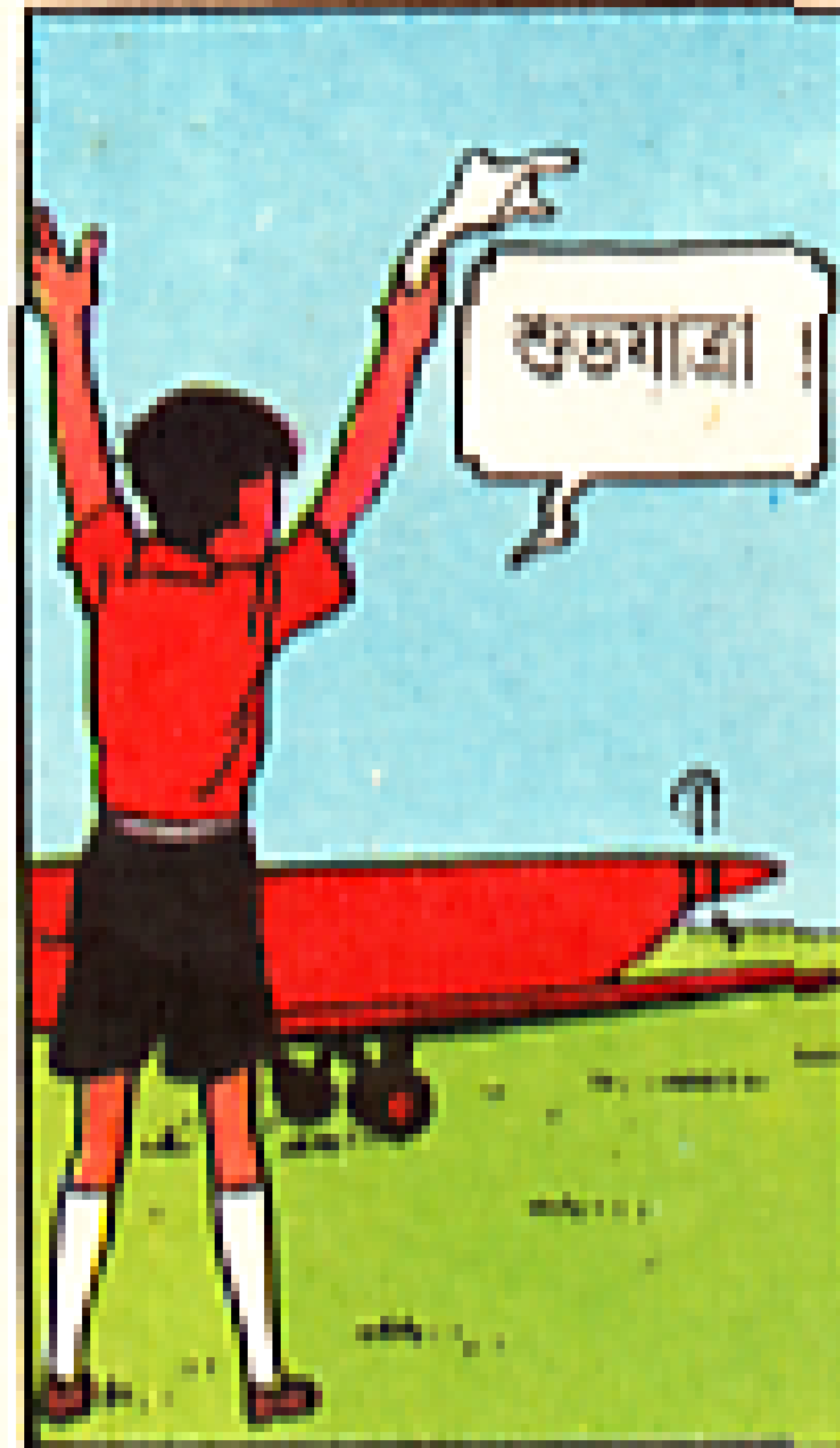
হা ! হা ! বেশিক্ষণ উড়তে হচ্ছে না !...

কী গতি !...

নিমেষে চোখের আড়ালে !...

ইতিমধ্যে...

কে একজন চিঠিটা আপনাকে দিয়ে গেল, স্যার...

এটা কী ?

"খুব জরুরি"..."খুব গুরুত্বপূর্ণ"... কী লিখছে ?

!?
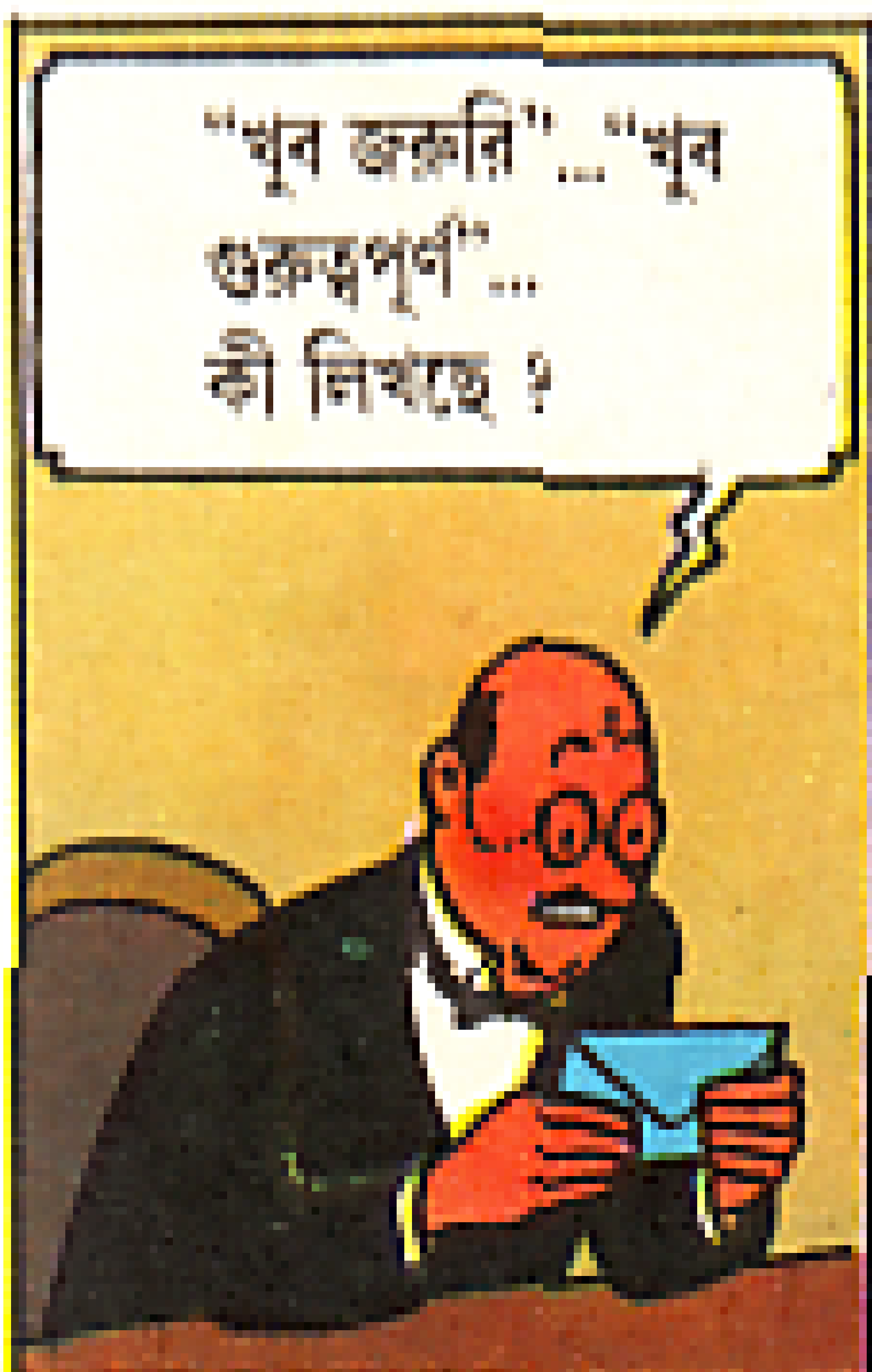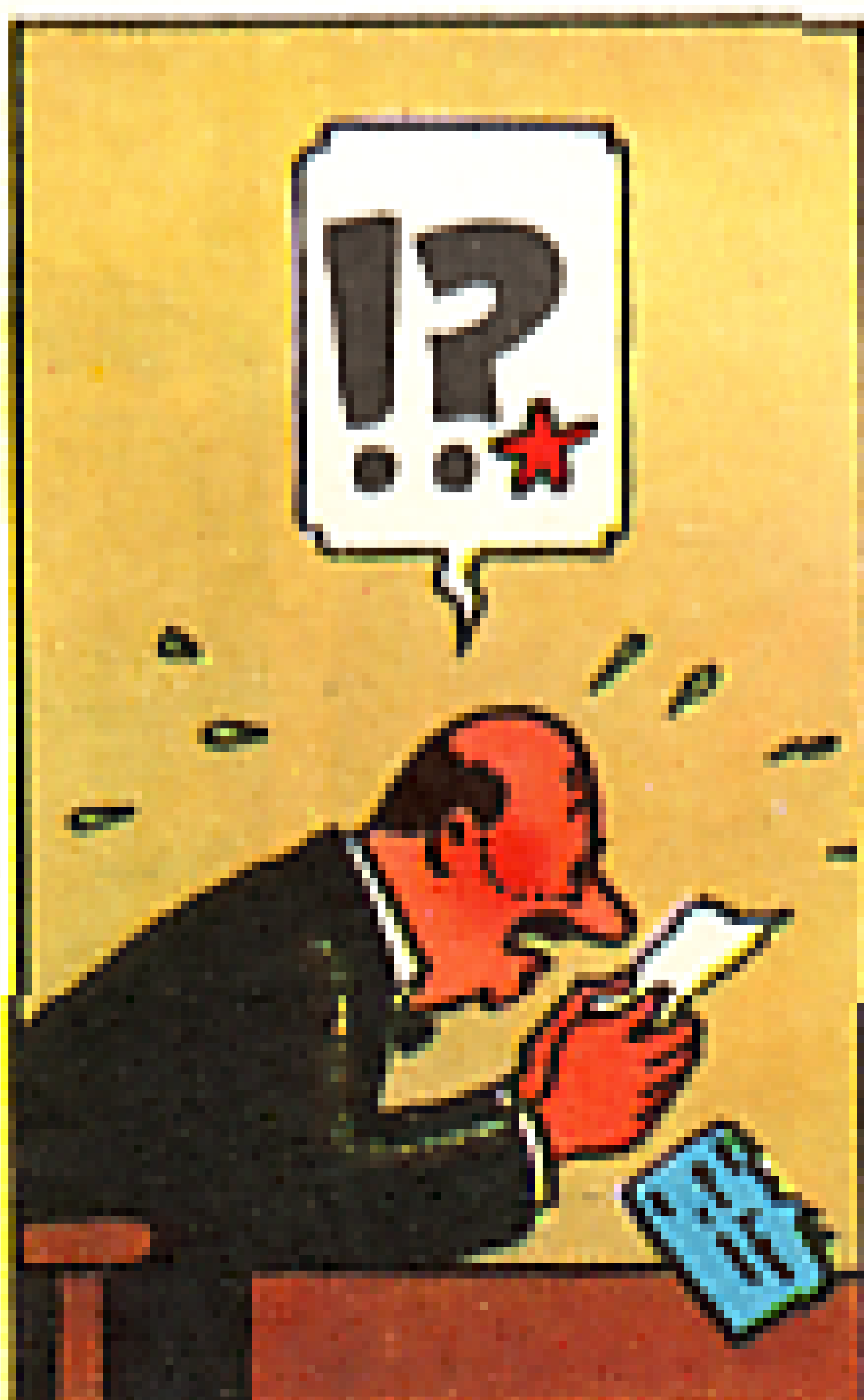
স্ট্রাটোশিপের উড়ান বন্ধ রাখুন : বিমানটিতে বোমা রাখা হয়েছে !
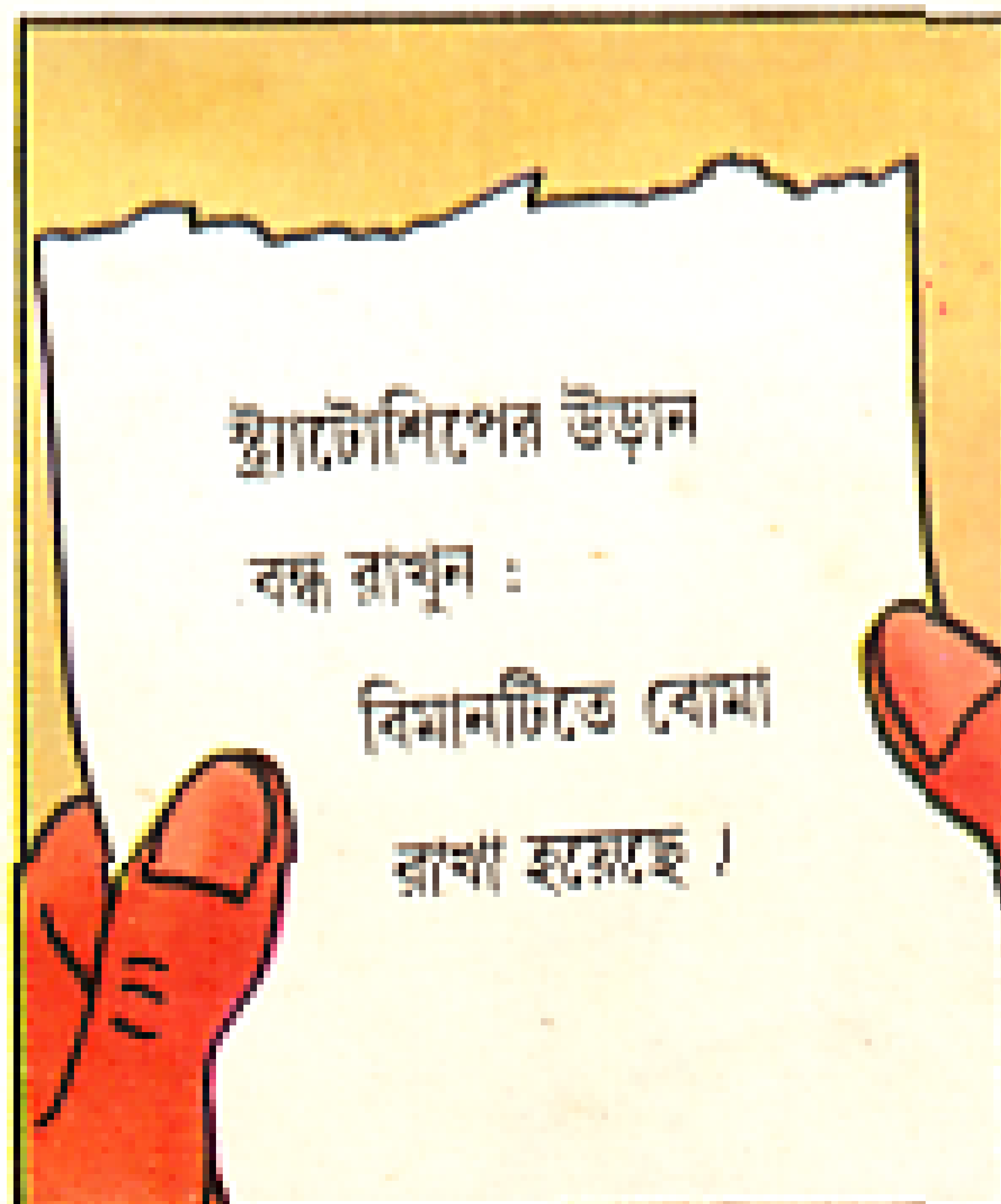
হ্যালো ? হ্যালো ?...আমি এস এ এফ সি এ-এর ডিরেক্টর বলছি...এখনই স্ট্রাটোশিপের পাইলটকে বলুন উড়ান বন্ধ রাখতে...কী ? উনি বিমানটি নিয়ে আগেই উড়ে গেছেন !!!

হা ঈশ্বর !...
এখন উপায় !...

যন্ত্রপাতিগুলো খুঁটিয়ে দেখুন ! মাত্র ১৩ হাজার ফুট ওপরে এসেছি, এখনই গতি ঘণ্টায় ৯০০ কিলোমিটার ।

১৪ হাজার মিটার...ঘণ্টায় ৯৬৭ কিমি

এই তো : আমরা এখন ঘণ্টায় হাজার কিমি বেগে উড়ছি...

১৪,৬৫০ মিটার । সব ঠিকঠাক চলছে । কোনও 'সিল' খুলে যায়নি । শ্বাসকষ্ট নেই । গতি ঘণ্টায় ১১০৭ কিমি । তিন নং স্টারবোর্ডের জানলা একটু কাঁপছে, পরীক্ষা করা দরকার...

যা-যা তথ্য জানার ছিল, পেয়ে গেছি । এখন নামতে পারি ।

তা হলে নামা যাক, বিমানটা ঘুরিয়ে নিই...

কেবিনের ওই জানলাটা উড়ে গেল !

অক্সিজেন আর নেই !...
এবার গেছি !

শ্বাস নিতে পারছি না !

অনেক আগেই
ওঁর ফেরার কথা...

দ্যাখো, বিমানটা
ভেঙে পড়ছে !
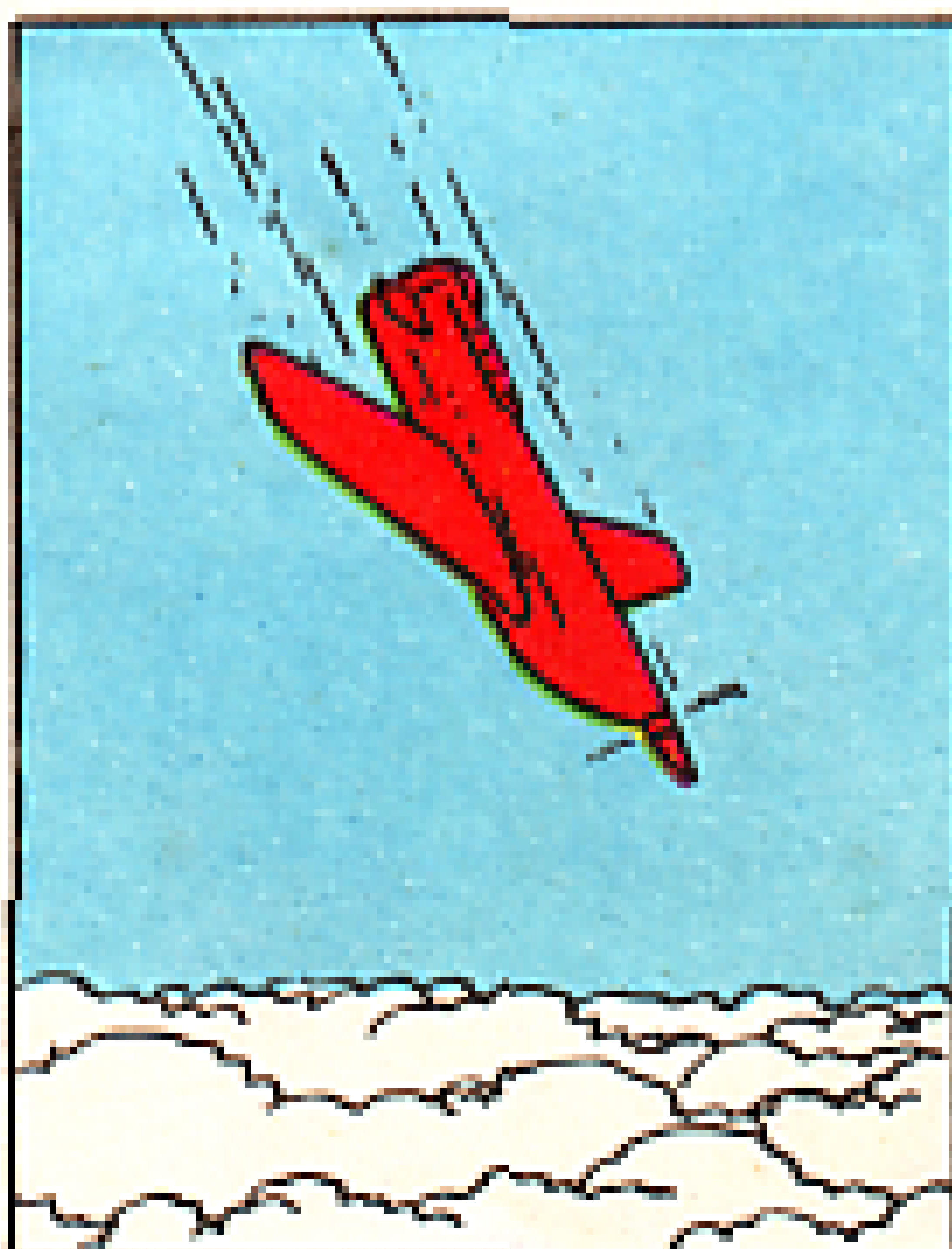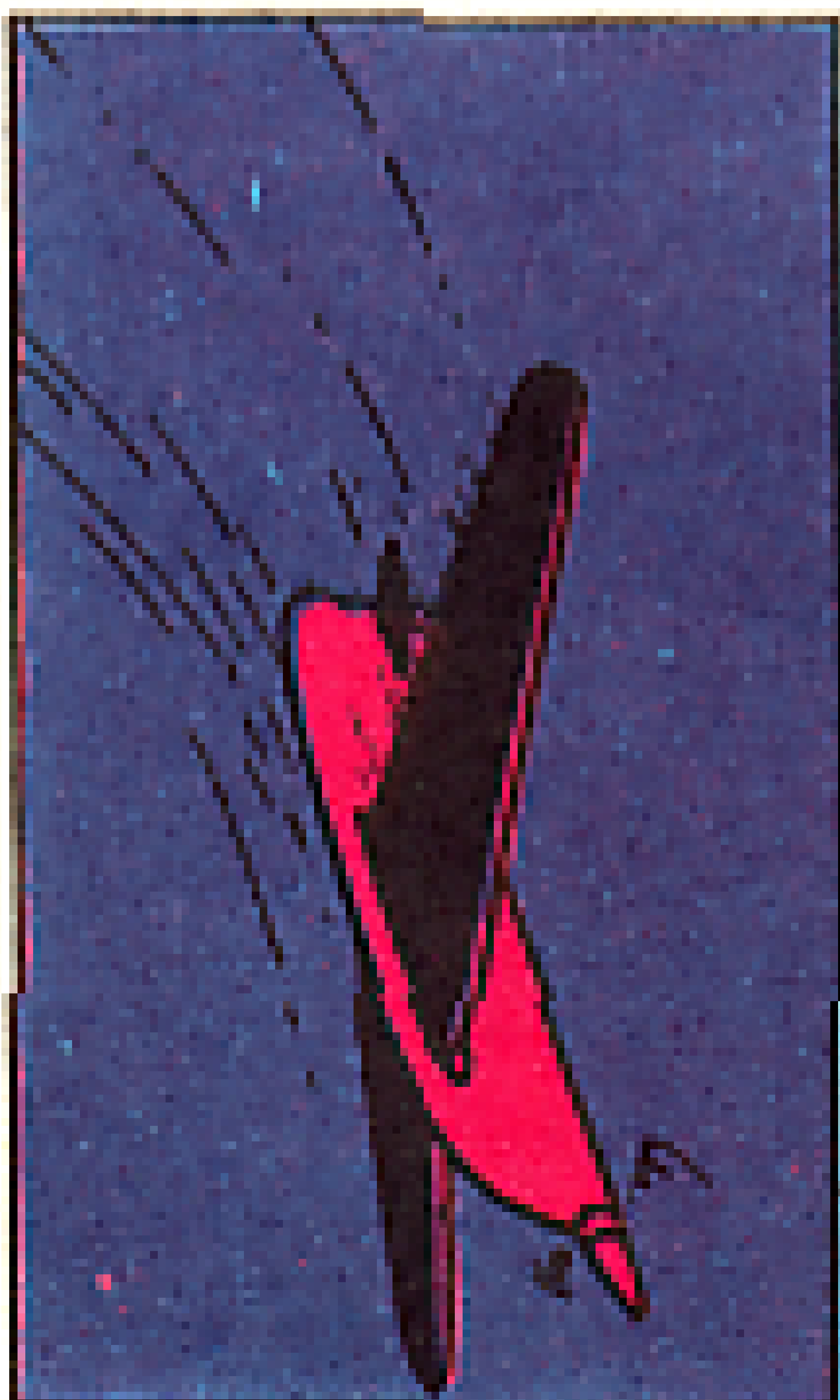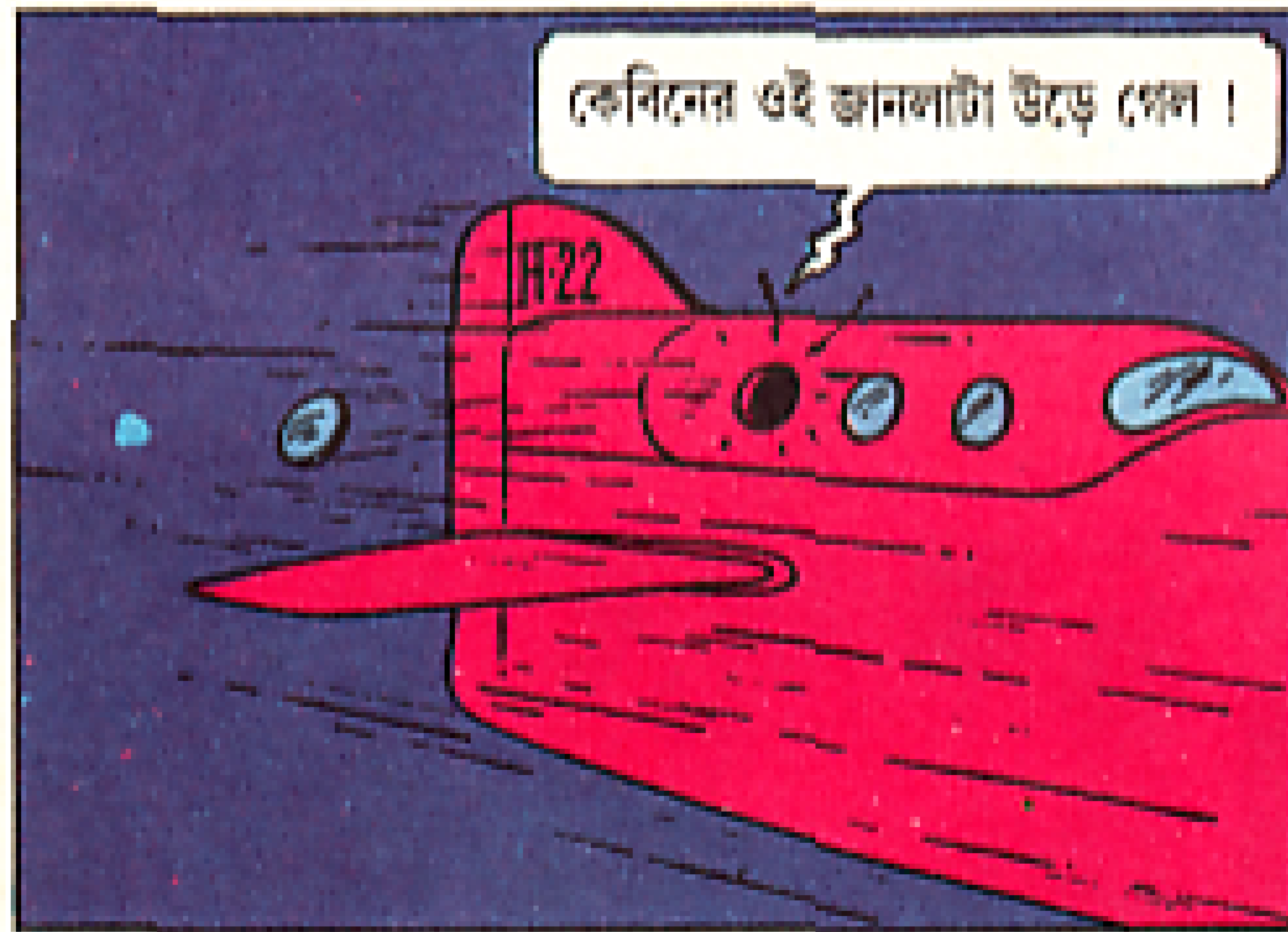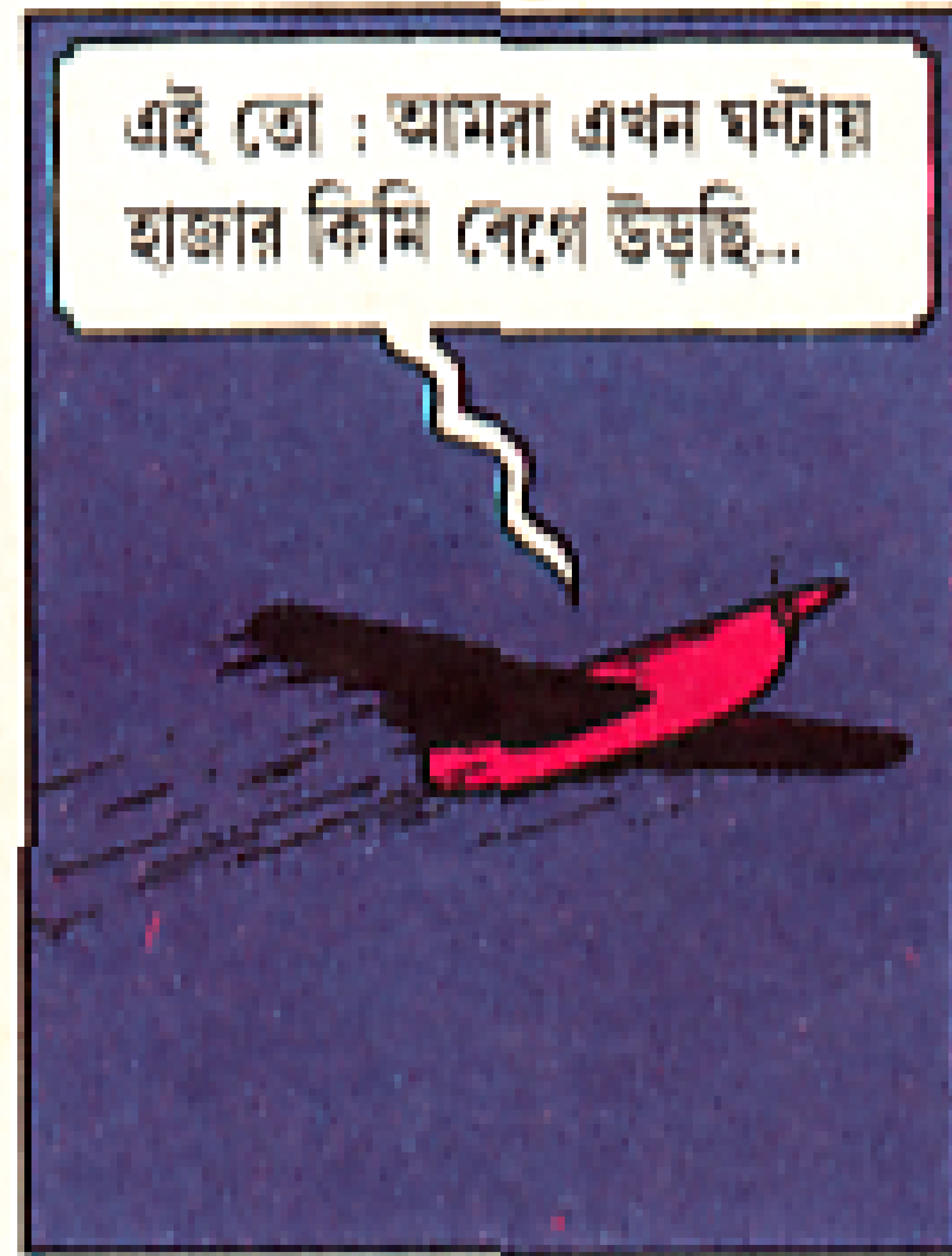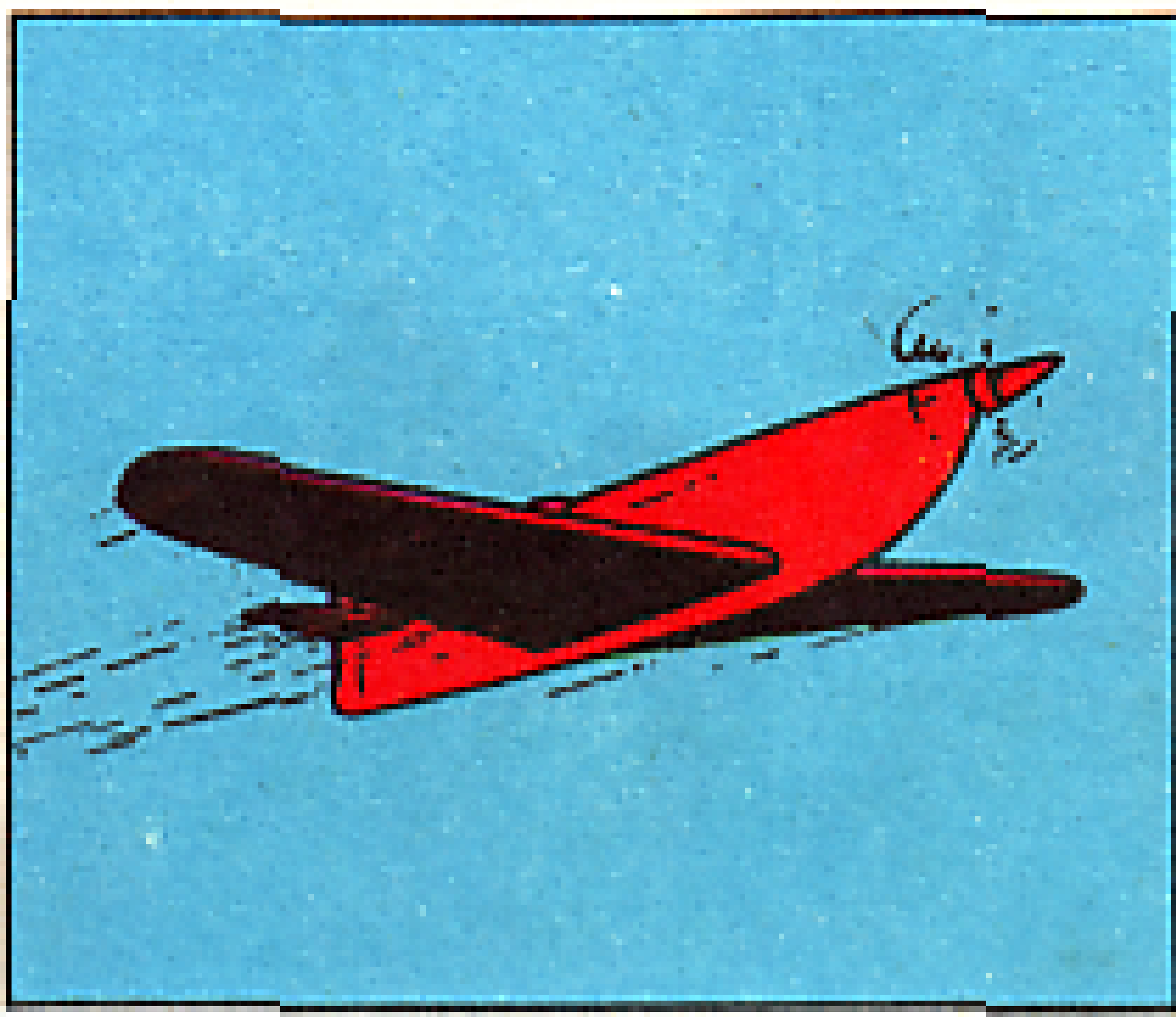
বিমান নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছে... নামছে...

বেঁচে গেছি !
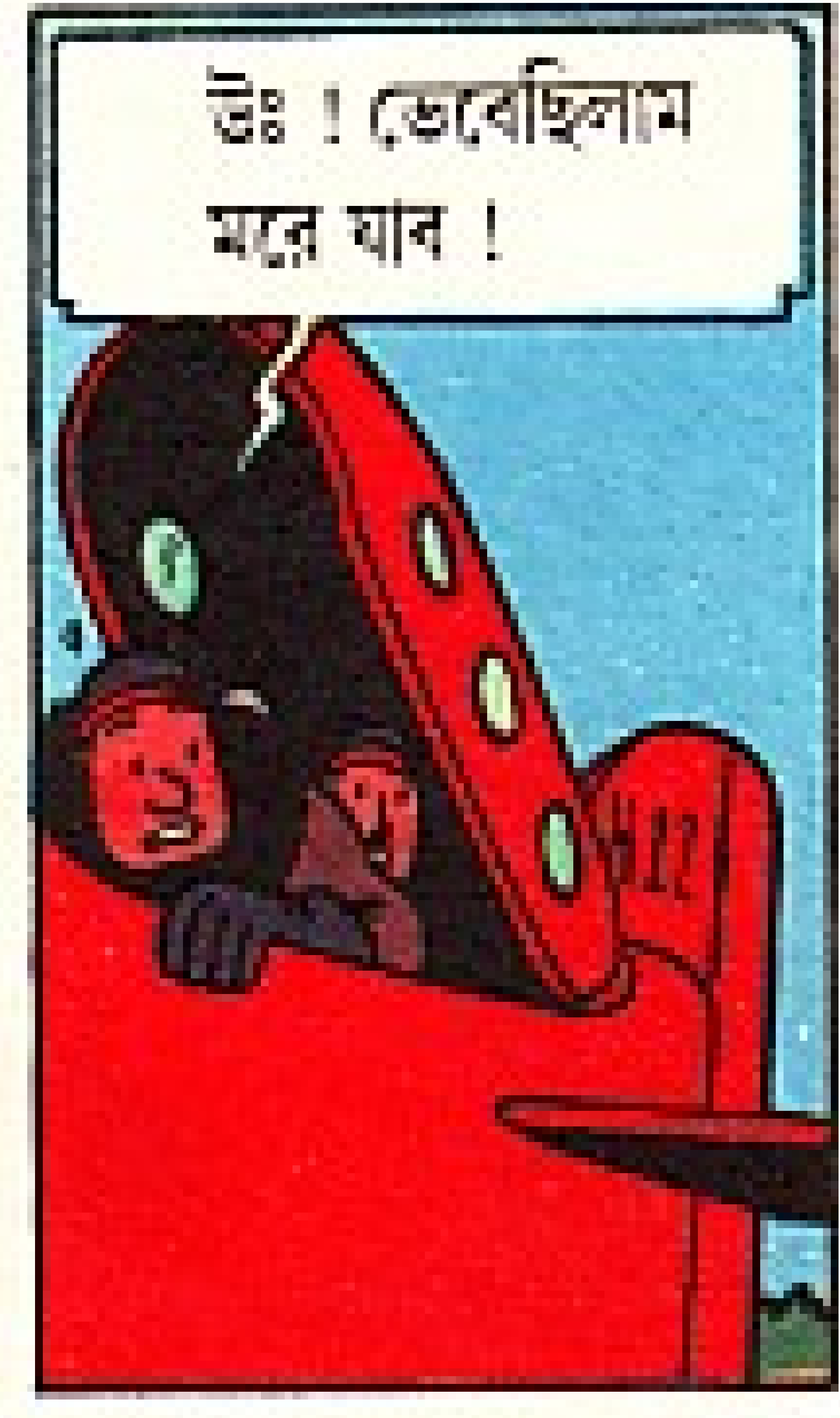
উঃ ! ভেবেছিলাম মরে যাব !

আঃ...লোকেরা আসছে...

কাছে কোথাও টেলিফোন আছে ?

হ্যাঁ, ওই খামারে... দূরে নয়...

...বিমান-ধ্বংসের খবরটাই আসবে...

ওই এসে গেল !

ক্রিং

হ্যালো ? হ্যালো ?...হ্যাঁ... বিউফোর্ট থেকে আমাকে চাইছে ?...হ্যালো ? হ্যাঁ...কী ? লেগ্রাঁ বলছ ? বেঁচে আছ !... হ্যাঁ, হ্যানি...হ্যাঁ...এক অজ্ঞাত লোকের চিঠি...তুমি তখন বিমানটা নিয়ে সবে উড়েছে...

কী হয়েছিল ?... একটা জানলা ? ...গুণ্ডাদের দল !...হ্যাঁ... হ্যাঁ...কী করে বাঁচলে...

দমবন্ধ হয়ে আসছিল । পাইলটের উপস্থিত বুদ্ধি দারুণ । বিমানটাকে সে ডাইভ দেওয়াল । কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমরা নীচে নেমে পড়লাম...শ্বাস নিলাম । তখন পাইলট স্ট্রাটোশিপের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল । নামতে তেমন অসুবিধে হয়নি...

এখন আমরা ফিরে আসছি... হ্যাঁ, অল্প গতিতে, নিচু দিয়ে...পরে দেখা করব, সার ।

ধৈর্য ধরো ! এখনই খবর পাবে...শোনো...এবার...

রেডিও প্যারিস...

আমরা এইমাত্র খবর পেলাম স্ট্রাটোস্ফেরিক বিমান এইচ. ২২ আজ প্রথম পরীক্ষামূলক উড়ানের সময়...

...ভেঙে পড়েছে কাছাকাছি...

গন্তব্যে না পৌঁছে, একটা জানলা ভেঙে যাওয়ায় যাত্রা বাতিল করেছে । পাইলট ঠাণ্ডা মাথায় দুর্ঘটনা এড়াতে পেরেছেন...

শয়তান...যেখানে শুরু করেছিলাম সেখানেই ফিরতে হল !

কয়েক মাস পরে...

হ্যালো... স্ট্র্যাটোশিপের আরও খবর আছে ?

প্রথম পরীক্ষামূলক উড়ানে যারা বিমানটিকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল, তাদের এখনও ধরা যায়নি ?

না, তাতে উড়ান বন্ধ হবে না। এখানে লিখেছে, কাল স্ট্র্যাটোশিপ ছাড়বে। উইলে যে সময়সীমা দেওয়া হয়েছে, তা শেষ হতে এখনও এক মাস আছে।

কাল বিকেলে স্ট্র্যাটোশিপটা, ওরা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করবে, জোকো।

ক্রিং রিং ক্রিং

হ্যালো। লেগ্রাঁ বলছেন ?...হ্যাঁ... সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার...বার্জার উধাও। হ্যাঁ, স্ট্র্যাটোশিপের পাইলট...গতকাল সকালে সে বাড়ি গেছে, তারপর কেউ আর তাকে দেখেনি !...

উড়ান যাতে সফল না হয় তার জন্য কেউ নিশ্চয় ওকে অপহরণ করেছে। কিন্তু চিন্তা করবেন না। বার্জারকে না পাওয়া গেলে স্ট্র্যাটোশিপ আমিই চালাব।

সেই বিকেলে

...এবং অত্যাশ্চর্য বিমানটিকে অভিনন্দন জানানোর জন্য এস এ এফ সি এ আজ আমন্ত্রণ জানাচ্ছে এটা শুধু...

যারা এই বিমান তৈরি করেছেন, তাঁদেরই কৃতিত্ব নয়, কৃতিত্বটা সম্পূর্ণভাবে শিল্পের, সারা ফ্রান্স তাঁদের গৌরবে গৌরবান্বিত...বিশেষভাবে উল্লেখ করছি এস এ এফ সি এ-র চিফ এঞ্জিনিয়ার মঁসিয়ে লেগ্রাঁর কথা। যে গুরুদায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছিল, তিনি তা ধৈর্য, নিষ্ঠা ও অবশ্যই স্বীকার করতে হবে তাঁর সাহস দিয়ে পালন করেছেন।

জোকোকে দেখেছ ?

কেন ? আবার নিখোঁজ হল নাকি ?

এখন, প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বিমানটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করব আমরা। মঁসিয়ে লেগ্রাঁর ছেলে-মেয়ে জো ও জেটের নামে এর নাম রাখব। মঁসিয়ে জো ও মাদমোয়াজেল জেট, আপনারা এসে আনুষ্ঠানিকভাবে শ্যাম্পেনের বোতলটা...

এই নিন কাঁচি...

?

?

ঠং

ওটা খালি ছিল, দেখেছিস ? শ্যাম্পেনের বোতল বলা যায় না !
এটা কারচুপি, কে করল ভাবছি !
ফ-র-র-র
ফ-র-র-র
ফ-র-র-র
স্ট্রাটোশিপের কয়েকটা খুঁটিনাটি বিষয় আমাকে বোঝাতে পারেন ? কী করে ওটা ওড়ানো হয় ? আমাকে দেখাবেন ?
আপনি মন্ত্রী, এ তো বেশ আনন্দের কথা...
খুব সোজা...এই হল স্টার্টার, প্রপেলারকে এটা নিজে থেকেই চালু রাখে...আর এটা দিয়ে বিমানটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়, আর এই যন্ত্রটা হল...
আয় জো, মা ডাকছেন...
জোকো কোথায় ?
ওকে দেখিনি । ও রাস্তা চেনে । নিশ্চয় বাড়িতে আছে ।
তন্নতন্ন করে খুঁজলাম । ও এখানে নেই ।
কিন্তু...
আবার বিমানঘাঁটিতে গিয়ে দেখো, জোকো আছে কি না । পোশাকটা বদলে যাও ।
এক ঘন্টা পরে...
কোথাও ওকে দেখছি না । পাশের হ্যাঙারে গিয়ে দেখি ।
জো ! এখানে !...দেখে যা...
ফ-র-র-র
ফ-র-র-র
ফ-র-র-র
শ্যাম্পেনের বোতল তা হলে জোকোই চুরি করেছিল !... পুরো বোতলটা শেষ করেছে !
শ-শ ! চটপট লুকিয়ে পড় । কার গলা পাচ্ছি ।

ঠিক জানো, স্ট্র্যাটোশিপ আজ রাত্রে এই হ্যাঙারে থাকবে ? ওয়ার্নার নিশ্চয় জানে...

ও এখন একা । অন্য লোকটা নিশ্চয় চলে গেছে...

জেট, স্ট্র্যাটোশিপের বিরুদ্ধে ওরা চক্রান্ত করছে, কার সঙ্গে কথা বলছিল খুঁজে বাবাকে খবর দে, আমি ওই লোকটার পিছু নিচ্ছি ।

সুযোগ একটাই...

এখন ওয়ার্নারকে গিয়ে জানাই...

!

লোকটা চলে গেছে...এখান
থেকে বেরোতে হবে...

ও ! দরজায় চাবি দিয়ে গেছে ।

যাক, একটা জানলা
দেখতে পাচ্ছি !...

কিন্তু এটা খোলে না । ফ্রেমে বাঁধানো কাচ..এটা
ভাঙলেই ওরা শব্দ পাবে, আমি ধরা পড়ে যাব...

একটা উপায় পাওয়া গেল । পুটিং লাগানো আছে ।
পুটিটা চেঁছে ফেলে কাচটা খুলে ফেলব ।

জলদি ! অন্ধকার হয়ে আসছে ।

এই তো...
খুলে ফেলেছি ।

কাউকে দেখছি না...এগোনো যাক !

কেউ কথা বলছে...আমি
যদি একটু...

হ্যাঁ...পাঁচ নং হ্যাঙার...একেবারে ঠিক...হ্যাঁ... কোনও ভুল নেই। ...এখন চলি! শুভেচ্ছা!...

?

ওয়ানারি এখনই যাচ্ছে...দু'ঘণ্টার মধ্যে ওদের স্ট্র্যাটোশিপ ধ্বংস হয়ে যাবে!

হ্যাঁ, ওয়ানারি যদি পারে...

পারবে না কেন? আশঙ্কার কারণ নেই! প্রথম বোমাটায় যদি না হয়, তা হলে দ্বিতীয় বোমাটা নিশ্চয় নিখুঁত লক্ষ্যে ঘা দেবে। না হলে তৃতীয় বোমাটা। ওরা কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার আগেই ওয়ানারি কেটে পড়বে বহু দূরে...ওর বিমানের যা গতি...

বুঝতে পেরেছি! ওরা স্ট্র্যাটোশিপের হ্যাঙারে বোমা মারবে।

জলদি। এক মুহূর্তও নষ্ট করা যাবে না।

যেভাবেই হোক ওদের রুখতে হবে। ...কিন্তু বাবাকে জানাই কী করে...ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারব না...

যাক, একটা গাড়ি আসছে!

থামল না দেখছি।

একটা বাড়ি দেখতে পাচ্ছি...ফোন থাকলে আর চিন্তা নেই।

আমার কপাল: ফাঁকা!

বাড়ি বিক্রি

পৌঁছতে পারব না... ও কী ! আগুন...
জিপসি ! ওদের বলি, ওরা যদি আমাকে প্যারিসে নিয়ে যেতে পারে...
দয়া করে শুনুন । খুব গুরুত্বপূর্ণ !...ওরা একটা বিমানঘাঁটিতে বোমা ফেলবে...
বিমানঘাঁটিতে বোমা ফেলবে ? রসিকতা করছ ? ...যাও এখান থেকে !
আর সময় নষ্ট কোরো না । খুব দেরি হয়ে গেছে...
কী করব এখন ?
বিমানঘাঁটিতে বোমা ফেলবে ! দুষ্টু ছেলে ?
?
ক্যারাভান !...ক্যারাভানটা চলে যাচ্ছে !...
চোরটাকে থামাও !
এই থাম !...
আহা, ওদের জন্য খারাপ লাগছে । কিন্তু উপায় কী...

হ্যাট !...হ্যাট !...জোরে, আরও জোরে !

ওদিকে বিমানঘাঁটিতে...

ধন্যবাদ তোমাদের । স্ট্যাটোশিপ এখন নিরাপদ...তুমি এসে বলামাত্রই পুলিশে জানিয়ে দিয়েছি...হ্যাঙার এখন সুরক্ষিত ।

ব্যবস্থা সব ঠিকঠাক নেওয়া হয়েছে তো ?

সব প্রবেশপথে পাহারা বসানো হয়েছে...হ্যাঙার ঘিরে লোক মোতায়েন করেছি...কেউ কাছে ভিড়তে পারবে না...অবশ্য ডানা থাকলে আলাদা কথা !...

ঘণ্টাখানেক পরেই পৌঁছে যাব...

পাড়ায় ঢুকছি !

বেঁচে গেলাম !

জেন্ডারমেরি

জো এখনও ফেরেনি । যে লোকটার ও পিছু নিয়েছিল সে ওকে ধরে ফেলেনি তো !

হুয়া !...হুয়া আ !... থাম ! হুয়া আ আ !... থাম !

কী কাণ্ড ! ও দেখছি কথা শুনছে না !

?

থাম !...হয়া ! ওঃ !
কী যে হবে শেষ পর্যন্ত ?
আর পনেরো মিনিট...
জো হয়তো বাড়ি পৌঁছে গেছে...এখানে মিনিটখানেক অপেক্ষা করো...
মাকে ফোন করে দেখি...
আহা, বাবা খুব চিন্তা করছেন ।
ইতিমধ্যে...

দুম
হুয়া !...থাম !...
থামছিস না কেন ?
আর-একটা লেভেলক্রসিং...এটা বন্ধ...এবার
ওকে থামাতেই হবে !
লাগেনি তো ?
টেলিফোন
আছে ?
হ্যাঁ, কিন্তু...
কী হচ্ছেটা কী !
হ্যালো ?...
হ্যালো ?...

তো এখনও বাড়ি ফেরেনি ?...শোনো, চিন্তা কোরো না...আবার পুলিশকে ফোন করছি...ওরা হয়তো খবর পেয়ে থাকবে ।

উত্তর নেই ?

না, লাইন পাচ্ছি না.

আমাকে সাহায্য করুন...এস. এ. এফ. সি. এ বিমানঘাটিতে এখনই যেতে হবে...ওরা হ্যাঙারে বোমা ফেলবে...ওখানে স্ট্র্যাটোশিপ !

আমার সাইকেলটা নিতে পারো । তবে ওটা তোমার পক্ষে খুব উঁচু হবে !...

জলদি । এক মুহূর্তও নষ্ট করা যাবে না !

বেশি দূরে নয় । প্রায় চলে এসেছি ।

বিমানঘাটির আলো দেখা যাচ্ছে । ...ঠিক দু'ঘন্টা লাগল...

শব্দ পাচ্ছি...ও, একটা এঞ্জিনের শব্দ...

এখন সেই বিখ্যাত হ্যাঙারটা খুঁজে বের করতে হবে !...

একটা এরোপ্লেন...এত নিচু দিয়ে উড়ছে কেন...

এসে গেছি !

দাঁড়াও !...কোথায় যাচ্ছ ?

যেতে দাও ! ওরা স্ট্র্যাটোশিপ বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে !

হা ! হা ! হা ! ভাল কথা !

ভেবেছে কী ছেলেটা !

BOM
দুম
?!
জেট
জো ?
চটপট ! বাবা কোথায় ?
বাবা ?...ফোন করতে গেছেন... বিমানঘাটি পেরিয়ে ওই অফিসে ।
এখন আমরা কী করব !...প্লেনটা ফিরে আসছে !
জেট, চল দৌড়ে যাই । হ্যাঙার থেকে স্ট্র্যাটোশিপটা বের করতে হবে !
অসম্ভব !...নড়ছে না !
H-22
এবার আরও নিখুঁত লক্ষ্যে বোমা ফেলব ।
?
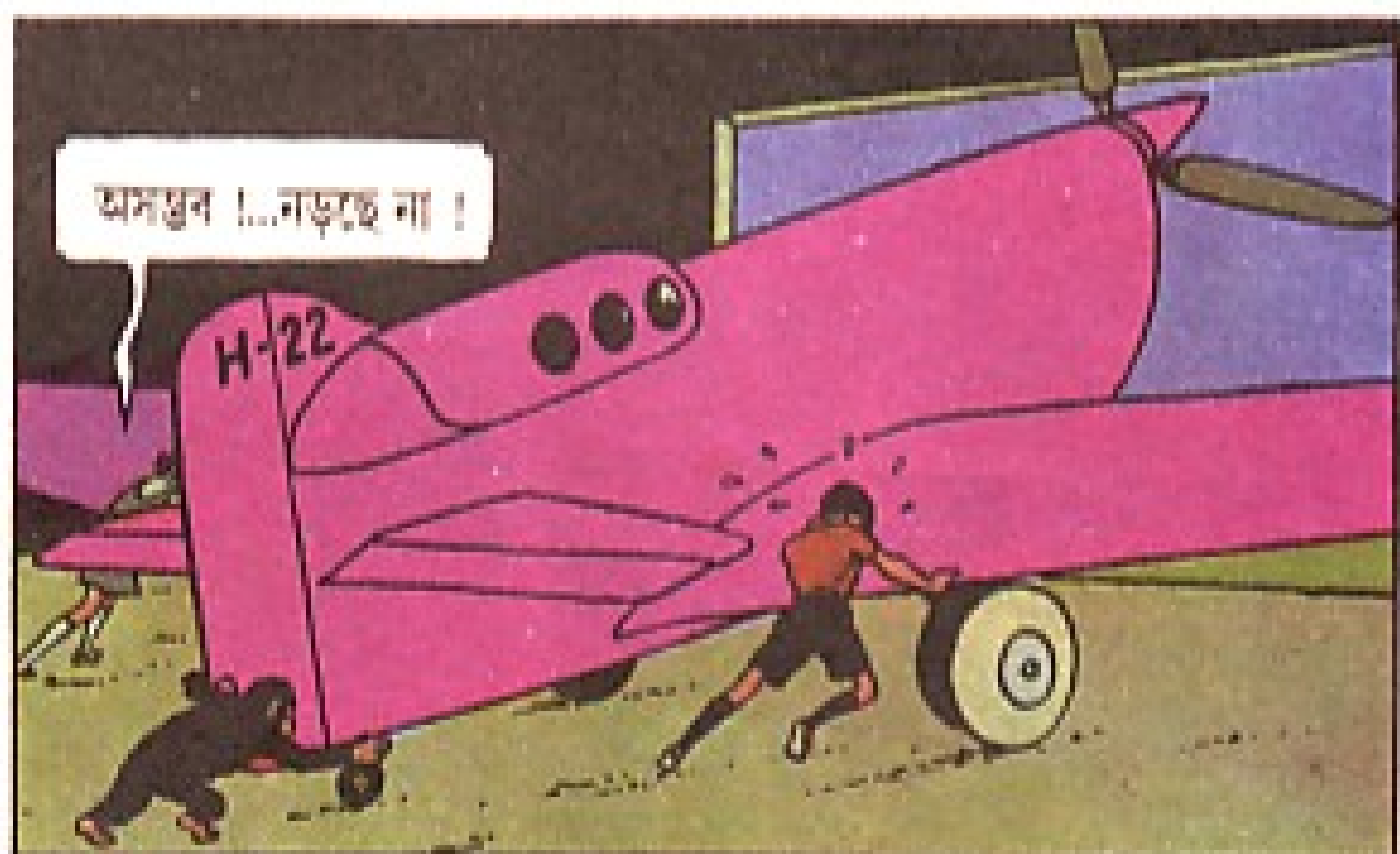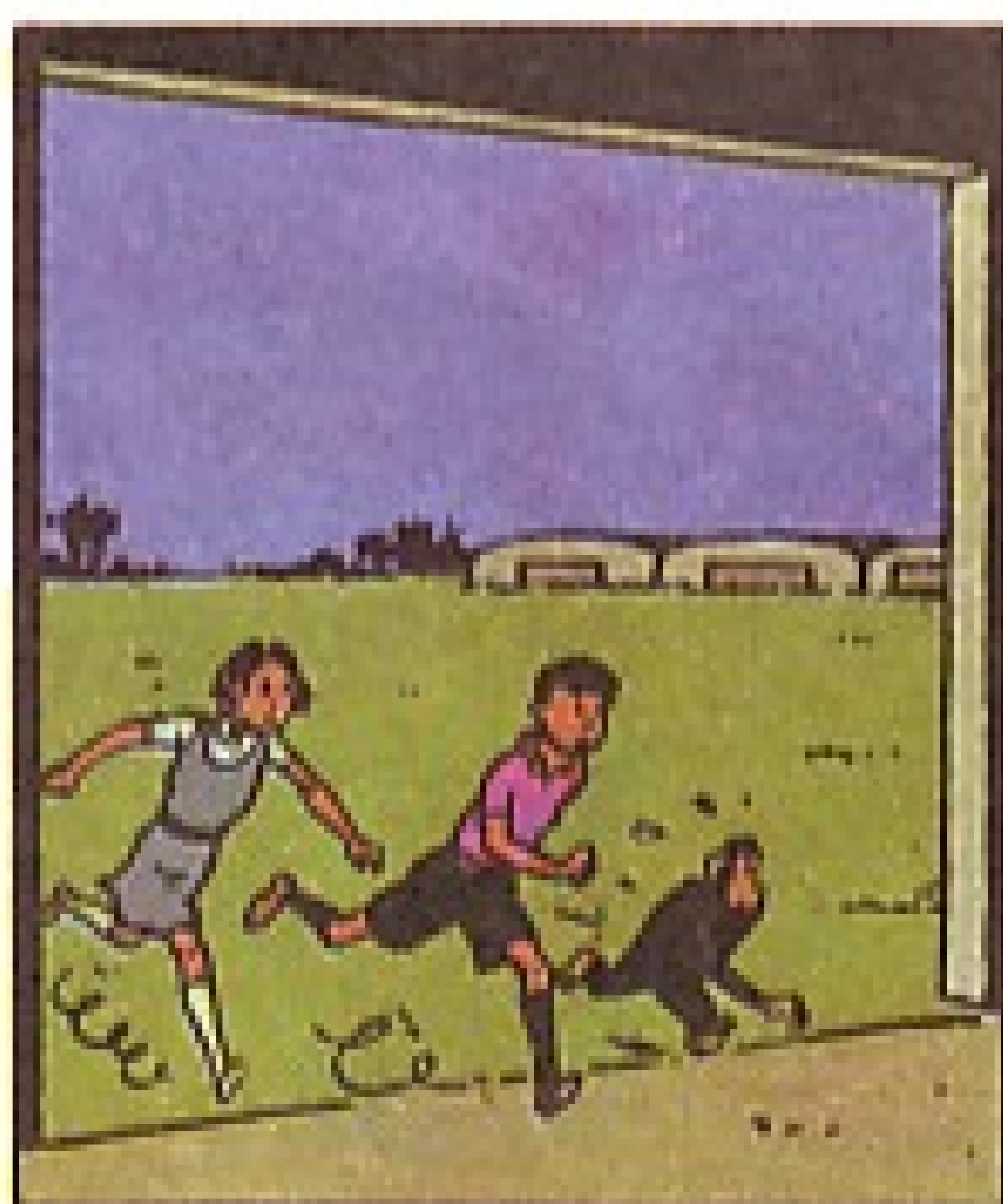
প্রায় গা ঘেঁষে বোমাটা পড়ল।
দেখি, আর-একবার চেষ্টা করে!
জো, এরোপ্লেনটা নড়াবার শক্তি আমাদের নেই।...তা হলে কী করব আমরা?
বুঝতে পারছি না...
তবে অন্য কিছু করার না থাকলে আমি বরং প্লেনের এঞ্জিনটা চালু করি। স্ট্রাটোশিপকে বাঁচানোর এটাই একমাত্র উপায়...
জেট, তুই একটা নিরাপদ জায়গায় গিয়ে দাঁড়া। যে-কোনও মুহূর্তে বোমা পড়তে পারে...
না, জো! আমি তোর সঙ্গে থাকব!
বাবা যা-যা বলেছিলেন ভেবে দেখি। প্রথমে দেখি, স্টার্টার কোথায়?
তাড়াতাড়ি, জো! প্লেনটা আবার আসছে, শব্দ শুনতে পাচ্ছি...
ঠিক আছে...এক মিনিট... এই যে, পেয়েছি...
কী হচ্ছে ওখানে?
একটা বোমারু বিমান স্ট্রাটোশিপের হ্যাঙারে বোমা ফেলছে!
প্রচুর জ্বালানি আছে। বোমা যদি হ্যাঙারে পড়ে তৎক্ষণাৎ স্ট্রাটোশিপ ধ্বংস হয়ে যাবে!
হা ঈশ্বর!...খুব দেরি হয়ে গেল!

ঠিক সময়ে বেরিয়ে পড়েছি জো !..
হ্যাঙারে বোমা পড়েছে !

জো !...জো !...আস্তে ! দেওয়ালটায় ধাক্কা লাগবে !

বেশ দেরি হয়ে গেছে !...এত জোরে যাচ্ছি যে, এটাকে থামানো বা ঘোরানো যাবে না । আর-একটা চেষ্টা অবশ্য করা যায়...

স্ট্রাটোশিপ ! ! !

দেখলেন ? স্ট্রাটোশিপটা এখনই উড়ে গেল !

উড়ে গেল ?
কী করে উড়ল ?

এবার আমরা কী করব ?
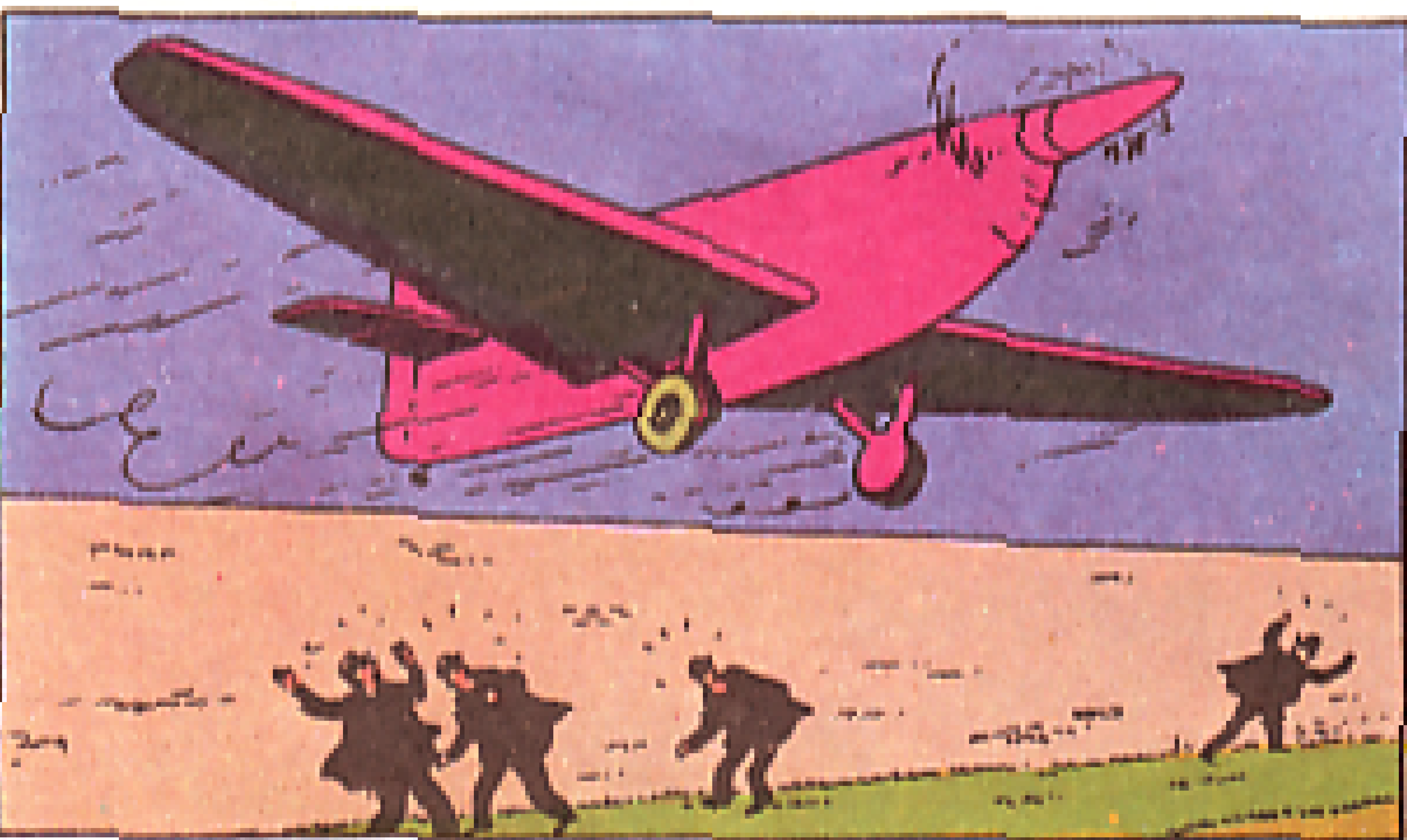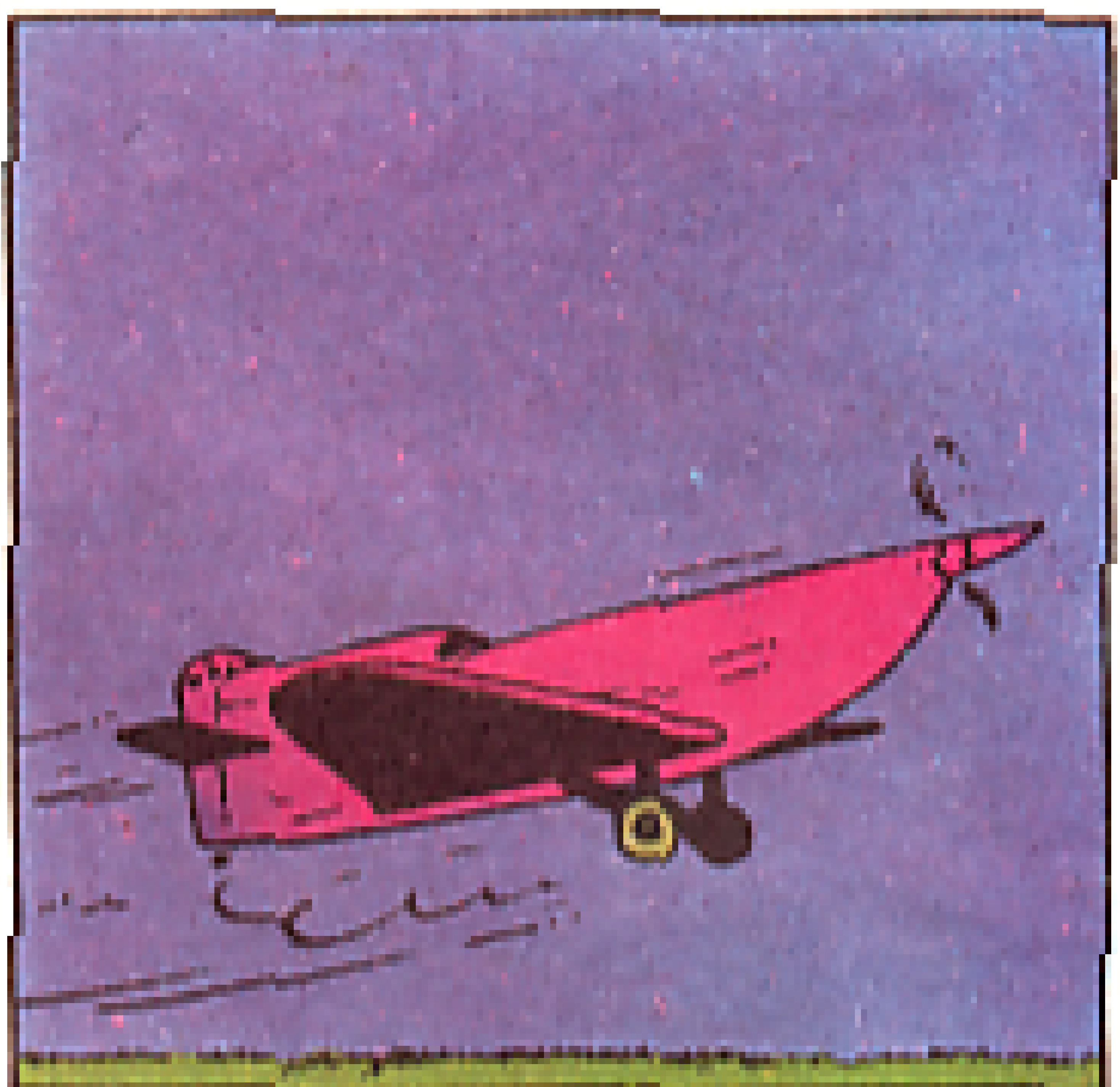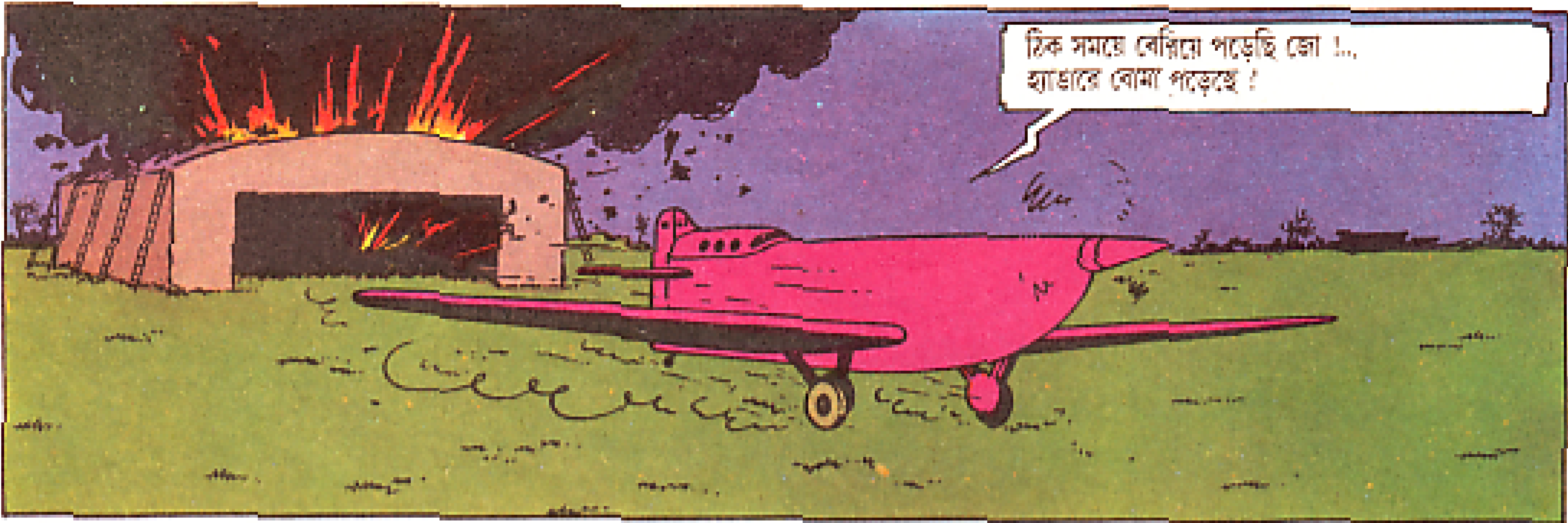
সত্যি বলছি, বিমানটা উড়ে গেল... দেওয়াল পেরিয়ে...যে দেওয়ালের আড়ালে আমরা লুকিয়ে ছিলাম...

তার মানে...বলছ, ওটা চুরি হয়ে গেছে ?

বিশ্বাস হচ্ছে না...বোমা...স্ট্র্যাটোশিপ চুরি...সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড...জো এখনও ফিরল না...

জো ? ওকে তো কিছুক্ষণ আগে দেখেছি । প্রথম বোমাটা পড়ার ঠিক আগে ও এসেছিল...

জো ?...ঠিক বলছ ?

তা হলে...হা ঈশ্বর ! এ কি সম্ভব ? জো আর জেট কি... ?

রোদের জন্য অপেক্ষা করতে হবে, জেট । অন্ধকারে চেষ্টা করাটাই পাগলামি...

রাত্রি কাটল...

দিনের আলো !...নামার চেষ্টা করব... জেট, এদিকে জ্বালানিও প্রায় ফুরিয়ে এসেছে...

সমুদ্র ?

কী যে আছে কপালে ?...তেল প্রায় শেষ...মিনিট কয়েকের মধ্যেই আমরা সমুদ্রে গিয়ে পড়ব...

ওই যে, জো !
একটা দ্বীপ !
ওই তো ! তেল নেই !...ভাগ্য ভাল, আমরা তেমন দূরে নই...গ্লাইডিং করে ওখানে নামব...
ফুট ফুট
ওকে ঠিক দ্বীপও বলা যায় না... সৈকতে নামার চেষ্টা করব...
জো !...চাকা...চাকা !
তাই তো !...ভুলে গিয়েছিলাম !
হুই...এই তো !
শাবাশ, জো !...তুই সব পারিস ।
এখন দেখতে হবে কোথায় এলাম...
নিশ্চয় এটা একটা মরুদ্বীপ...বাড়িঘর নেই, প্রাণের চিহ্ন নেই...
এবার সত্যিই আমরা ঝামেলায় পড়লাম ।
HERGÉ
প্রথম পর্ব সমাপ্ত

সেই রহস্যময় দ্বীপে পৌঁছে কী হল আমাদের
বন্ধুদের ? জানতে হলে অবশ্যই পড়ো
জো, জেট ও জোকোর এই রোমাঞ্চকর
অ্যাডভেঞ্চারের দ্বিতীয় পর্ব

গন্তব্য নিউ ইয়র্ক

ধনকুবের জন পাম্পের উইল অনুসারে তারাই এক কোটি ডলার পাবে, যারা ঘণ্টায় এক হাজার কিলোমিটার বেগে প্যারিস থেকে নিউইয়র্ক পাড়ি দিতে পারে এরকম একটি বিমান প্রথম তৈরি করবে।

জো ও জেটের বাবা স্ট্রাটোশিপ এইচ. ২২ বিমানটি তৈরি করলেন। এদিকে দস্যুরা উঠে পড়ে লেগেছে বিমানটি ধ্বংস করতে। বিমানটিকে বাঁচাতে জো ও জেট সেটি নিয়ে উড়ে চলে গেল। সঙ্গে ছিল তাদের পোষা আদরের বানর জোকো। জ্বালানি ফুরিয়ে যেতে তারা এসে নামল এক দ্বীপে।

দুঃসাহসী টিনটিনের স্রষ্টা হার্জ-কে কে না চেনে। টিনটিন ছাড়াও হার্জ-এর অন্যতম সৃষ্টি জো, জেট ও জোকোর এই অ্যাডভেঞ্চার। ১৯৩০-এ লেখা দুই পর্বে সমাপ্ত এই কাহিনীর পরের পর্বের নাম 'গন্তব্য নিউইয়র্ক'।

9 788172 157579